পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের
মাঝে এক অপরূপ
ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 311 Thursday, 10 October, 2024 ✱ ২৯ বর্ষ, ৩১১ সংখ্যা ✱ ২৩ আশ্বিন ১৪৩১, বৃহস্পতিবার, ১০ অক্টোবর, ২০২৪ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য- ৩ টাকা

ছুটি

শারদীয়া উৎসব এবং দুর্গা পুজো উপলক্ষ্যে সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী ও দশমী অর্থাৎ ১০,১১,১২,১৩ অক্টোবর ২০২৪ 'দুরন্তবার্তা' ও সুচিকিৎসার সমস্ত দফতর বন্ধ থাকবে। তাই আগামী চারদিন এই পত্রিকার কোনও সংস্করণ প্রকাশিত হবে না। সোমবার ১৪ অক্টোবর থেকে পত্রিকা যথারীতি প্রকাশিত হবে। পত্রিকার তরফ থেকে সকল পাঠকপাঠিকা, বিজ্ঞপণদাতা ও শুভানুধ্যায়ীদের জানাই শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা। সম্পাদক

নতুন রেপো রেট ঘোষণা, স্বস্তি পেল আমজনতা?

নয়াদিল্লি, ৯ অক্টোবর ঃ দেবী দুর্গার বোধনের দিনই নতুন রেপো রেট ঘোষণা করল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। আমজনতাকে স্বস্তি দিয়ে এবারও বা।ানো হয়নি সুদের হার। আবার রেপো রেট কমানোও হয়নি। এই নিয়ে টানা ১০ ত্রৈমাসিকে রেপো রেট অপরিবর্তিত রাখল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। ষষ্ঠীর সকালে বৈঠকে বসেছিল শীর্ষ ব্যাঙ্কের ছয় সদস্যের আর্থিক কমিটি। সেখানেই স্থির হয় অপরিপর্তিত রাখা হবে রেপো রেট। এর আগে পর পর ৯ ত্রৈমাসিকে রেপো রেট বাড়ানো হয়নি। অথচ পাল্লা দিয়ে বাড়ছিল মুদ্রাস্ফীতি। তবে শেষ ত্রৈমাসিকে কিছুটা নিয়ন্ত্রণে মুদ্রাস্ফীতি। এর আগে ৯ ত্রৈমাসিকে যেহেতু রেপো রেট বাড়ানো হয়নি, তাই এবারও বাড়ানো হবে না বলেই মনে করছিল অর্থনৈতিক মহল। সেই প্রত্যাশা মিলে গেল। ভোটের ফলের পরও সুদের হার বাড়ানো হল না। বুধবার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মানিটির পলিসি কমিটির বৈঠক শেষে জানিয়ে দেওয়া হল, আগামী ত্রৈমাসিকেও সুদের হার অপরিবর্তিত থাকবে।

আর জি কর কাণ্ডে

জট কাটাতে উদ্যোগী রাজ্য, বৈঠকে ডাক জুনিয়র ডাক্তারদের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ অক্টোবর ঃ অভয়া কাণ্ডে বিচার-সহ ১০ দফা দাবিতে ধর্মতলায় আমরণ অনশনে বসেছেন জুনিয়র ডাক্তাররা। পুজোর মরশুমেও চলছে বিক্ষোভ। জটিল পরিস্থিতির সমাধান সূত্র খুঁজতে ফের জুনিয়র ডাক্তারদের প্রতিনিধিদের বৈঠকে বসার ডাক দিল রাজ্য সরকার। মহাষষ্ঠীর সন্ধে পৌনে ৮টায় আন্দোলনকারীদের ৮-১০ জন সদস্যকে স্বাস্থ্যভবনে টাস্ক ফোর্সের সঙ্গে বৈঠকে বসার আরজি জানিয়েছেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। রাজ্য সরকারের ডাকে সাড়া দিয়ে স্বাস্থ্যভবনে যাবেন আন্দোলনকারীরা। জানালেন জুনিয়র ডাক্তাররা। এদিকে কিছুক্ষণের মধ্যে অনশন মঞ্চে যাচ্ছেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস।

এদিন সন্ধে সাড়ে ছটা নাগাদ মুখ্যসচিব জুনিয়র ডাক্তারদের সংগঠনকে একটি ইমেল করেন। সেখানে আজ সন্ধে পৌনে আটটায় স্বাস্থ্যভবনে ডাকা হয় আন্দোলনকারীদের। সেখানে মুখ্যসচিবের নেতৃত্বাধীন টাস্কফোর্সের সঙ্গে বৈঠকে বসার আর্জি জানানো হয়। সেই ডাকে সাড়া দিয়েছেন জুনিয়র চিকিৎসকেরা। তাঁদের তরফে দেবাশিস হালদার জানান, দুর্বল হয়ে পড়েছি বলে যাচ্ছি না। আরও একবার দাবি আদায়ের জন্য যাচ্ছি। তবে তাঁদের তরফে কতজন প্রতিনিধি যাচ্ছেন তা চূড়ান্ত জানানো হয়নি। আন্দোলনকারীরা নিজেদের অবস্থানে অনড়। তাঁদের সাফ কথা, ১০ দাবি পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে।

প্রসঙ্গত, অভয়ার সুবিচার-সহ ১০ দফা দাবিপূরণে ধর্মতলায় আমরণ অনশনে শামিল হয়েছেন জুনিয়র চিকিৎসকরা। সেখানে যোগদানকারীর সংখ্যা বাড়ছে। তাঁদের পাশে দাঁড়াতে মঙ্গলবার ১২ ঘণ্টা প্রতীকী অনশন করেন মেডিক্যাল কলেজের চিকিৎসকরা। রিলে অনশনের মধ্যে মঙ্গলবার দুপুরেই গণ ইস্তফাপত্রে সই করেন আর জি করের ৫০ জন সিনিয়র ডাক্তার। দেশজুড়ে প্রতীকী অনশনর করেন চিকিৎসকরা। এদিকে এদিন কলকাতা মেডিক্যাল ও মেদিনীপুর মেডিক্যালের সিনিয়র ডাক্তাররাও গণ ইস্তফা দিয়েছেন। রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ তিন মেডিক্যাল কলেজের সিনিয়র চিকিসকরাও জানিয়ে দিলেন, জুনিয়রদের দাবিপূরণে রাজ্য সদর্থক ভূমিকা না নিলে তাঁরা একে একে ব্যক্তিগতভাবে ইস্তফা দেবেন। ইতিমধ্যেই জুনিয়রদের পাশে দাঁড়িয়ে গণইস্তফা দিয়েছেন আর জি করের ৫০ জন সিনিয়র ডাক্তার। মঙ্গলবার ন্যাশনাল মেডিক্যালেরও প্রায় ১০০ জন ডাক্তার 'ইস্তফা দিয়েছেন। যদিও আর জি করের সিনিয়র চিকিৎসকদের ইস্তফা গৃহীত হয়নি। স্বাস্থ্যভবন সূত্রে খবর, ওই চিকিৎসকদের ইস্তফা গৃহীত হয়নি। মনে করা হচ্ছে, ন্যাশনাল মেডিক্যালের চিকিৎসকদের গণইস্তফাও গ্রহণ করা হবে না। সরকারের দাবি, ওই ইস্তফা নিয়ম মেনে হয়নি। তাই এবার আরও কড়া পদক্ষেপের পথে রাজ্যের ৩ গুরুত্বপূর্ণ মেডিক্যাল কলেজের সিনিয়র ডাক্তাররা। আর জি কর, কলকাতা এবং উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজের সিনিয়র ডাক্তাররা ঠিক করেছেন, এবার একে একে ব্যক্তিগতভাবে সব নিয়ম মেনেই ইস্তফা দেবেন তাঁরা। চিকিৎসকরা কার্যত রাজ্যকে ডেডলাইন দিয়ে দিয়েছেন। তাদের বক্তব্য, রাজ্য সরকার যদি দ্রুত ইতিবাচক পদক্ষেপ না করে, আর অনশনরত জুনিয়রদের শারীরিক অবস্থার আর বিন্দুমাত্র অবনতি হয়, তাহলেই একে একে ইস্তফা দেবেন তাঁরা। সেটা হলে রাজ্যের চিকিৎসা ব্যবস্থার উপর অভাবনীয় সংকট তৈরি হবে।

'অভয়া পরিক্রমা'য় পুলিশি বাধা, তুমুল উত্তেজনা চাঁদনি চকে

আর জি করের পথে হেঁটে গণইস্তফা কলকাতা মেডিকেলের চিকিৎসকদের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ অক্টোবর ঃ অভয়ায় প্রতীকী মূর্তি নিয়ে জুনিয়র ডাক্তারদের পুজো পরিক্রমায় পুলিশি বাধা। ম্যাটাডোরের চাবি খুলে নেওয়ার অভিযোগ। এদিকে পুলিশের দাবি, মিছিলের অনুমতি নেই। তা সত্ত্বেও মিছিল করা হচ্ছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তুমুল উত্তেজনা চাঁদনি চকে। স্তব্ধ যান চলাচল। বুধবার সকালে আর জি কর মেডিক্যাল কলেজে মৃতা চিকিৎসকের স্মরণে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। বিকেলে ধর্মতলার ধরনা মঞ্চ থেকে বেরোয় অভয়া পরিক্রমা। ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র ডক্টরস ফ্রন্টের তরফে মিছিল করে ১২ টা পুজো প্যান্ডেলে যাওয়ার ছিল জুনিয়র ডাক্তারদের। তার মধ্যে ছিল মুদিয়ালি, কালীঘাট, এন্টালিও। মণ্ডপে গিয়ে ১০ দফা দাবির লিফলেট বিলি করার কথা ছিল আন্দোলনরত চিকিৎসকরা। এই মিছিলকে কেন্দ্র করেই এদিন বিকেলে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে চাঁদনি চক। পুলিশ মিছিলে বাধা দিতেই পাল্টা দেন ডাক্তাররা। সব মিলিয়ে প্রবল উত্তেজনা ছড়ায়। প্রসঙ্গত, অভয়ার সুবিচার-সহ ১০ দফা দাবিপূরণে ধর্মতলায় আমরণ অনশনে শামিল হয়েছেন জুনিয়র চিকিৎসকরা। সেখানে যোগদানকারীর সংখ্যা বাড়ছে। তাঁদের পাশে দাঁড়াতে মঙ্গলবার ১২ ঘণ্টা প্রতীকী অনশন করেন মেডিক্যাল কলেজের চিকিৎসকরা। রিলে অনশনের মধ্যে মঙ্গলবার দুপুরেই গণ ইস্তফাপত্রে সই করেন আর জি করের ৫০ জন সিনিয়র ডাক্তার। বুধবার দেশজুড়ে প্রতীকী অনশনে চিকিৎসকরা। এদিকে এদিন কলকাতা মেডিক্যাল ও মেদিনীপুর মেডিক্যালের সিনিয়র ডাক্তাররাও গণ ইস্তফা দিয়েছেন।

আর জি করের পথেই কলকাতা ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ। মহাষষ্ঠীর সকালে বিচারের দাবিতে গণইস্তফা দিলেন সিনিয়র চিকিৎসকরা। প্রত্যেকেই স্লোগান তুললেন, উই ওয়ান্ট জাস্টিস। সিনিয়র ডাক্তার। তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজন বিভাগীয় প্রধানও রয়েছেন। এদিন বিভাগীয় প্রধানদের একটি

ইতিমধ্যেই স্বাস্থ্যদপ্তরে মেল করা হয়েছে বলে খবর। মঙ্গলবার গণ ইস্তফা দিয়েছিলেন আর জি করের ৫০ জন সিনিয়র চিকিৎসক। জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলনকে সমর্থন করে বুধবার সকালে ইস্তফা দিলেন কলকাতা ন্যাশনাল মেডিকেলের প্রায় শতাধিক চিকিৎসক। একইদিনে গণইস্তফার পথে হাঁটলেন মেদিনীপুর মেডিক্যালের সিনিয়র ডাক্তাররা। তাঁদের সাফ কথা, জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলন যথার্থ। রাজ্য কোনও সদর্থক ভূমিকা নিচ্ছে না। সেই কারণেই গণইস্তফার সিদ্ধান্ত। পরবর্তীতে বৃহত্তর আন্দোলনের কথাও বলেন তাঁরা। প্রসঙ্গত, ১০ দফা দাবিপূরণে ধর্মতলায় আমরণ অনশনে শামিল হয়েছেন জুনিয়র চিকিৎসকরা। সেখানে যোগদানকারীর সংখ্যা বাড়ছে। তাঁদের পাশে দাঁড়াতে মঙ্গলবার ১২ ঘণ্টা প্রতীকী অনশন করেন মেডিক্যাল কলেজের চিকিৎসকরা। রিলে অনশনের মধ্যে মঙ্গলবার দুপুরেই গণ ইস্তফাপত্রে সই করেন আর জি করের ৫০ জন বৈঠক ছিল। সেখানেই তাঁর ইস্তফার সিদ্ধান্ত নেন। বুধবার দেশজুড়ে চলছে প্রতীকী অনশন। এদিকে আর জি করের পথে হেঁটে ইস্তফা দিলেন আরও ২ মেডিকেল কলেজের সিনিয়র ডাক্তাররা। রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ তিন মেডিক্যাল কলেজের সিনিয়র চিকিসকরাও জানিয়ে দিলেন, জুনিয়রদের দাবিপূরণে রাজ্য সদর্থক ভূমিকা না নিলে তাঁরা একে একে ব্যক্তিগতভাবে ইস্তফা দেবেন। ইতিমধ্যেই জুনিয়রদের পাশে দাঁড়িয়ে গণইস্তফা দিয়েছেন আর জি করের ৫০ জন সিনিয়র ডাক্তার। মঙ্গলবার ন্যাশনাল মেডিক্যালেরও প্রায় ১০০ জন ডাক্তার 'ইস্তফা দিয়েছেন। যদিও আর জি করের সিনিয়র চিকিৎসকদের ইস্তফা গৃহীত হয়নি। স্বাস্থ্যভবন সূত্রে খবর, ওই চিকিৎসকদের ইস্তফা গৃহীত হয়নি। মনে করা হচ্ছে, ন্যাশনাল মেডিক্যালের চিকিৎসকদের গণইস্তফাও গ্রহণ করা হবে না। সরকারের দাবি, ওই ইস্তফা নিয়ম মেনে হয়নি।

৯০-তম বর্ষে পদার্পণ হাতিবাগান সর্বজনীনের পুজো, এবারের আকর্ষণ প্রকরণ

কলকাতা, ৯ অক্টোবরঃ শারোদসবে বরাবরই নজর কাড়ে উত্তর কলকাতার পুজো মণ্ডপগুলি, উত্তর কলকাতার অনেক পুজোর মধ্যে অন্যতম হাতিবাগান সর্বজনীনের পুজো। এবার এই পুজো ৯০-তম বর্ষে পদার্পণ করেছে। ৯০-তম বর্ষে বিশেষ আকর্ষণ 'প্রকরণ'। পুজো উদ্যোক্তাদের মতে, এই আকর্ষণ দেখতে অবশ্যই ভি। জমাবেন দর্শনার্থীরা।উত্তর কলকাতা মানেই গা ঘেষাঘেষি পুরোনো বাড়ি। যদিও, সময়ের সঙ্গে হারিয়ে যেতে বসেছে এই ঐতিহ্যের বাড়িগুলি। দিনে দিনে জায়গা দখল করছে ফ্ল্যাট। উত্তরে নটি বিনোদিনী বাড়ির ঐতিহ্য বহন করে এই হাতিবাগান। এ বার তাদের থিমেও উঠে এল উত্তরে হারিয়ে যাওয়া বাড়ি। সম্পাদক শ্বাসত বসু বলেছেন, এই বছর তাঁদের পুজো ৯০-তম বর্ষে পদার্পণ করেছে। কালের নিয়মে হয়তো বাড়িগুলি ভেঙে যাবে, কিন্তু এই বাড়িগুলির বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে, তাই তুলে ধরা হয়েছে পুজোয়।

কামদুঘা পত্রিকা প্রকাশ

দুরন্তবার্তা,গুসকার,৯অক্টোবরঃ কামদুঘা পত্রিকার সাঁইত্রিশ তম বর্ষপূর্তি সংখ্যা প্রকাশ হয়েছে। এরুয়ার থেকে দীর্ঘদিন ধরে নিয়মিত প্রকাশ হয়। দুশো পাতার এই বিশেষ সংখ্যার একশো আটান্ন জন কবি সাহিত্যিকদের লেখা প্রকাশ হয়েছে।তেরোটি প্রবন্ধ তেরোটি গল্প রম্যরচনা ভ্রমন কাহিনী কবিতা ও ছড়া দিয়ে সাজানো বিশেষ সংখ্যাটি। অরুণ কুমার চক্রবর্তী আরন্যক বসু শিবপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় শিবশঙ্কর বক্সী মুক্তি রায়চৌধুরী প্রবীণ কবিদের সাথে অনেক নবীনদের লিখেছেন। ডঃ সর্বজি যশ ডঃ কৃষ্ণেন্দু দে ডঃ আদিত্য মুখোপাধ্যায় শ্যামসুন্দর বেরা সুকুমার রুজ প্রমুখ প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকদের লেখা প্রকাশ হয়েছে। লেখা ছাড়া লেখকদের ছবি পরিচিত ছাপা হয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন জেলা ছাড়াও ত্রিপুরা আসাম মেঘালয়.ও বাংলাদেশের লেখকদের লেখা প্রকাশ হয়েছে।প্রচ্ছদ করেছেন জুঁই রায় ও শিবাশিষ বন্দ্যোপাধ্যায় অলঙ্করণ করেছেন শিবম রায়। সম্পাদক ও প্রকাশক ধনঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় জানান সারা বছর নিষ্ঠার পত্রিকা প্রকাশ করে আসছি স্থানীয় মানুষের অভাব অভিযোগ ছাড়া স্থানীয় মানুষের প্রতিভা প্রকাশ অগ্রাধিকার দিয়ে থাকি। সকলের ভালো আমরা এগিয়ে ভালোবাসায় চলেছি।

কেরল ও তামিলনাড়ুতে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা, সতর্কতা জারি আইএমডি-র

নয়াদিল্লি, ৯ অক্টোবর ঃ দক্ষিণ ভারতের কেরল ও তামিলনাড়ুতে ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনার কথা জানালো ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)। আগামী ১৪ অক্টোবর পর্যন্ত দক্ষিণ ভারতের এই রাজ্যের বিভিন্ন অংশে ভারী বৃষ্টি প্রত্যাশিত। এই মর্মে আইএমডি-র পক্ষ থেকে সতর্কতা জারি করা হয়েছে।আইএমডি জানিয়েছে, ১০ অক্টোবর তামিলনাড়ু ও কেরল ছা।।ও অরুণাচল প্রদেশে, অসম ও মেঘালয়ে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এরপর ১১ তারিখ তামিলনাড়ু ও কেরলের পাশাপাশি অরুণাচল প্রদেশ ও অভ্যন্তরীণ কর্নাটকে বৃষ্টি হতে পারে। তারপর ১২, ১৩ ও ১৪ অক্টোবর তামিলনাড়ু ও কেরলের বিভিন্ন অংশে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

রেপো রেট ৬.৫ শতাংশেই অপরিবর্তিত রাখল আরবিআই, সিদ্ধান্ত মুদ্রানীতি কমিটির

মুম্বই, ৯ অক্টোবর ঃ আবারও বাড়ছে না রেপো রেট। বুধবার সকালে স্বস্তির খবর দিয়েছেন রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (আরবিআই)-র গভর্নর শক্তিকান্ত দাস। যার অর্থ, আপাতত রেপো রেটের হার ৬.৫ শতাংশই থাকছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এই সিদ্ধান্তের ফলে গৃহঋণ, গাড়ির ঋণ এবং অন্যান্য ঋণে অতিরিক্ত সুদ গুনতে হবে না গ্রাহকদের। আরবিআই গভর্নর শক্তিকান্ত দাস জানিয়েছেন, সংখ্যাগরিষ্ঠতার সঙ্গে আরবিআই-এর মুদ্রানীতি কমিটি রেপো রেট ৬.৫ শতাংশ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।আরবিআই-এর মুদ্রানীতি কমিটির সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে আরবিআই গভর্নর শক্তিকান্ত দাস বলেছেন, মুদ্রানীতি কমিটি সংখ্যাগরিষ্ঠতার সঙ্গে রেপো রেট ৬.৫ শতাংশে অপরিবর্তিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। একইভাবে স্ট্যান্ডিং ডিপোজিট ফেসিলিটি রেট থাকছে ৬.২৫ শতাংশ এবং মার্জিনাল স্ট্যান্ডিং ফেসিলিটি রেট থাকছে ৬.৭৫ শতাংশ। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার গভর্নর শক্তিকান্ত দাস আরও বলেছেন, ভারতের প্রবৃদ্ধি অক্ষত রয়েছে, কারণ মৌলিক চালক - খরচ এবং বিনিয়োগের চাহিদা গতি পাচ্ছে।

জম্মু ও কাশ্মীরে যে সরকার আসতে চলেছে, তা হবে জনগণের ঃওমর আব্দুল্লাহ

শ্রীনগর, ৯ অক্টোবর ঃ আগামী কিছুদিনের মধ্যে জম্মু ও কাশ্মীরে যে সরকার আসতে চলেছে, তা হবে জনগণের। জোর দিয়ে বললেন জম্মু ও কাশ্মীরের ভাবী মুখ্যমন্ত্রী ওমর আব্দুল্লাহ। বুধবার শ্রীনগরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেছেন, আমি জনগণের জনাদেশে অত্যন্ত বিনীত, জনগণ যে জনাদেশে দিয়েছে তাতে আমি আনন্দিত। এখন সময় এসেছে, আমরা জম্মু ও কাশ্মীরের জনগণের কল্যাণে কাজ করব। আগামী কয়েকদিনের মধ্যে যে সরকার আসবে তা এনসি, জোটের সরকার নয়, যারা ভোট দিয়েছেন সরকার হবে তাঁদের।ওমর আব্দুল্লাহ আরও বলেছেন, প্রথম এবং সর্বাগ্রে, বৃহঃবার অনুষ্ঠিত হবে পরিষদীয় দলের বৈঠক, সে জন্য অপেক্ষা করুন। শপথ গ্রহণের জন্য একটি তারিখ ঠিক করার জন্য উপ-রাজ্যপালকে অনুরোধ করা হবে। কিন্তু আমি চাই, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এসব হোক। কারণ আমরা ২০১৮ সাল থেকে নির্বাচিত সরকার ছাড়াই ছিলাম। সময় এসেছে যে আমরা কাজে ফিরে যাই।অন্যদিকে শ্রীনগরতে,প্রায় এক দশক পরে বিধানসভা ভোট হয়েছে জম্মু ও কাশ্মীরে। আর তাতে ক্ষমতা ফের চলে এসেছে ওমর আব্দুল্লাহ পরিবারের হাতে। ৯০ আসনের বিধানসভা প্রাক্তন দুই মুখ্যমন্ত্রী ফারুক আব্দুল্লাহ এবং তাঁর পুত্র ওমরের দল ন্যাশনাল কনফারেন্স (এনসি) জিতেছে ৪২টিতে। সহযোগী কংগ্রেস ৬টি আসনে জিতেছে। এই জয় জম্মু ও কাশ্মীরের জনগণকে উৎসর্গ করলেন ওমর আব্দুল্লাহ। তিনি বলেছেন, ভোটারদের কাজ শেষ, এবার আমাদের শুরু।বুধবার সকালে শ্রীনগরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ওমর আব্দুল্লাহ বলেছেন, আমি জম্মু ও কাশ্মীরের ভোটারদের কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ, গত ৮-১০ বছর ধরে এখানে গণতন্ত্রকে উন্নত করতে না দেওয়া সত্ত্বেও তাঁরা নিজেদের ভোট ব্যবহার করেছেন। ন্যাশনাল কনফারেন্স-কংগ্রেস জোট সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে। ভোটাররা যথাযথ বিবেচনার সঙ্গে ভোট দিয়েছেন, বিশেষ করে যেখানে নির্দল প্রার্থী এবং ছোট দলের মাধ্যমে ভোট ভাগাভাগি করার ষড়যন্ত্র করা হয়েছে, আমাদের দায়িত্ব এখন থেকে শুরু, ভোটাররা দায়িত্ব পালন করেছেন।

অনুদান নিয়ে অন্য পুজো কমিটি কে দিয়ে দিলো, বস্ত্র বিতরণ ও পুজো উদ্বোধন এরুয়ার উদয়াচল ক্লাবের

নিজস্বসংবাদদাতা,গুসকরাঃ শারদীয়া দুর্গোসব উপলক্ষে এরুয়ার উদয়াচল ক্লাবের বস্ত্র বিতরণ ও শ্রী শ্রী হরগৌরী পুজো উদ্বোধন হযেগেলো। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক তথা ক্লাব সদস্য মানগোবিন্দ অধিকারী , ভাতার পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রূপালী সাহা সহ সভাপতি বাসুদেব যশ জেলা পরিষদ প্রাক্তন সভাধিপতি দেবু টুডু ভাতাড় থানার ওসি প্রসেনজি দত্ত, সমাজসেবী বিশ্বনাথ গুপ্ত ও বিভিন্ন পঞ্চায়েত প্রধান উপ প্রধান গণ।এই অনুষ্ঠানে কয়েক হাজার দুঃস্থদের বস্ত্র বিতরণ করা হয়। পুজোয় এবার সরকারি অনুদান অনেকে বর্জন করে বলে প্রচার হয়েছে।তাই এবারে প্রথম অনুদান নিয়ে অন্য যে পুজো কমিটি আবেদন করে পায় নাই এমন নয়টি পুজো কমিটি কে বিতরণ করে দেওয়া হয়েছে বলে জানান বিধায়ক মানগোবিন্দ অধিকারী। ১৯৬৩ সালে এই এরুয়ার উদয়াচল ক্লাবের প্রতিষ্ঠা হয়। জায়গায় দেন প্রভাবিত দেবী।তার কয়েক বছর পরে প্রভাবিত দেবী তাঁর পারিবারিক দেবী হরগৌরী পুজো সহ কিছু জমি জায়গা বাড়ী দিয়ে সকল কিছুর দাযিত্ব দেন। এই হরগৌরী পুজো অর্ধ শতাধিক বর্ষ পেরিয়ে গিয়েছে। তিনি পরলোকগমন গমন করার আগে দেখে যান তাঁর হরোগৌরী মহাধুমধামে পুজিত হচ্ছে। এই কোন চাঁদ তোলা হয় না।এবার প্রথম সরকারী অনুদান নিয়ে যারা পায় নাই তাদের নয় পুজো কমিটিকে বিতরণ করে দেওয়া হয়। ক্লাব সদস্য পৃষ্ঠপোষকদের সহযোগিতায় বিগ বাজেটের পুজো হয়ে। কয়েক বছর আগে দৃষ্টিনন্দন মন্দীর প্রতিষ্ঠা হয়েছে। পাশে মঞ্চের ষষ্ঠী থেকে একাদশী পর্যন্ত প্রখ্যাত শিল্পীদের নানান অনুষ্ঠানে হবে জানানো হয় প্রতি বছরের মতো। প্রথা মতো একাদশী দিন সকালে নানান বাদ্যযন্ত্র সহকারে বিশাল সভাযাত্রা সহকারে বির্সজন করা হয়। গ্রামে দিকে এমন বিগ বাজেটের পুজো নেই বললেই চলে।শহরের অনেক বিগ বাজেটের পুজোর সাথে তুলনা করা যেতে পারে সেই। দূর দূরান্ত থেকে বহু মানুষ আসে ঠাকুর দেখতে ও বিভিন্ন অনুষ্ঠান দেখতে আসে।

মহাকাশ ক্ষেত্রের দিগন্তের বিস্তারঃচন্দ্র অভিযান থেকে জাতীয় মহাকাশ কেন্দ্র

নয়াদিল্লি(পিআইবি),৯অক্টোবরঃ মহাকাশ অভিযানের ক্ষেত্রে এক সাহসী যাত্রার নীল নক্শা তৈরি করছে ভারত। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা এই লক্ষ্যে একের পর এক প্রকল্পের অনুমোদন দিচ্ছে। অমৃতকালে আসন্ন চন্দ্রযান-৪ অভিযান, শুক্র প্রদক্ষিণ অভিযানের পাশাপাশি ভারতীয় অন্তরীক্ষ কেন্দ্র গড়ে তোলায় উদ্যোগী সরকার। চন্দ্রযান-৪ অভিযানঃচন্দ্রযান-৪ অভিযানের প্রস্তুতি চলছে জোরকদমে। এজন্য প্রযুক্তিগত ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা হচ্ছে জরুরি ভিত্তিতে। চাঁদের মাটি থেকে নমুনা সংগ্রহ করে পৃথিবীতে এনে বিশ্লেষণ করতে চায় ভারত। ২০৪০ সাল নাগাদ চাঁদে মানুষ পাঠানোর পরিকল্পনাও রয়েছে। চন্দ্রযান-৩ এর সাফল্য এক্ষেত্রে অনুঘটকের কাজ করছে, তা বলাই বাহুল্য। গোটা প্রকল্পটিতে ব্যয় ধরা হয়েছে ২,১০৪.৬ কোটি টাকা। শুক্র গ্রহ প্রদক্ষিণঃচাঁদ এবং মঙ্গলের পর শুক্র গ্রহে অভিযান চালাতে তৎপর ভারত। ' শুক্র প্রদক্ষিণ অভিযান' - এ ছাড়পত্র দিয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। এজন্য খরচ ধরা হয়েছে ১,২৩৬ কোটি টাকা। এর মধ্যে মহাকাশ যান তৈরিতে খরচ হবে ৮২৪ কোটি টাকা। গ্রহ পরিবারে শুক্র গ্রহ ভারতের নিকটতম প্রতিবেশী। মনে করা হয়, এই গ্রহের উপত্তির প্রক্রিয়া পৃথিবীর সঙ্গে অনেকটাই এক। সেক্ষেত্রে গ্রহগুলির পরিবেশগত বিবর্তনের ক্ষেত্রে একটা ধারণা তৈরিতে এই অভিযান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। ভারতীয় অন্তরীক্ষ কেন্দ্রঃগগন যান কর্মসূচিকে আরও এগিয়ে নিয়ে গিয়ে ভারতীয় অন্তরীক্ষ কেন্দ্র গড়ে তোলার প্রস্তাব রয়েছে। ২০৩৫ সাল নাগাদ এই কাজ সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যায়। তবে, প্রাথমিক ভিত্তিতে এই কাজ শুরু হবে ২০২৮ সাল থেকে। পুনর্মার্জিত গগনযান কর্মসূচি বাবদ খরচ ধরা হয়েছে ২০ হাজার ১৯৩ কোটি টাকা। ২০২৪ - ২৫ কেন্দ্রীয় বাজেটে অর্থমন্ত্রী শ্রীমতী নির্মলা সীতারমন অত্যাধুনিক প্রকল্প বাবদ মহাকাশ স্টার্টআপ ক্ষেত্রে ১ হাজার কোটি টাকার মূলধনী তহবিল গড়ে তোলার কথা বলেছেন। সরকারের এইসব উদ্যোগের সুবাদে আন্তর্জাতিক মহাকাশ অর্থনীতিতে ভারত গুরুত্বপূর্ণ এক পক্ষ হয়ে উঠবে বলে আশা করা যায়।

সমগ্র দেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে মহারাষ্ট্রেও উন্নয়ন চলছেঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৯ অক্টোবর ঃমহারাষ্ট্রের দ্রুততার সঙ্গে উন্নয়ন চলছে বলে দাবি করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেছেন, সমগ্র দেশে উন্নয়নের ধারার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে মহারাষ্ট্রেও উন্নয়ন চলছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বুধবার ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে মহারাষ্ট্রে ৭ হাজার ৬০০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের একাধিক প্রকল্পের শিলান্যাস করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে নাগপুরে বাবাসাহেব আম্বেদকর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের আপগ্রেডেশনের পাশাপাশি শিরডি বিমানবন্দরের নতুন টার্মিনাল বিল্ডিং-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, মহারাষ্ট্র ১০টি মেডিকেল কলেজের উপহার পাচ্ছে। ডঃ বাবাসাহেব আম্বেদকর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, নাগপুরের আপগ্রেডেশন এবং শিরডি বিমানবন্দরে নতুন সমন্বিত টার্মিনাল ভবনের ভিত্তিপ্রস্তরও স্থাপন করা হয়েছে। মহারাষ্ট্রে মেট্রো সম্প্রসারিত হচ্ছে এবং বিমানবন্দরগুলিকে আপগ্রেড করা হচ্ছে...রাজ্যে পরিকাঠামো, সৌর শক্তি এবং টেক্সটাইল সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রকল্প চালু করা হচ্ছে।

হরিয়ানার জনগণ প্রধানমন্ত্রী মোদীর নীতিতে আস্থা রেখেছেনঃনায়াব সিং সাইনি

কুরুক্ষেত্র, ৯ অক্টোবর ঃ চূড়ান্ত ফল ঘোষণা না হলেও হরিয়ানায় কংগ্রেসকে বেশ কিছুটা পিছনে ফেলে এগিয়ে রয়েছে বিজেপি। এমনকী ইতিমধ্যে টপকে গিয়েছে ম্যাজিক ফিগারও। রেকর্ড গা। তৃতীয়বারের জন্য এ রাজ্যে ফের ক্ষমতায় ফিরতে চলেছে বিজেপি। জয় যখন নিশ্চিত তখন হরিয়ানার বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী নায়াব সিং সাইনি বললেন, হরিয়ানার জনগণ প্রধানমন্ত্রী মোদীর নীতিতে আস্থা রেখেছেন।মঙ্গলবার হরিয়ানার কুরুক্ষেত্রে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সাইনি বলেছেন, আমি লাডওয়ার (সাইনি এই আসনের প্রার্থী) জনগণ এবং হরিয়ানার ২.৮০ কোটি জনসংখ্যাকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। এই জয়ের কৃতিত্ব প্রধানমন্ত্রী মোদীর। হরিয়ানার জনগণ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নীতির ওপর আস্থা রেখেছেন। সাইনি আরও বলেছেন, এই সবই শুধুমাত্র প্রধানমন্ত্রী মোদীর জন্য হয়েছে। তাঁর নেতৃত্বে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। তিনি আমার সঙ্গে কথা বলেছেন এবং আশীর্বাদ করেছেন। আমার বিশ্বাস ছিল, হরিয়ানার দরিদ্র, কৃষক এবং যুবকরা আমাকে আশীর্বাদ করবে।

প্রাথমিকে দুর্নীতি মামলায় আরও দুজনের জামিন

কলকাতা,৯ অক্টোবর ঃপুজোর মুখে প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় জামিন পেলেন আরও দুজন। মঙ্গলবার ব্যাঙ্কশাল কোর্ট থেকে জামিনে মুক্ত হলেন নিয়োগ দুর্নীতিতে অভিযুক্ত তাপস মণ্ডল ও কৌশিক মাঝি। সিবিআইয়ের করা মামলায় জামিন পেলেন তাঁরা।শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় কুন্তল ঘোষের সূত্র ধরেই তাপস, নীলাদ্রির খোঁজ পান তদন্তকারীরা। তাপস মূলত প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি তথা শাসকদলের বিধায়ক মানিক ভট্টাচার্য ঘনিষ্ঠ। টাকার বিনিময়ে শিক্ষক পদে অযোগ্যদের সুযোগ পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। বার বার জামিনের আবেদন করলেও তা খারিজ হয়েছিল।

দুর্গাপূজা উপলক্ষে করিমগঞ্জে যানবাহন নিযন্ত্রণের নির্দেশিকা

করিমগঞ্জ (অসম) ৯ অক্টোবর ঃ দুর্গাপূজা উপলক্ষে করিমগঞ্জ জেলা পুলিশের যানবাহন নিযন্ত্রণ শাখা থেকে যানবাহন চলাচলের নির্দেশিকা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। এতে জানানো হয়েছে যে ১০ অক্টোবর থেকে ১৩ অক্টোবর পর্যন্ত প্রতিদিন দুপুর ২ টা থেকে সব ধরনের যানবাহন চালানোর সময়.এই নির্দেশিকা মেনে চলতে হবে। নির্দেশিকায় বলা হযেছে যে ওই সময়সীমায় প্রতিদিন দুপুর ২ টা থেকে করিমগঞ্জ শহরে সবধরনের বাণিজ্যিক যানবাহন তথা অটোরিক্সা ই- রিক্সা ও ঠেলা ইত্যাদি, করিমগঞ্জ পৌর এলাকায় প্রবেশ করতে পারবে না। পাশাপাশি ভারী, মধ্যম ও হালকা যাত্রীবাহী বা পণ্যবাহী যান ইত্যাদি পৌর এলাকায় চলাচল অথবা শহরের উপকণ্ঠে রাস্তার পাশে ও পূজা মন্ডপের সম্মুখে রাখা নিষেধ। ওই সময়ে সন্তর বাজার পয়েন্ট থেকে এওসি পয়েন্ট র্যন্ত কোন ধরনের যানবাহন চলাচল করতে পারবে না। বদরপুর দিক থেকে আসা সব ধরনের যানবাহন করিমগঞ্জ বাইপাস দিয়ে পোয়ামারা, কানিশাইল পর্যন্ত চলাচল করতে পারবে। এতে বলা হয়েছে যে বদরপুর ও পাথারকান্দি উভয় দিক থেকে আসা সর্ব প্রকার যানবাহন চলাচল করতে হলে সেনকো পেট্রলপাম্প ও কানিশাইল সুমো স্ট্যান্ড পর্যন্ত চলাচল করতে পারবে অর্থা ওই সময়ে শহরে প্রবেশ করতে পারবে না। লক্ষীবাজার দিক থেকে আসা যানবাহন লক্ষীবাজার রোডস্থিত সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক পর্যন্ত চলাচল করবে। ফকিরা বাজার দিক থেকে আসা সব ধরনের যানবাহন মাইজডিহি জিয়া টিম্বার পর্যন্ত চলাচল করতে পারবে। এদিকে কর্ণমধু, কাটাখাল দিক থেকে আসা সব ধরনের যানবাহন লঙ্গাই সেতু পর্যন্ত চলাচল করবে। বদরপুর ও পাথারকান্দি দিক থেকে আসা স্থানীয় ব্যক্তিগত যানবাহন শিলচর রোড হয়ে এ ও সি পয়েন্ট থেকে সুভাষ নগর রাস্তা দিয়ে টেলিফোন এক্সচেঞ্জের সম্মুখ হয়ে সিভিল হাসপাতাল, এসপি বাংলো, করিমগঞ্জ থানার সম্মুখ দিয়ে মেইন রোডে যেতে পারবে। লক্ষীবাজার, ফকিরা বাজার ও কর্ণমধু দিক থেকে আসা স্থানীয় ব্যক্তিগত যানবাহন সন্তর বাজার পয়েন্ট থেকে মসজিদ রোড, দাস পট্টি, চর বাজার, বিপিন পাল রোড, ঘাট লাইন হয়ে শিলচর রোডে যেতে পারবে। এ ও সি পয়েন্ট থেকে পাথারকান্দি রোডে কোন ধরনের যানবাহন চলাচল করতে পারবে না।এছাড়া ১৩ অক্টোবর দেবী প্রতিমা বিসর্জনের দিন শহরের মেইন রোড থেকে বিসর্জন ঘাট পর্যন্ত সকাল ১০ টা থেকে সব ধরনের যানবাহন চলাচল সম্পূর্ণভাবে বন্ধ থাকবে বলে যানবাহন নিযন্ত্রণ শাখা থেকে জানানো হয়েছে। তবে বিশেষ ভাবে সক্ষম ব্যক্তি, বয়স্ক ব্যক্তি ও রোগীদের ছোট গাড়ি যানবাহন নিযন্ত্রণ বিধি ৯ ও ১০ অনুসারে চলাচল করতে পারবে। এদিকে পুলিশ বিভাগ থেকে পুলিশ কন্ট্রোল রুমের জানিয়ে দেওয়া নম্বর হচ্ছে ০৩৮৪৩-২৬৬১০১এবং ৮০৯৯৬৬২২৭৫। জনগণ যাতে সুষ্ঠু ও সুন্দর ভাবেই চলাফেরা করে শারদ উৎসব উপভোগ করতে পারেন তার জন্য করিমগঞ্জ জেলা পুলিশের যানবাহন নিযন্ত্রণ শাখা থেকে জেলার সব নাগরিকদের সহযোগিতা কামনা করা হয়েছে।

ভক্তদের জীবন ভয়মুক্ত হোক, দেবী কালরাত্রির কাছে প্রার্থনা প্রধানমন্ত্রী মোদীর

নয়াদিল্লি, ৯ অক্টোবর ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বুধবার শারদীয়া নবরাত্রির সপ্তমীতে দেবী কালরাত্রির কাছে প্রার্থনা করেছেন যে, সকল ভক্তের জীবন যেন ভযমুক্ত হয়। প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, দেবীর কৃপায় সব ভক্তের জীবন ভযমুক্ত হোক এটাই আমার কামনা। উল্লেখ্য, নবরাত্রির সপ্তম দিনে দেবী দুর্গার রূপ দেবী কালরাত্রির পূজা করা হয়।প্রসঙ্গত, শারদীয়া নবরাত্রির সপ্তম দিনে বুধবার দেশের বিভিন্ন মন্দিরে যথোচিত ধর্মীয় মর্যাদায় আরতি ও পূজার্চনা করলেন ভক্তরা। দিল্লির ছতরপুরের শ্রী আধ্যা কাত্যায়নী শক্তিপীঠ মন্দিরে আরতি করেন ভক্তরা। নবরাত্রির সপ্তম দিনে মা কালরাত্রির পুজো করা হয়। ভক্তরা এদিন সকালে অন্ধ্রপ্রদেশের বিজয়ওয়াড়ার কনকা দুর্গা মন্দিরে যান এবং মূলা নক্ষত্রামে প্রার্থনা করেন। শারদীয়া নবরাত্রির সপ্তম দিন উপলক্ষে ভক্তরা অযোধ্যার মা পাথেশ্বরী দেবী মন্দিরে প্রার্থনা করেছেন। উত্তর প্রদেশের মির্জাপুরের বিন্ধ্যাচল মন্দিরেও ভক্তদের ঢল নামে। ভারতীয় ক্রিকেটার ময়ঙ্ক আগরওয়াল, প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ ও ভি বিজয় কুমার এদিন উজ্জয়িনীর শ্রী মহাকালেশ্বর মন্দিরে পূজার্চনা করেন।

বিএসপির দলিত ভোট সম্পূর্ণরূপে আইএনএলডি প্রার্থীদের কাছে চলে গিয়েছেঃমায়াবতী

লখনউ, ৯ অক্টোবর ঃ হরিয়ানায় বহুজন সমাজ পার্টি (বিএসপি) ভরাডুবির পরিপ্রেক্ষিতে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ করলেন মায়াবতী। বুধবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে মায়াবতী বলেছেন, বিএসপির দলিত ভোট সম্পূর্ণরূপে আইএনএলডি প্রার্থীদের কাছে চলে গিয়েছে। মায়াবতী বলেছেন, বিএসপি-আইএনএলডি জোট কয়েকটি আসন ছাড়া এই (জাট) সম্প্রদায়ের ভোট পায়নি। তাঁদের বর্ণবাদী মানসিকতার কারণে, জাট সম্প্রদায় .বিএসপি প্রার্থীদের মোটেও ভোট দেয়নি। যেখানে, বিএসপি-র দলিত ভোট সম্পূর্ণরূপে আইএনএলডি প্রার্থীদের কাছে চলে গিয়েছে। চৌতালা পরিবারের অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণে, তাঁদের সাথে যুক্ত জাট সম্প্রদায়ের ভোটের সুফল বিজেপিতে গিয়েছে।মায়াবতী আরও বলেছেন, গত মঙ্গলবার হরিয়ানা এবং জম্মু ও কাশ্মীরের নির্বাচনী ফলাফলে আমাদের দলের অবস্থা সম্পর্কে, আমি বলতে চাই, হরিয়ানা একটি কৃষি-ভিত্তিক রাজ্য। কৃষির সঙ্গে সম্পর্কিত লোকজন, বিশেষ করে জাট সম্প্রদায়, কৃষক বিরোধীদের সঙ্গে খুশি হয়নি। রাজ্য ও কেন্দ্রের নীতি ও কাজে তাঁরা এখনও খুশি নয়...তাই জাট সম্প্রদায়ের বেশিরভাগ ভোট কংগ্রেসের কাছে যায়, তাই এই সম্প্রদায়ের ভোট পায়নি বিএসপি-আইএনএলডি জোট।

অপেক্ষা আরও কয়েকমাস, ২০২৫-এর মে থেকেই ২৪ ঘণ্টা জল মিলবে শিমলায়

শিমলা, ৯ অক্টোবর ঃ আর মাত্র কয়েকমাসের অপেক্ষা, আগামী বছরের মে মাস থেকেই ২৪ ঘণ্টা জল পরিষেবা মিলবে শিমলায়। শতদ্রু নদী (শতলুজ নদী) থেকে প্রতিদিন অতিরিক্ত ৬৭ মিলিয়ন লিটার (এমএলডি) জল পাবে শিমলা, যা হিমাচলের রাজধানী জলের সমস্যার অবসান ঘটাবে।এই মুহূর্তে দৈনিক ভিত্তিতে প্রায় ৪৬ মিলিয়ন লিটার (এমএলডি) জল পায় শিমলা, যার বেশিরভাগ গুম্মা, গিরি, চারিথ, চুরোট, কোটি ব্র্যান্ডি এবং সিওগ থেকে সরবরাহ করা হয়। শিমলা জল প্রবন্ধন নিগম লিমিটেড (এসজেপিএনএল)-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক বীরেন্দ্র ঠাকুর বলেছেন, শাকরোলি গ্রাম থেকে সানজাউলি পর্যন্ত জল পাম্প করার জন্য ২২ কিলোমিটার দীর্ঘ পাইপলাইন বসানো প্রায় সম্পূর্ণ হয়েছে এবং পাম্পিং স্টেশনে কাজ চলছে। আরও কিছু কাজ বাকি রয়েছে, যা শেষ হলে ২০২৫-এর মে থেকেই ২৪ ঘণ্টা জল মিলবে শিমলায়।

আজ মহাসপ্তমী-দেবী দুর্গার শক্তি উদযাপন

দুরন্তবার্তা,বাঁকুড়াঃমহা পূজা শুরু হয় মহাসপ্তমী থেকে ।দেবী দুর্গা শক্তির প্রতীক। সবচেয়ে জনপ্রিয় অবতার দেবী দুর্গা। দুর্গাপূজা হল পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম পালিত উৎসব। এখন সারা বিশ্বের কাছে জনপ্রিয় উৎসব হিসাবে পরিগণিত হতে চলেছে।দুর্গা পূজা নয় থেকে দশ দিন ধরে চলে ।প্রতিটি দিনের আলাদা গুরুত্ব রযেছে। এই দিনটি পবিত্র দশের সপ্তমীতে পড়ে। তাই এই দিনটিকে সপ্তমী বলা হয়।মহা সপ্তমীর দিন সকালে নিকটস্থ কোনো নদী, পুকুর বা জলাশয়ে পুরোহিত নিজে নবপত্রিকা কাঁধে করে নিয়ে যান। নবপত্রিকা বাংলার দুর্গাপূজার একটি বিশেষ অঙ্গ।একটি সপত্র কলা গাছের সঙ্গে আটটি সমুল সপত্র উদ্ভিদ একত্রে করে একজোড়া বেলসহ শ্বেত অপরাজিতা লতা দিয়ে লাল পাড় সাদা শাড়ি জড়িয়ে ঘোমটা দেওয়া বধূর আকার দেওয়া হয়।সপ্তমীর দিন নয় ধরনের উদ্ভিদ যা নয়টি ভিন্ন দেবতা এবং দেবীকে নির্দেশ করে। এই নবপত্রিকা সপ্তমীর দিন সকালে কোলা বউ সহ নিকটবর্তী জলাশয়ে স্নান করানো হয়।মন্দিরে কলা গাছের ডালপালা একটি নতুন শাড়িতে ঢেকে রাখা হয় এবং গণেশের পাশে রাখার ব্যবস্থা করা হয়। একে বলা হয় নবপত্রিকা স্থাপন। এটি দুর্গাপূজার একটি আচার। যা প্রাচীন কৃষির শিকড়কে শ্রদ্ধা জানায়।মহা সপ্তমীর দিন হল সেই দিন যেদিন ভগবান রাম রাবণের সাথে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি শুরু করেছিলেন। রামচন্দ্র এই অগ্নিপরীক্ষায় সফল হওয়ার জন্য দেবী দুর্গার কাছে প্রার্থনা করেছিলেন এবং দেবী দুর্গা তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন। তাই রামচন্দ্র রাবণের শক্তিশালী সেনাবাহিনীকে পরাজিত করতে পেরেছিলেন।নয়টি উদ্ভিদ মা দুর্গার নয়টি শক্তির প্রতীক। এমনকি দুর্গার নয় টি বিশেষ রূপের প্রতীক রূপে কল্পিত হয়। এই নয় দেবী একত্রে নবপত্রিকা বাসিনী নবদুর্গা নামে পূজিতা হন।

বাংলাদেশে দুর্গাপুজোর ছুটি বাড়িয়ে সরকারি ঘোষণা, জারি বিজ্ঞপ্তি

ঢাকা, ৯ অক্টোবর ঃ দুর্গাপুজো উপলক্ষে বৃহস্পতিবার সাধারণ ছুটি ঘোষণা করে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে অন্তর্বর্তী সরকার। গত মঙ্গলবার জনপ্রশাসন মন্ত্রক থেকে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। এর মাধ্যমে এবার দুর্গাপুজো ও সাপ্তাহিক ছুটি মিলিয়ে টানা চার দিনের ছুটি হতে যাচ্ছে। কেননা আগামী শুক্র ও শনিবার সাপ্তাহিক ছুটি। পরদিন রবিবার দুর্গাপুজোর বিজয়া দশমী উপলক্ষে সরকারি ছুটি। সব মিলিয়ে আগামী বৃহস্পতি থেকে রবিবার পর্যন্ত ছুটি থাকছে।বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, অ্যালোকেশন অব বিজনেস অ্যামং দ্য ডিফারেন্ট মিনিস্ট্রিজ অ্যান্ড ডিভিশনসের জনপ্রশাসন মন্ত্রকের অংশের ৩৭ নম্বর ক্রমিকের অনুবলে সরকার আসন্ন দুর্গাপুজো উপলক্ষে ১০ অক্টোবর নির্বাহী আদেশে দেশব্যাপী সাধারণ ছুটি ঘোষণা করল। সাধারণ ছুটির সময়ে সব সরকারি, আধা- সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, আধা-স্বায়ত্তশাসিত এবং বেসরকারি অফিস বন্ধ থাকবে। এতে বলা হয়, জরুরি পরিষেবা যেমন-বিদ্যুৎ, জল, গ্যাস ও অন্যান্য জ্বালানি, ফায়ার সার্ভিস, বন্দরগুলোর কার্যক্রম, পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম, টেলিফোন ও ইন্টারনেট, ডাক সেবা এবং এ সংশ্লিষ্ট সেবা কাজে নিয়োজিত যানবাহন ও কর্মীরা এই ছুটির আওতার বাইরে থাকবেন।

পদার্থ বিজ্ঞানে বিশেষ অবদান, নোবেল পেলেন দুই বিজ্ঞানী হপফিল্ড ও হিনটন

নয়াদিল্লি, ৯ অক্টোবর ঃ পদার্থ বিজ্ঞানে ২০২৪ সালে নোবেল পুরস্কার পেলেন দুই বিজ্ঞানী। তাঁরা হলেন- জন জে. হপফিল্ড ও জেফরি ই. হিনটন। গত মঙ্গলবার রয়্যাল সুইডিশ একাডেমি অফ সায়েন্সেস পুরস্কারের জন্য তাদের নাম ঘোষণা করে। নোবেল কর্তৃপক্ষ জানায়, কৃত্রিম নিউরাল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে মেশিন লার্নিং সম্ভবপর করে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের জন্য তাঁরা এই পুরস্কার পেলেন।জন হপফিল্ড ১৯৩৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগোতে জন্মগ্রহণ করেন। নিউইয়র্কের করনেল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫৮ সালে পিএইচডি অর্জন করেন। তিনি নিউ জার্সির প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। আর জেফরি হিনটনের জন্ম ১৯৪৭ সালে লন্ডনে। তিনি ১৯৭৮ সালে ব্রিটেনের এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি কানাডার টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

২২ আশ্বিন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, বুধবার, ইংরেজীঃ৯ অক্টোবর ২০২৪, ৫৩৮ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ২৩ আশ্বিন, চান্দ্রঃ৬ দমোদর মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২৪ আশ্বিন ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ ১৭ আশ্বিন ১৯৪৬, মৈতৈঃ৬ মেরা, আসামঃ২২ আহিন্, মুসলিমঃ৫-রবিউস-সানি-১৪৪৬ হিজরী।শ্রীশ্রীদূর্গাপুজার বেলষষ্ঠীসূর্য উদয়ঃসকাল ০৫ঃ৩৩ঃ০৯ এবং অস্তঃবিকাল ০৫ঃ১৩ঃ৪২।চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১১ঃ০৬ঃ২১(৯) এবং অস্তঃরাত্রি ০৯ঃ৪৪ঃ১৪(৯)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) কাল ঘ ০৭ঃ১৮ঃ০০ দং ৪২০৫৭.৫ পর্যন্তনক্ষত্রঃমূলা শেষ রাত্রি ঘ ০১ঃ৩৫ঃ৩৯ দং ৫০৫৫ পর্যন্ত পরে পূর্বাষাঢ়াকরণঃগর রাত্রিঃ০৭ঃ২৩ঃ২৪ দং ৩৪৩৫২২.৫ পর্যন্ত পরে বণিজযোগঃশোভন শেষ রাত্রি ঘ ০৩ঃ২৯ঃ২৫ দং ৫৪৪৯৩০ পর্যন্ত পরে অতিগণ্ডঅমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ৩৩ঃ১৫ থেকে - ০৬ঃ১৯ঃ৫৭ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ০৬ঃ৩৯ থেকে - ০৭ঃ৫৩ঃ২১ পর্যন্ত, তারপর ১০ঃ১৬ঃ২৮ থেকে - ১২ঃ৩৩ঃ৩৫ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৬ঃ০৩ঃ০৬ থেকে - ০৬ঃ৫২ঃ২৪ পর্যন্ত, তারপর ০৯ঃ৩৩ঃ২৯ থেকে - ০৩ঃ০৫ঃ২১ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগঃদিন ০৬ঃ১৯ঃ৫৭ থেকে - ০৭ঃ০৬ঃ৩৯ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০১ঃ২০ঃ১৭ থেকে - ০৩ঃ৪০ঃ২৪ পর্যন্ত। কুলিকবেলাঃদিন ১১ঃ০০ঃ১০ থেকে - ১১ঃ৪৬ঃ৫২ পর্যন্ত।কুলিকরাত্রিঃ ১০ঃ০৯ঃ৩৫ থেকে - ১০ঃ৫৮ঃ৫২ পর্যন্ত।বারবেলাঃদিন ১১ঃ২৩ঃ৩১ থেকে - ১২ঃ৫১ঃ০৬ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ০৮ঃ২৮ঃ২৩ থেকে - ০৯ঃ৫৫ঃ৫৭ পর্যন্ত।কালরাত্রিঃ ০২ঃ২৮ঃ২৩ থেকে - ০৪ঃ০০ঃ৪৯ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃ রবিঃ৫২২১৭৫১ (১৩) ৪ পদচন্দ্রঃ ৮১৪২২৫০ (২০) ১ পদমঙ্গলঃ ২২২৪০২৪ (৭) ১ পদবুধঃ ৫২৯১৮৩৯ (১৪) ২ পদবৃহস্পতিঃ ১২৮১৩৩৮ (৫) ২ পদশুক্রঃ ৬২৫৪৯৪০ (১৬) ২ পদশনিঃ ১০১৬১৩৪১ (২৪) ৩ পদরাহুঃ ১১১৩৫৮৫৭ (২৬) ৪ পদকেতুঃ ৫১৩৫৮৫৭ (১৩) ২ পদবৃহস্পতি বক্রি হবে সকাল ঘ ০৬ঃ৩৬ঃ৪৩ দং ২৩৮৪০শনি বক্রি।লগ্নঃকন্যা রাশি সকাল ০৬ঃ০৯ঃ১৭ পর্যন্ত। তুলা রাশি সকাল ০৮ঃ২৩ঃ২৬ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি সকাল ১০ঃ৩৯ঃ১২ পর্যন্ত। ধনু রাশি সকাল ১২ঃ৪৪ঃ২৮ পর্যন্ত। মকর রাশি দুপুর ০২ঃ৩১ঃ২৩ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি বিকাল ০৪ঃ০৪ঃ৪৭ পর্যন্ত। মীন রাশি বিকাল ০৫ঃ৩৫ঃ৫১ পর্যন্ত। মেষ রাশি বিকাল ০৭ঃ১৬ঃ২৪ পর্যন্ত। বৃষ রাশি রাত্র ০৯ঃ১৪ঃ৪৭ পর্যন্ত। মিথুন রাশি রাত্র ১১ঃ২৮ঃ০৬ পর্যন্ত। কর্কট রাশি শেষ রাত্রি ০১ঃ৪৩ঃ৫০ পর্যন্ত। সিংহ রাশি শেষ রাত্রি ০৩ঃ৫৫ঃ০৯ পর্যন্ত।

আবহাওয়া

একনাগাড়ে বৃষ্টির সৌজন্যে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির ঘাটতি কমেছে অনেকটাই। তাপমাত্রাও মোটামুটি স্বস্তিদায়ক। দক্ষিণবঙ্গে আপাতত এই বৃষ্টিপাত চলবে, কোথাও কোথাও হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনাও রয়েছে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩০.২ডিগ্রি সেলসিয়াস। সর্বনিম্ন ২৫.৫ডিগ্রি সেলসিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৯৩শতকরা এবং ৭০ শতকরা। জোয়ার-সকাল ৯ টা ৫৬ মিনিট এবং রাত ১০টা ২৫ মিনিট। ভাটা-বেলা ১০টা ৫০ মিনিট এবং রাত ১ টা ২০ মিনিট। সূর্যঃউদয় ৫টা ৩২ মিনিট এবং অস্ত ৫টা ২৮মিনিট

রাশিফল

মেষরাশিঃআপনার বিরাট আস্থা এবং সহজ কাজের সময়সূচী আপনাকে আজ আরাম করতে যথেষ্ট সময় দেবে। বিবাহের যোগ হবে।

বৃষভ রাশিঃআপনি আপনার দিন যোগ এবং ধ্যান দিয়ে শুরু করতে পারেন। বিদেশ যাত্রা শুভ দিন।

মিথুন রাশিঃযেমন খাবার তার স্বাদ নুন থেকে আহরণ করে- কিছু অসুখীতা কেবলমাত্র আপনার সুখের মর্মোপলব্ধি করার জন্যই জরুরী।

কর্কট রাশিঃআপনার স্বাস্থ্যের পুনরায় উন্নতির জন্য সেরা দিন।

সিংহরাশিঃআপনার বাচ্চার কৃতিত্ব আপনাকে প্রচুর আনন্দ দিতে পারে।

কন্যারাশিঃবিবাহের যোগ হতে পারে আজ থেকে। সুখ বাড়ি।

তুলারাশিঃআপনি কিছু আঘাতের সম্মুখীন হলে চরম সাহস এবং শক্তি প্রদর্শন করা প্রয়োজন। ।

বৃশ্চিক রাশিঃ আপনার স্বাস্থ্য এবং সৌন্দর্যের উন্নতি করতে যথেষ্ট সময় থাকবে। কোন দীর্ঘ-স্থায়ী লগ্নি এড়িয়ে চলুন এবং বাইরে

ধনু রাশিঃ আপনার মুগ্ধকারী আচরণ মনোযোগ আকর্ষণ করবে।

মকর রাশিঃআপনার বিরাট আস্থা এবং সহজ কাজের সময়সূচী আপনাকে আজ আরাম করবে।

কুম্ভ রাশিঃস্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে। আপনারা আজ রাতে আর্থিক লাভ অর্জনের সম্ভাবনা সবচেয়ে

মীন রাশিঃসংসারে শান্তি ফিরে আসবে। বিবাহের যোগ হতে পারে আজ।

থিমের অভিনবত্বে ও সাবেকিয়ানায় নববারাকপুর মন্ডপে জনজোয়ার

নববারাকপুর, ৯ অক্টোবরঃ দুর্গাপুজো মানেই খুশির ফুলঝুরি। তারপরে বিশ্ব দরবারে দুর্গোৎসব প্রবাসে বিরাট এক স্বীকৃতি পেয়েছে ইউনেস্কো থেকে। সেই প্রাপ্তিতে বাংলার দুর্গোৎসবকে অন্যরূপে পেয়েছে তার ব্যতিক্রম নয় নববারাকপুরে। বিভিন্ন ক্লাব সংগঠন গুলি ৮৫,০০০ টাকা সরকারি অনুদান বাবদ সহায়তা পেয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের থেকে। সার্বজনীন দুর্গাপুজো ঘিরে উৎসবের আবহে মাতোয়ারা ক্লাব সংগঠন থেকে নববারাকপুর বাসী। পুজোর দিনে নববারাকপুরের মানুষের ঢল নামে ।অন্যতম সুশৃঙ্খল ও সংহতির বাতাবরণে সবাই এক মন্ডপ থেকে অন্য মন্ডপে প্রতিমা দর্শনে সামিল হন। বাংলার কৃষ্টি ও সংস্কৃতিতে নতুন ছবি আঁকে শরতের মেঘ। শিউলি ফুলের গাছে আর ঢাকের আওয়াজে মাতোয়ারা হয়ে ওঠে নববারাকপুর। থিমের অভিনবত্বে ও সাবেকিয়ানায় নব বারাকপুরে এবার ও পঞ্চমীর সন্ধ্যা থেকে বিভিন্ন পুজো মন্ডপে দর্শনার্থীদের ঢল। জনজোয়ার বিভিন্ন পুজো মন্ডপে। নববারাকপুরে বিভিন্ন অভিনব থিমের ও সাবেকিয়ানা মন্ডপে মাতৃ প্রতিমার আবরণ উন্মোচন ও দ্বারোদঘাটন করেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। ছিলেন পুরসভার পুরপ্রধান প্রবীর সাহা, উপপুরপ্রধান স্বপ্না বিশ্বাস সহ থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক সুমিত কুমার বৈদ্য সহ বিভিন্ন ওয়ার্ডের কাউন্সিলর গন ।পূর্বাচল ক্লাবের ৫৭ তম বর্ষের থিম বিবর্তিত সভ্যতা।

আদিম যুগ থেকে আধুনিক সভ্যতার বির্বতনের ধারা বিভিন্ন মডেলে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। আদিবাসী দের গ্রাম্য বাড়ি। মন্ডপের সামনে সুন্দর মনোরম পরিবেশ থাকবে। প্লাইউড কাঠ বাটাম কাপড় দিয়ে । জানান সম্পাদক তপা মজুমদার। বাজেট ১১ লক্ষ টাকা। শক্তি সংঘের ৭৩ তম বর্ষের ভাবনা আড়ম্বর নয় ঐতিহ্যের পুজো। সম্পূর্ণ সাবেকিয়ানায়। ঐতিহ্য ও পরম্পরার মেলবন্ধন তুলে ধরা হয়।দশকর্মার নানান ধরনের পুরনো সামগ্রী মন্ডপ সজ্জায় রয়েছে । ভাবনা গোবরডাঙার বিকাশ বিশ্বাস। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করেন ঐতিহ্যবাহী শক্তি সংঘের সাবেকিয়ানা দুর্গাপুজো। প্রতিমা শিল্পী পদ্মশ্রী সনাতন রুদ্র পাল। দৃষ্টিনন্দন প্রতিমা বাড়তি আকর্ষণ। বাজেট ১৬ লক্ষ টাকা।

পুজো কমিটির সভাপতি বিদেশ বোস। যুগ্ম সম্পাদক রাজেশ সাহা, সুমন সাহা, কোষাধ্যক্ষ শুভজ্যেতি ঘোষ। সংঘ সম্পাদক দেবজ্যোতি রায়। কিশোর সংঘের ২৬ তম বর্ষের থিম শৈশব খুঁজে ফেরে সহজ পাঠ ও বর্ণপরিচয়।বাচ্চা দের ছোট বেলার বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয় ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহজপাঠ ভিন্ন ছড়া কোলাজ মন্ডপে ফুটিয়ে তোলা হবে। ভুলে যেতে বসেছি বর্ণপরিচয় ও সহজপাঠ। শিশুদের শৈশব ফিরিয়ে দিতে পুরনো দিনের ছোট খোকা বলে অ আ ক খ... ছড়া কবিতা কোলাজ মন্ডপের ভিতরে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। ডাকের সাজের অপরুপ দৃষ্টিনন্দন প্রতিমা ও অভিনবত্ব। বাজেট ৫ লক্ষ টাকা।

পুজো কমিটির সভাপতি গৌতম মিত্র এবং সম্পাদক সুদীপ কর, কোষাধ্যক্ষ সুমিত নন্দী এবং মুখ্য উপদেষ্টা ইন্ডিয়ান আর্ট কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ভাস্কর দেবাশিস মিত্র। ভাঙ্গাগড়া (৫নং পার্ক) ৫২ তম বর্ষের দুর্গাপুজোর থিম ইমারতের বেড়াজাল।ভাবনায় শিল্পী সায়ন সরকার ।চারিদিকে বড় বড় অট্টালিকা গজিয়ে ওঠায় গাছপালা পরিবেশ নষ্ট করছে। সেইসব বিভিন্ন মডেল মন্ডপে তুলে ধরা হয়েছে বলে জানান শিল্পী। পুজো কমিটির সভাপতি রবীন্দ্রনাথ নন্দী, যুগ্ম সম্পাদক শঙ্খ মুখোপাধ্যায় ও সমীর জোয়ারদার, কোষাধ্যক্ষ রাজীব ভৌমিক, সোমনাথ পাল। বাজেট ১১ লক্ষ টাকা। অফিস ব্লক সার্বজনীন দুর্গাপুজোর ৭৫ বর্ষের থিম অধিকার । ওড়িশা এবং তেলেঙ্গানা সীমানার কাছে প্রাচীন সৌরা উপজাতি আদিবাসীদের ওরলি আর্টের চিত্র শিল্পধারা নারী ও পুরুষের সমানাধিকারের দেওয়াল চিত্র আকার আকৃতি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

প্রায় ৬০০ বছর ধরে পুরনো তাদের এই শিল্পকলা। যেখানে সমানাধিকারের গল্প টা সুন্দরভাবে প্রতিষ্ঠিত। সেই গল্পটা কেই সৌরা দেওয়াল চিত্র শিল্পকলা নকশা নারী পুরুষের সমানাধিকারের অধিকার প্রতিষ্ঠায় এই ভাবনা। জানান পুজো কমিটির সম্পাদক সৌমিক বোস, শাওন হালদার রা। শিল্পী নিভা আর্টের রতন শিল। বাজেট ১৮ লক্ষ টাকা। পুজো কমিটির সভাপতি অনির্বাণ দত্ত। বাটাম, প্লাইউডে বিভিন্ন প্লাস্টার প্যারিস প্রাইমার রং স্হান পেয়েছে মন্ডপ সজ্জায়। প্রতিমা শিল্পী বাপ্পা পাল।প্রতিদিন সংগীতানুষ্ঠান এলাকার অধিবাসীবৃন্দ সাথে নিয়ে। অষ্টমীতে জনপ্রিয় সংগীত শিল্পী বম্বের বিনোদ রাঠোর এর সংগীতানুষ্ঠান বিশেষ আকর্ষণ। নবপল্লী এভারগ্রীন ক্লাবে ১৩ তম বর্ষের ভাবনা দক্ষিণ ভারতীয় পৌরানিক মন্দিরের আদলে মন্ডপ। কাঠ,বাটাম প্লাইউডের মডেল।ফাইবারের পুরনো মডেল নকশা। উচ্চতা ১৪ ফুট চওড়া ৩০ ফুট।নিভা আর্টের শিল্পী রতন শীল।মন্ডপে প্রবেশ দ্বারে স্বর্নমন্দিরের আদলে। ভিতরে প্রধান ফাইবারের কারুকার্য। প্রতিমা শিল্পী তেলেঙ্গাবাগান এর কালাচাঁদ রুদ্র পালের অপরুপ দৃষ্টিনন্দন মাতৃ প্রতিমা । পুজো কমিটির সভাপতি পুরসভার পুরপ্রধান প্রবীর সাহা, সম্পাদক মৃদুলা সাহা। সতীনসেন নগর মহাজাতি পরিষদের ৭১ তম বর্ষের থিম জড় তেই জীবন। জড় বস্তুর প্রাণ আছে।সুস্থ সুন্দর ভাবে বসবাস ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। বিভিন্ন নৌকা রথ অ্যালুমিনিয়াম টিন মডেল রয়েছে মন্ডপ সজ্জায়। ভাবনা পরিকল্পনায় হাবড়া আর্ট অ্যাকাডেমির শিল্পী গৌতম সরকার। প্রবেশ দ্বারে সুসজ্জিত পরিবেশ পরিবেশন।

সাবেকিয়ানায় সনাতনী মাতৃ প্রতিমা মৃৎ শিল্পী হরিপদ পাল। বাজেট ১০ লক্ষ টাকা। প্রধান পৃষ্ঠপোষক উপপুরপ্রধান স্বপ্না বিশ্বাস ।সভাপতি রনজিৎ ঘোষ। যুগ্ম সম্পাদক রাকেশ চক্রবর্তী ও সুমন দে(কালা)। ৭নং রেলগেট ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের লেনিন সরণী পল্লী উন্নয়ন সংঘের ৭৩ তম বর্ষের থিম মুক্ষ। বিষ্ণু মন্দিরের আদলে মন্ডপ। ৩০ ফুট উঁচু এবং চওড়া ৪৭ ফুট। কাপড় , বাটাম, প্লাইউডের উপর রং মন্ডপ সজ্জায়। শিল্পী বিপ্লব, সঞ্জীব ও গনেশ।

প্রতিমা শিল্পী সনাতন পাল। বাজেট ৪ লক্ষ টাকা। পুজো কমিটির সভাপতি প্রীতম দাস, যুগ্ম সম্পাদক প্রনব চক্রবর্তী ও রিটন চৌধুরী। এবছর ও জাকজমক প্রতিমা দর্শনে দর্শনার্থীদের উপচে পড়বে ভিড়। সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানের ৫৯ তম বর্ষের শব্দ ও পটের বাঁধনে। সাউন্ড সিস্টেম সাথে হস্তশিল্পের বাঁশ পাটের দড়ির ব্যবহার তুলে ধরা হয়েছে মন্ডপ সজ্জায়। বাজেট ৭ লক্ষ টাকা। সভাপতি কল্লোল বোস যুগ্ম সম্পাদক সত্যজিৎ সরকার ও সুদীপ রায়।আগাপুর মিলন মন্দির ক্লাবের ৫৬তম বর্ষের থিম কাল্পনিক শিব মন্দিরের আদলে মণ্ডপ। ৫০ ফুট উঁচু ও চওড়া ৪৪ ফুট। প্রতিমা শিল্পী লেনিনগড় যোগেন্দ্রনগরে তপন পাল।সভাপতি স্বপন কুমার রায় সম্পাদক স্বপন দাস জানান পুজো উপলক্ষে বিভিন্ন দিনে সামাজিক সাংস্কৃতিক সেবা মূলক কর্মসূচি রয়েছে। কৃতী ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা ও পুস্তক ও শিক্ষণ সামগ্রী বিলি। পাশাপাশি প্রীতি বস্ত্র উপহার ও মশারী বিলি। চতুর্থীতে শুভ উদ্বোধনে ছিলেন পুরপ্রধান প্রবীর সাহা, উপপুরপ্রধান স্বপ্না বিশ্বাস সহ একঝাঁক পুর প্রতিনিধি ।শিবাজী সংঘের ৭০তম বর্ষের থিম চলচ্চিত্র পরিচালক অভিনেতা সত্যজিৎ রায় শ্রদ্ধার্ঘ্য জানিয়ে তোমারে সেলাম। বিভিন্ন সিনেমায় চরিত্র ছবি আঁকা কোলাজ মন্ডপে ফুটিয়ে তোলা হবে। সৃজনে সঞ্জীব বিপ্লব গনেশ। পুজো কমিটির সভাপতি সুজিত চন্দ। বিদ্রোহী স্পোর্টিং ক্লাবের ৩৩ তম বর্ষের থিম তাই ওয়ানের বৌদ্ধ মন্দির। প্লাই কাপড় বোর্ড মন্ডপ সজ্জায়। নদীয়ার শিল্পী রাজীব।কৃষ্ণনগরের মৃৎ শিল্পী সুবল পালের দৃষ্টিনন্দন প্রতিমা দর্শনে হাজার হাজার দর্শকের জনজোয়ার হবে। বাজেট ১০ লক্ষ টাকা। সভাপতি স্বপন ঘোষ। সম্পাদক নীতা দে। বিরাট ময়দানে জুড়ে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় থাকবে নতুনত্ব। পশ্চিম কোদালিয়া উদয়ন সংঘের মহিলা পরিচালিত ৬৯ তম বর্ষের থিম মাটির টানে বাশের বাধনে।

হস্তশিল্প কলা বাঁশ ও মাটির কাপ, ঝুড়ি থাকবে মন্ডপ সজ্জায়। ভাবনা সংঘ সদস্য ঋতুরাজ সাহা ও সায়ন সাহা। প্রতিমা শিল্পী চাদঁপুর লেনিনগড়ের গৌরাঙ্গ পাল।পরিকল্পনায় সংঘ সদস্য ঋতুরাজ সাহা । সভাপতি পিউ শীল।যুগ্ম সম্পাদক দীপা হালদার সরকার ও সুমিতা রায় বিশ্বাস। আগাপুর কিশোর স্পোর্টিং ক্লাবের দ্বিতীয় বর্ষের দুর্গাপুজোর থিম নালন্দা বিশ্ব বিদ্যালয়ের ধ্বংসাবশেষ।

বাজেট ৪ লক্ষ টাকা। ভাবনা পরিকল্পনায় সংঘের সম্পাদক সুকাজল দাস। নববারাকপুর অধিবাসীবৃন্দের ৪৭ তম বর্ষের ভাবনা রাজস্থানের পুতুল। ব্যবহৃত ভিন্ন পুতুল ফুটিয়ে তোলা হবে মন্ডপে। ভাবনা পাপিয়া মজুমদার। বাজেট তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার। সভাপতি মধুসূদন সেনগুপ্ত। যুগ্ম সম্পাদক তনয় ঘোষ ও তাপস চক্রবর্তী। বিপ্লবী সংঘের ২৯ তম বর্ষের ভাবনা বাতিক বইপোকা ও ব্যাঙের বাসাবাড়ি। দক্ষিণ মাসুন্দা পল্লী মঙ্গল সমিতির ৩১ বর্ষের থিম নবরূপে নবদুর্গা। দেবী দুর্গার নয় টি ভিন্ন রুপ তুলে ধরা হয়েছে প্রাঙ্গণে। প্রগতি সংঘের ৭৩ তম বর্ষের দুর্গাপুজোর গ্রাম বাংলার মন্ডপ এবং প্রতিমাতে রয়েছে সাবেকিয়ানায়। সভাপতি মনোজ কুমার সেন। প্রতিমা শিল্পী লেনিনগড় গুরুপদ পাল এন্ড সাগর পাল।চারের পল্লী সার্বজনীন দুর্গাপুজো কমিটির ৬৬ তম বর্ষের সাবেকিয়ানায় পুজোয় প্রতিমা ও মন্ডপ সজ্জায় অভিনবত্বের ছোঁয়া।সভাপতি প্রদ্যুৎ পাল। যুগ্ম সম্পাদক সুদীপ রায় ও শুভদীপ বোস।

বাজেট সাড়ে তিন লক্ষ টাকা। এলাকার অধিবাসীবৃন্দ দের নিয়ে নবমীতে বিরাট মিলনোৎসব থাকবে। সন্মেলনীর ৬০ তম বর্ষের থিম পুতুল গ্রামের ইতিকথা। তিন ফুট আড়াই ফুট মাপের নানাবিধ ফাইবারের পুতুল দিয়ে গ্রাম্য পুতুল মন্ডপ সজ্জায় থাকবে। হাতে আঁকা পটচিত্র মাটির ঘন্টা ও স্থান পেয়েছে অভিনব মন্ডপে। প্রতিমা শিল্পী কালাচাঁদ রুদ্র পাল। বাজেট আট লক্ষ টাকা। যুগ্ম সম্পাদক শুভেন্দু সেনগুপ্ত ও সুকান্ত চ্যাটার্জি। নববারাকপুর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক সুমিত কুমার বৈদ্য জানান এবছর শহর এবং গ্রামাঞ্চলে মোট ৯০ টি সার্বজনীন দুর্গাপুজো হচ্ছে। এর মধ্যে ১২ টি মহিলা দের পুজো। সরকারি বিধি নিষেধ মেনে ও সামাজিক, পরিবেশ, সাইবার ক্রাইম সচেতনতার সর্তকীকরনে মাইকিং ও ফেস্টুন প্রচারভিযান থাকবে। পুজো মন্ডপে এবং জনবহুল রাস্তায় যানজট নিয়ন্ত্রণে যথেষ্ট পরিমাণে পুলিশি টহলদারি এবং মহিলা উইনার্স টিম নজরদারির বন্দোবস্ত রয়েছে। পুরসভার পুরপ্রধান প্রবীর সাহা আশা প্রকাশ করেন পুজোর দিনগুলো শান্তি ও শৃঙ্খলার মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত হবে। নববারাকপুরের ঐতিহ্য অটুট থাকবে।

মানুষ কে নতুন করে জীবন ফিরিয়ে দেওয়ার ব্রতী নিয়ে মানসী ডাক্তার হতে চেয়েছিলেন

কলকাতা, ৯ অক্টোবরঃ একেই বলে বিধাতার লিখন। একদিকে বাবা মায়ের স্বপ্নপূরণ অন্যদিকে মানুষ কে নতুন করে জীবন ফিরিয়ে দেওয়ার ব্রতী নিয়ে মানসী ডাক্তার হতে চেয়েছিলেন। এখন তিনি ফাইনাল ইয়ারে পড়ছেন। অনশন মঞ্চে হঠাৎ করেই কথা বলতে বলতে তিনি বললেন, আমি এতোদিন কিভাবে দুর্গাপুজোর সময় দিনগুলো কাটিয়েছি আর এইবছর কি করছি ছিঃ লজ্জা লাগছে আমাদের নিজেদের। এ কোন জায়গায় বাস করছি আমরা। ডাক্তারি পড়তে আসার আগে কখনও কোনোদিন ভাবিনি যে দুর্গাপুজোর সময় পুজোর আনন্দ ছেড়ে স্টেথোস্কোপ ছেড়ে এই শহর কলকাতার বুকে ধর্মতলায় অনশন করতে হবে। ছিঃ, ছিঃ ।। জানেন, আমাদের অনেকের বাবা মায়েরা রোজ সকালে অফিসে যাচ্ছেন আর সন্ধ্যার সময় এই অনশন মঞ্চে আসছেন আমাদের সঙ্গ দিতে। অথচ জানেন গতবছর পর্যন্ত এই বাবা মায়ের সঙ্গে গতবছর পর্যন্ত পুজোর সময় কিভাবে যে আনন্দ করেছি আপনি ভাবতে পারবেন না। মহালয়া থেকে শহর কলকাতার বুকে এমন কোনো মণ্ডপ ছিল না শহর কলকাতার বুকে যেখানে আমরা বন্ধুরা যেতাম না। পুজোর অনেক আগে থাকতেই রংবেরং এর জামাকাপড় যেমন কিনতাম ঠিক তেমনই আমরা বন্ধুরা নিজেদের রুট আর খাবারের প্ল্যান করে ফেলতাম কবে কোথায় যাবো আর কোন দোকানে কি খাবো। দুর্গাপুজো এতদিন আমার কাছে একটা আলাদাই মানে ছিল কিন্তু এবছর সবকিছুই বদলে দিল এক নৃশংস ঘটনা। সরকারের যে মনোভাব তার পরেও আমরা আশা ছাড়িনি, আমরা শেষ পর্যন্ত লড়াই করে যাবো। আজকে চতুর্থী না পঞ্চমী সেটাও বলতে পারবো না। আমাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে এভাবে ছিনিমিনি খেলতে পারে না সরকার। তাই অবিলম্বে এর বিচার চাই, আমাদের দাবী মানতেই হবে। সত্যিই একবার ভেবে দেখুন,বাবা মা আর নিজের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে গিয়ে আর একজন ডাক্তারের কি অবস্থা হয়েছে। তাঁদের জীবন থেকে আনন্দ কে কেউ যেন এসে নিঙড়ে বের করে নিয়ে গিয়েছে। হয়তো তাই নিজের দুঃখ কে চেপে রাখতে না পেরেই মনের কথা মুখফুটে বলেই ফেললেন আগামীর এই ডাক্তার।

এরা তো তাঁরাই,যারা ওপরওয়ালার পর মানুষ কে বাঁচাতে পারেন,আর আজ তাঁদেরই কি হাল দেখুন শহর কলকাতার প্রাণকেন্দ্র ধর্মতলার বুকে অনশন করছেন আগামীর ভবিষ্যৎ ও বিচারের দাবীতে। তবে এটা ঠিক আজ যেমন ওদের আনন্দে একটা ছেদ পড়েছে ঠিক তেমনই পঞ্চমীতেও উপচে পড়া মানুষের ভীড় যেন সেই দুঃখ কে ভোলাতে কিছুটা হলেও আবার নতুন করে তাঁদের উজ্জীবিত করছে। একদিকে প্রশাসন যখন উৎসবে মেতেছে তখন সত্যিই কি কোন পথ খোলা নেই এই ডাক্তারদের সঙ্গে আলোচনায় বসে এই দাবীর আশু সমাধান করার? না হলে তো এই অনশন এবার আরও বড় আকারে প্রকাশ পাবে। মানুষ হয়তো পুজো দিচ্ছেন, ঘুরছেন, ফিরছেন, খাচ্ছেন সবকিছুই করছেন কিন্তু মনটা এখানেই পড়ে আছে তাঁদের তা না হলে পঞ্চমীর সন্ধ্যায় ধর্মতলা ভীড়ে ঠাসা হতো না। একদিকে এখন শুধুই সময়ের অপেক্ষা অন্যদিকে মা দুর্গা কি এবার মর্তে এসে যা দেখলেন তার কি কোনো সুরাহা করবেন? অপেক্ষা তাই সময়েরই ওপর।

সাটসার উদ্যোগে পুজোয় ৬৫ জন অনাথ শিশু ও বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের সামগ্রী প্রাদান

দুরন্ত বার্তা, ৯ অক্টোবরঃ জয়নগর, আপামর বাঙালির সেরা উৎসবের মুখে অনাথ শিশু ও অসহায় বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের পাশে এসে দাঁড়ালো স্টেট এগ্রিকালচারাল টেকনোলজিস্ট সার্ভিস এসোসিয়েশন অরফে সাটসা জয়নগরে।সাটসার দক্ষিন ২৪ পরগনা জেলা কমিটির সদস্য তথা জয়নগর ১ নং ব্লকের সহ কৃষি অধিকর্তা মহাদেব বারুই এর উদ্যোগে বুধবার জয়নগর থানার হরিনারায়ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের রথতলা এলাকায় জন্মভূমি অনাথ আশ্রমের ৬৫ জন অনাথ শিশু ও অসহায় বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের হাতে নতুন পোশাক,বিভিন্ন ধরনের নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী ও শীতের কম্বল তুলে দেওয়া হলো।পাশাপাশি তাদের মধ্যাহ্ন ভোজনের ব্যবস্থাও করা হয়।এদিনের এই বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাটসার রাজ্য সহ সভাপতি গৌতম মন্ডল,দ২৪ পরগনা জেলা সভাপতি স্বরুপ মন্ডল,কলকাতা জেলা কমিটির সদস্য সুকান্ত কর্মকার, মনোরঞ্জন কুমড়ি, জেলা সম্পাদক প্রীতম নন্দী, জেলা কমিটির সদস্য মহাদেব বারুই,জন্মভূমি অনাথ আশ্রমের সম্পাদক রত্নাকর হালদার সহ আরো অনেকে।কৃষি দফতরের কাজের পাশাপাশি সমাজের পিছিয়ে পড়া গরীব, অনাথদের পাশে দাঁড়াতে সারা বছর ছুটির দিন গুলোতে রাজ্যের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ছুটে যায় তাঁরা সামাজিক কর্তব্য পালন করতে।কৃষকদের পাশে দাঁড়ানো, রক্তদান শিবির, স্বাস্থ্য শিবির, চক্ষু পরীক্ষা শিবির, চশমা বিতরন সহ একাধিক কর্মসূচি সারা বছর পালন করেন তাঁরা। এ ব্যাপারে সাটসার জেলা কমিটির সদস্য তথা জয়নগর ১ নং ব্লকের সহ কৃষি অধিকর্তা মহাদেব বারুই বলেন,পুজোর সময় কিছু অসহায় মানুষদের হাতে কিছু তুলে দিতে পেরে ভালো লাগছে।জন্মভূমি অনাথ আশ্রমের সম্পাদক রত্নাকর হালদার সাটসার সদস্যদের তাদের পাশে থাকার জন্য অভিনন্দন জানালেন।

পুজোর উদ্বোধন করলেন বলিউডের বিশিষ্ট অভিনেত্রী মীনাক্ষী শেষাদ্রি

দুরন্ত বার্তা, হওড়া, ৯ অক্টোবরঃ শিবপুর রামকৃষ্ণপুর ঘাটে রামকৃষ্ণ স্বামীজী স্মৃতি সংঘের এবারের পুজো উদ্বোধন করলেন বলিউডের বিশিষ্ট অভিনেত্রী মীনাক্ষী শেষাদ্রি। পঞ্চমীতে তিনি পুজো উদ্বোধন করে বলেন, অভিনয় করতে করতেই তিনি বিয়ে করে আমেরিকায় চলে যান। সেখান থেকে এদেশে ফিরে আবার অভিনয় শুরু করেছেন। তবে তাঁর জীবনে এই প্রথমবার তিনি কলকাতায় পুজো দেখতে এসেছেন। মা দুর্গা কাছে টেনেছেন বলেই এটা সম্ভব হয়েছে। এইখানে এসে তার অত্যন্ত ভালো লাগছে। মীনাক্ষী শেষাদ্রি এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, এই প্রথমবার কলকাতার দুর্গাপুজোয় এসেছি। একজন অতিথি হিসেবে আমি আমন্ত্রিত হয়েছি। এর থেকে বড় আশীর্বাদ দুর্গা মায়ের কাছ থেকে আর কি হতে পারে। দুর্গা মাকে প্রণাম। আমার প্রার্থনা এই উৎসবের দিনে যেন সকলের ভালো হয়। এদিনের পুজো উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ দপ্তরের মন্ত্রী অরূপ রায়। অষ্টম বছরের এই পুজোর এবার মূল আকর্ষণ বেলুড় মঠের আদলে তৈরি মন্দির। ১৯০১ সালে স্বামী বিবেকানন্দ বেলুড় মঠে যে প্রতিমায় দুর্গাপুজো করেছিলেন তার আদলে এবার এদের প্রতিমা তৈরি করা হয়েছে।

হুগলির উত্তরপাড়ার মাখলা মানিকতলা নবমিলন ক্লাবের দুর্গা প্রতিমা এবার ৭৬ বছরে পড়ল। ছবি-বনস্পতি দে

রামকৃষ্ণপুর পল্লী সার্বজনীন দুর্গোৎসবের শুভ উদ্বোধন করলেন অভিনেত্রী মৌ রায়

হাওড়া, ৯ অক্টোবরঃ হাওড়ার রামকৃষ্ণপুর পল্লী সার্বজনীন দুর্গোৎসবের ৭৮-তম বর্ষ পুজোর শুভ সূচনা করলেন দূরদর্শন এবং বড় পর্দার অভিনেত্রী মৌ রায়। মঙ্গলবার মহাপঞ্চমীর সন্ধ্যায় এই পুজোর দ্বারোদঘাটন হয়। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী মোহন বসু সহ অন্যান্যরা। অভিনেত্রী মৌ রায় বলেন, আমরা এখন অস্থির সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। তার মধ্যে এই ক্লাবের থিমে সবুজায়ন দেখে মনের অস্থিরতা অনেকটাই কমে গেল এখানে এসে। প্রতি বছরের মতো এখানের ব্যবস্থাপনা খুব ভালো হয়েছে। মায়ের কাছে প্রার্থনা করেছি উনি যেন সব ঠিক করে দেন। আমরা যেন ভালভাবে, আনন্দে এবং সুরক্ষিতভাবে পুজো কাটাতে পারি। উল্লেখ্য, এদের পুজোর থিম সবুজায়ন। পৃথিবীতে যখন চারিদিকে উষ্ণায়ন, চারিদিকে যখন দূষণ, তখন রামকৃষ্ণপুর পল্লী সার্বজনীন দুর্গোৎসবের থিমে তুলে ধরেছে সবুজায়ন।

ভিন রাজ্য থেকে আসা ইটভাটার শ্রমিকদের হাতে পুজোর উপহার তুলে দিলেন নেতাজি সেবা ফাউন্ডেশন

দুরন্ত বার্তা, কাকদ্বীপ, ৯ অক্টোবরঃ মহাষষ্ঠীর পুণ্যলগ্নে নেতাজী সেবা ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে কাকদ্বীপের চারটি ইঁট ভাটার শ্রমীকদের পরিবারের মা ও শিশুদের পূজার নতুন জামা ও কাপড় দেওয়া হল। নবরাত্রি ষষ্ঠ দিনে দেবি কাত্যায়নি রূপে মা দুর্গাকে পুজো করা হয়। এ দিনে কাকদ্বীপ লট নম্বর আট সংলগ্ন ডিএনবি ইটভাটা, বাপন ইটভাটা, কাজল ইটভাটা ও মা ইটভাটার প্রায় ৬০ জন মা ও শিশুদের নতুন জামা কাপড় দিয়ে পূজার আনন্দ ভাগ করে নেওয়া হল সংগঠনের পক্ষ থেকে। কাকদ্বীপের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আনন্দ শংকর পানিগ্রাহী (প্রধান শিক্ষক, পুকুরবেড়িয়া অ প্রা বিদ্যালয়), সমীর সাহা (সমাজসেবী), ট্রাস্টি মেম্বার বিদ্যুৎ তিয়ারি, পার্থসারথি মন্ডল, অধ্যাপক শান্তনু বেরা, অমিত মান্না, তাপস পাল ও রবীন্দ্রনাথ মন্ডল। এদিন অন্য একটি অনুষ্ঠানে মৌসুনি বালিয়াড়া কুসুমতলা

সার্বজনীন দুর্গোৎসবের মঞ্চে সংগঠনের পক্ষ থেকে মাসিক বৃত্তি তুলে দেওয়া হয় একাদশ শ্রেণীর মেধাবী ছাত্রী বিদিশা দাসের হাতে এবং কম্পিউটারের বই তুলে দেওয়া হয় করুণা পরিয়ার হাতে। এবং ঢাকুরিয়া মানসী দা হিলিং টাচ ও নেতাজি সেবা ফাউন্ডেশন এর পক্ষে ২১ জন ছাত্র ছাত্রীকে পড়াশুনা সামগ্রী তুলে দেওয়া হলো। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পুজো কমিটির পক্ষে সম্পাদক সভাপতি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সদস্য অখিলেশ বারুই, সমাজসেবী বিদ্যুৎ কুমার দিন্দা, অমিত মান্না, শিক্ষক রনজিত মন্ডল, বিশিষ্ট কবি ধ্রুব বিকাশ মাইতি, নামখানা পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ, মৌসুনির প্রধান, উপ প্রধান ও আরো অনেকে। সংগঠনের ট্রাস্টি মেম্বার অমিত মান্না বলেন, কাকদ্বীপ ইটভাটা শ্রমিক পরিবার খুব কষ্টের মধ্যে থাকে। তারা শিক্ষা বা অন্য পরিসেবা থেকে অনেকটাই বঞ্চিত। আজকের মত আগামী দিনেও আমরা সংগঠনের পক্ষ থেকে এদের পাশে থাকার চেষ্টা করব। অধ্যাপক ড. শান্তনু বেরা বলেন, নেতাজির আদর্শে গড়ে ওঠা এই সংগঠন। দেশ মাতার সন্তানদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও জীবন জীবিকার প্রশ্নে সাধ্যমত থাকার চেষ্টা করব আমরা। সকলের সহযোগিতায় এই চারাগাছ একদিন মহিরূহে পরিণত হবে। কাকদ্বীপের ডিএনবি ইটভাটায় ঝাড়খন্ড থেকে কাজ করতে আসা এত আড়ি মারর্ডি , সুকান্তি বৈপাইপ, বীমল হাজরারা বলেন, আমাদের খুব ভালো লেগেছে। এই রকম অবস্থায় নতুন পোশাক দিয়ে নেতাজি ফাউন্ডেশন আমাদের পাশে দাঁড়ালেন। অন্যদিকে বাপন ইটভাটায় কাজ করেন কুসুম দাস, ফুলমণি নস্করারা বলেন, অনেক বছর আমরা এখানে কাজ করছি কেউ আমাদেরকে পুজোয় নতুন পোশাক দেয় না, এই বছর এই ফাউন্ডেশন দিয়েছেন ভালো লেগেছে।

শশা চাষ করে লাভের মুখ দেখছেন হাসনাবাদের প্রান্তিক চাষীরা

হাসনাবাদ, ৯ অক্টোবরঃ শসা একটি উপকারী ফল। গ্রামে মাচায় চাষ করা শসার যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে বাজারে। মূলত গ্রীষ্মকালীন ফসল হলেও এখন প্রায় সারা বছরই বাজারে শসা পাওয়া যায়। উত্তর চব্বিশ পরগনার হাসনাবাদের কৃষকদের একটি অংশ এ সময় ধান চাষের পাশাপাশি শসা চাষের দিকেও ঝুঁকছেন। ধান চাষের পরেই সেই জমিতেই শসার চাষ করা হচ্ছে। ধান তুলে নেওয়ার পরেই শসার বীজ ছড়িয়ে দিয়ে থান তৈরি করে এই চাষ করা হয়। বীজ থেকে চারা বের হওয়ার পর মূলত মাটি আলগা করা এবং ঘাস পরিষ্কার করা হয় । ছোট ছোট বাঁশ ও কঞ্চি দিয়ে তৈরি করা মাচা এই চাষের পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার হাসনাবাদ ব্লকের ট্যাংরা গ্রামের কৃষক মন্টু মিস্ত্রি ৩ বিঘা জমিতে শসা চাষ করেছেন।

ইতিমধ্যে দুই থেকে তিনবার তার ফসল বাজারজাত করেছেন। সপ্তাহে ৮০ কেজি থেকে ১ কুইন্টাল শসা বাজারে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ মাত্রা স্থির করেছেন তিনি জানান ওই কৃষক। তিনি বলেন , সারা বছরই এই চাষ করে থাকি,রাসায়নিক সার কম দিয়ে চাষের কাজে জৈব সার কেই প্রাধান্য দেওয়া হয়। .গত কয়েক বছর ধরে তিনি শসা চাষ করে লাভবান হয়েছেন বলেও জানান তিনি।

সিংহী পার্ক পুজো কমিটির এক সদস্য এক ফুচকা বিক্রেতার ডালা ফেলে দিলেন রাস্তায়

কলকাতা, ৯ অক্টোবরঃ বাঙালি ফিরেছে উৎসবে । তার পরেও কিছু অপ্রীতিকর ঘটনা দাগ কেটে যায় বাঙালির মনে। এমন এক অপ্রীতিকর ঘটনার সাক্ষী রইল তিলোত্তমা। দক্ষিণ কলকাতার অন্যতম দূর্গাপুজা কমিটি সিংহী পার্ক। ৮ তারিখ পঞ্চমীর সন্ধ্যে এক অপ্রীতিকর ঘটনার সাক্ষী রইল সিংহী পার্কে আসা দর্শনার্থীরা। সমাজমাধ্যমে একটি ভিডিও ভাইরাল হয় যেখানে দেখা যায় সিংহী পার্ক পুজো কমিটির এক সদস্য এক ফুচকা বিক্রেতার ডালা ফেলে দেন রাস্তায়। ঘটনা ভাইরাল হতেই তিরস্কারের মুখে পড়তে হয় সিংহী পার্ক দুর্গাপুজা কমিটিকে। ঠিক কী ঘটেছিল। সিংহী পার্ক পুজো কমিটির সদস্য ভাস্কর নন্দী জানান, গতকাল এক ফুচকাওয়ালা তাঁদের প্রবেশ পথের সামনে ফুচকা বিক্রি করছিলেন। ফুচকাওয়ালাকে দুপুরবেলা থেকে সরে যাওয়ার কথা বলা হয় ক্লাবের তরফে কারণ তিনি একটি কোম্পানির ব্র্যান্ডিংয়ের সামনে ফুচকা বিক্রি করছিলেন। দুপুর বেলা থেকে বলার পরও যখন ফুচকাওয়ালা নিজের জায়গা থেকে সরতে রাজি হননি। সন্ধ্যাবেলায় ভিড় বাড়ায় পুজো কমিটির পক্ষ থেকে কিছু সদস্যকে পাঠানো হয় ফুচকাওয়ালাকে উঠে যেতে বলার জন্য। সেখানে কথা বলার সময় এক সদস্যের হাত লেগে ফুচকাওয়ালার ডালা পড়ে যায় রাস্তায়। ক্ষতিগ্রস্ত হয় কয়েক হাজার টাকার ফুচকা। ঘটনার কথা জানতে পেরেই সেই সদস্যকে বহিস্কার করা হয় ক্লাব কমিটির পক্ষ থেকে। ৩৬০০ টাকার মতন ক্ষতিপূরণও দেওয়া হয়েছে সিংহী পার্কের তরফ থেকে সেই ফুচকাওয়ালাকে। সাধারণ মানুষ এই ঘটনার পর ক্ষুব্ধ কমিটির ওপর। সৃজা চ্যাটার্জি জানিয়েছেন, গরিব মানুষ ফুচকা বিক্রি করতে এসেছেন। এরকম ভাবে তার সঙ্গে দুর্ব্যবহার না করলেও পারতো পুজো কমিটির সদস্যরা। ক্ষতিপূরণ দেওয়া পরের বিষয় কিন্তু তার আগে যে ঘটনার সম্মুখীন তাঁকে হতে হলো দায়িত্ব কে নেবে? ভালোভাবে উঠে না গেলে তাঁকে অন্যত্র সরিয়ে দেওয়ার অন্য ব্যবস্থা করা যেতে পারতো কিন্তু কারুর রুজি রুটিতে লাথি মারার সাহস আসে কিভাবে? তিথি দাস জানিয়েছেন, ঠিক জানিনা কি ঘটেছে কিন্তু যেটুকু সমাজ মাধ্যমে দেখেছি তা দেখে এটাই বলার যা ঘটেছে অত্যন্ত খারাপ। দিনের শেষে তিনি রোজগার করতে এসেছিলেন কিন্তু এভাবে কারুর রোজগার নষ্ট করা উচিৎ নয়।

পুজো কমিটির সদস্য মানেই সে সব কিনে নিয়েছে এটা তো নয়? এতসব কিছুর মধ্যেও এই কাজ করার মানসিকতা জন্ম নেয় কিভাবে। ইতিমধ্যেই শোকজ নোটিশ দিয়ে সে ঘটনার কারণ জানতে চাওয়া হয়েছে কমিটির সেই সদস্যের থেকে। নিজেদের সমাজ মাধ্যমে পুরো বিষয়টির ঘটনা জানিয়ে পর্যন্ত ক্ষমা চেয়েছে সিংহী পার্ক দুর্গাপূজা কমিটি।

বিশ্ববাংলা শারদ সম্মান ঘোষণা

কলকাতা,৯ অক্টোবরঃ রাজ্য সরকার এই বছরে কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী এলাকার বিভিন্ন পূজা কমিটির মধ্যে নির্বাচিত পুজোগুলিকে নিয়ে বিশ্ববাংলা শারদ সম্মান ঘোষণা করেছে। তথ্য এবং সংস্কৃতি দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন আজ কলকাতায় এক সাংবাদিক বৈঠকে সেরার সেরা, সাবেকি পুজো, সেরা মন্ডপ এর মত সাতটি বিভাগ ছাড়াও বিশ্ব বাংলা পুজোর সেরা গান বিভাগে জয়ী পুজো কমিটিগুলির নাম ঘোষণা করেন। সেরার সেরা বিভাগে বেহালা নতুন দল, সমাজসেবী সংঘ,আলিপুর সার্বজনীন এর মত ৩২ টি, সেরা সাবেকি পুজো ছটি, সেরা প্রতিমা তিনটি, সেরা ভাবনা ১৫ টি, সেরা পরিবেশবান্ধব ১৪ টি সহ মোট একশো ছটি পুজো কমিটিকে বিশ্ব বাংলা শারদ সম্মান প্রদান করা হয়।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৯ বর্ষ, দৈনিক ৩১১ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার ২৩ আশ্বিন, ১৪৩১

মানুষই দেবদেবী

বর্তমান সময়ে বাবা লোকনাথ,অনুকুল ঠাকুর, মহারাজ বাবাজী ইত্যাদিরকে পূজা না করে,নারীদেরকে কেন রামমেহনকে পূজা করা দরকার। অস্থির ভাবে পায়চারি করছিলেন রাজা। বড় হতাশ লাগছে তাঁর। মানুষই যদি বিরোধিতা করে, তাহলে তিনি লড়বেন কাদের নিয়ে? আর করবেনই বা কাদের জন্য? ধুস, আর লড়াই করে লাভ নেই। এমন সময় দারোয়ান এসে বলল একজন গেঁয়ো ব্রাহ্মন দেখা করতে চাইছে। একটু বিরক্ত হয়ে তিনি বললেন, এখন আমার সময় নেই বলে দে। দারোয়ান বলল, বলেছি। কিন্তু উনি যেতে চাইছেন না। তখন রাজা বললেন, পাঠিয়ে দে। এক ব্রাহ্মন ঘরে ঢুকলো। খাটো ধুতি, গায়ে নামাবলি, মাথায় টিকি। টিকি দেখলেই রাজার মাথাটা যায় গরম হয়ে। রুক্ষ স্বরে বললেন কী চাই? ব্রাহ্মন বলতে শুরু করলেন। আমি নদীয়ার মহাদেব ভট্টাচার্য। থামলেন একটু,বোধহয় গুছিয়ে নিলেন একটু। আবার শুরু করলেন। জানেন,সেদিন ছিল বৈশাখ মাস। টোল থেকে ফিরতেই অপর্ণা এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো কোলে। জল দিলো, গামছা দিলো, বাতাস দিলো পাখা করে। আমার জন্য তার যতো চিন্তা।বাপে মেয়েতে আদর খাচ্ছি। তখন ওর মা ডাকলো ঘর থেকে। ভেতরে যেতে বলল, মেয়ের তো ৭ বছর বয়স হোল। আর কতদিন ঘরে বসিয়ে রাখবে? পাড়ায় যে কান পাতা দায়। আমি বললাম, পাত্র পাচ্ছি কই? যার কাছেই যাই। ১০০০ টাকার কমে পন নেবে না কেউ। মন্দিরা ফিসফিস করে বলল, সবার তো কপাল সমান হয় না। কিন্তু জাত ধর্ম তো রাখতে হবে। কাল নদীপথে একজন কুলীন ব্রাহ্মণ এসেছেন। বয়সটা বেশি। ৭০ এর ঘরে। কিন্তু বংশ উঁচু। ৫০ টাকায় কন্যা উদ্ধার করেন তিনি। আমাদের অপুকে ওর হাতে গৌরি দান করো। আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, না না এ হবে না। কিন্তু সমাজের চাপতো বুঝি। বুঝি সংসারের চাপও। নিজের সঙ্গে অনেক লড়াই করে অপুর সাথে বিবাহ দিলাম। লাল চেলি, গয়না, আলতা, সিঁদুরে মেয়েকে আমার দেবীর মতো লাগছিলো। সে যে কী রূপ কী বলবো! বোধয় বাপের নজরটাই লেগেছিল সেদিন। পরদিনই মেয়েকে ছেড়ে জামাই বাবাজীবন আবার পাড়ি দিলেন নদীপথে। আরও কারোর কন্যা উদ্ধার করতে। বলে গেলেন আবার আসবো পরের বৎসর। তারপর মেয়েকে সাজালাম। নতুন লাল চেলির শাড়ি, গয়না, আলতা, সিঁদুরে মেয়ে সেদিন অপরূপা। গ্রামে উৎসব, ঢাক বাজছে। এয়োরা সবাই ওর মাথার সিঁদুর,ওর আলতা নিচ্ছে। আর ও নিজে কী খুশি সেজেগুজে। ওর পছন্দের দধি মিষ্টান্ন এসেছে ঘর ভরে। জানেন, তার মধ্যেও ও সেসব আমাকে খাওয়াবে বলে ব্যস্ত। কথা বন্ধ হয়ে আসে ব্রাহ্মনের। চোখটা মুছে আবার শুরু করেন। খালি সে বুঝতে পারেনি উৎসবটা কিসের। সেই ডাক আমি ভুলতে পারিনি। তারপর থেকে একদিনও রাত্রে ঘুম হয়নি। উঠতে বসতে খেতে শুতে শুধু এক আওয়াজ। বাবা আপনি মেয়েদের বাঁচান। আপনি তাদেরকে বাঁচাতে না পারলে তারা মারা পড়বে। তাদেরকে রক্ষা করতে হবে।

বাংলার থিয়েটারের করুণ কথা

ইচ্ছে না থাকা সত্ত্বেও বড়লোক বাবুর রক্ষিতা হতে হয়েছিল তাকে। আর সেই রক্ষিতার পুরস্কার হিসেবেই পেয়েছিলেন তিন তিনটে বাড়ি। তিনটি বাড়ির মালিক হওয়া সত্ত্বেও তা নিজের করে ধরে রাখার কোন ইচ্ছে ছিল না তার। বাড়ি তিনটির একটি তার রক্ষক বাবুর ছেলেকে এবং বাকি দুটো মৃত্যুর আগে কলকাতার বড়বাজার হাসপাতালকে উইল করে দিয়ে গিয়েছিলেন। থিয়েটার। যাকে নাট্যমঞ্চ বলা হয়। ব্রিটিশ শাসন কালে ভারতবর্ষে এই থিয়েটার চর্চা আরো বিকশিত হয়। ১৯ শতকে ব্যক্তিগত বিনোদনের জন্য এই থিয়েটার শুরু হয়েছিল এবং পরবর্তীতে সারা উপমহাদেশে বিনোদনের মাধ্যম হয়ে উঠে এই থিয়েটার। উপমহাদেশে থিয়েটারের ইতিহাসের সাথে যুক্ত হয়ে রয়েছে কিছু নারীর জীবন। তাদের মধ্যে একজন নামকরা অভিনেত্রী হলেন এই তিনকড়ি। ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দের ১০ অক্টোবর কলকাতায় তার জন্ম। মা ছিলেন একজন দেহ ব্যবসায়ী। লেখাপড়া তেমন একটা করেনি, বাল্যকাল থেকেই থিয়েটারের প্রতি তার ঝোঁক ছিল। তিনকড়ি থিয়েটার করার সুযোগ পেয়ে আর হাতছাড়া করলেন না। টাকার অভাব, লাঞ্ছনা -বঞ্চনা ও তুচ্ছতাচ্ছিল্যের জীবন থেকে বেরিয়ে আসতে অভিনয়কে আঁকড়ে ধরেছিলেন তিনি। গিরিশ চন্দ্র ঘোষ। বাংলা থিয়েটারের স্বর্ণযুগের স্রষ্টা। সর্বপ্রথম ১৮৭২ সালে গিরিশ চন্দ্র বাংলা পেশাদার নাট্য কোম্পানি ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন। তারই ছাত্রী ছিলেন এই তিনকড়ি। গিরিশ ঘোষের ' বিল্ব মঙ্গল ' নাটকে নির্বাক সখীর অভিনয় দিয়েই তার নতুন জীবন শুরু হয়। তারপরে মীরাবাঈ নাটক থেকেই তার পরিচিতি ও জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে। এমারেল্ড থিয়েটার ও সিটি থিয়েটারেও অভিনয় করতে শুরু করেন। শেক্সপিয়ারের 'লেডি ম্যাকবেথ'-এ লেডি ম্যাকবেথের ভূমিকায় অসাধারণ অভিনয় করে বিখ্যাত হন তিনি। দীর্ঘদিন বাংলার রঙ্গমঞ্চের সম্মানিত প্রধান অভিনেত্রী ছিলেন তিনকড়ি। তিনকড়ি অভিনয়কে এতটাই ভালোবাসতেন যে, সেই সময় ২০০ টাকায় এক বাবুর রক্ষিতা হবার প্রস্তাব পেলে সে সজ্ঞানে তা প্রত্যাখান করেন। ঐ সময় অভিনয় করে মাত্র ২০ টাকা মাইনে পেতেন তিনি। এতো লোভনীয় সূযোগ পেয়েও হাতছাড়া করার জন্য তিনকড়ি তার মায়ের হাতে বাঁশের বেতের মারও খেয়েছেন এবং টানা তিন দিন জ্বরে ভুগেছিলেন। বড্ড বেশি লড়াই করতে হয়েছে তাঁকে। এক দিকে মা। অন্য দিকে থিয়েটার। মা তো চাইবেনই মেয়ে তাঁরই পেশায় থাক। ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস। জীবনের শেষ ভাগে তাকে সেই রক্ষিতা হয়েই জীবন কাটাতে হয়েছিল। শোনা যায় রক্ষিতা হলেও বাবু সাহেব ও তার আত্মীয়স্বজনরা তাকে যথেষ্ট মর্যাদা ও গুরুত্ব দিতেন।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

শিক্ষার প্রসার ঘটলে যুবকেরা বিপাকে যাবে না। ঠাকুর বলেন, শিক্ষা প্রসার ঘটাতে হবে। শিক্ষার প্রসার যত ঘটবে তত মেধা যুবক তৈরি করে। সৎ যুব সম্প্রদায় প্রস্তুত হবে। অসৎ বলে আর কিছু থাকবে না। অসৎ হয় শিক্ষার অভাবে। প্রকৃত শিক্ষার প্রচলন করতে হবে। জাগতিক শিক্ষা দিতে হবে। ছাত্রদের সুশিক্ষা দিতে হবে। সেই শিক্ষা যুব সমাজকে দিতে হবে। তাহলে সৎ যুব সমাজ তৈরি করতে হবে। অসৎ যুব সমাজ থাকবে না। মেয়েদের দুঃখকে মোচন করতে হবে। তাদেরকে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে। তাদেরকে যুক্তিবাদী ধর্ম শিক্ষা শিক্ষিত করা।

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব

অর্ধমকে ত্যাগ করে মানব ধর্মকে গ্রহণ করতে হবে। তবেই মানব জীবন মহৎ পথ ধরে এগিয়ে যেতে পারবে। ধর্ম মানুষকে আলোর পথ দেখাবে। সে ধর্ম হচ্ছে সেবা। সেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম। সব ধর্মে ওপরে তার স্থান। সত্যের বিকাস করতে হবে। জ্ঞানের বিকাশ করতে হবে। প্রাণের বিকাশ করতে হবে। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, মানব শক্তি হচ্ছে এই জগতের সবচেয়ে বড় শক্তি। এই শক্তিকে উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করতে হবে। মানুষের বিপদের সময়ে গিয়ে পাশে দাঁড়াতে হবে। নিজের মনকে সম্পদশালী করতে হবে। পিছনে দিকে তাকালে চলবে না। সব সময়ে সমানে দিকে তাকিয়ে চলবে হবে। বিপদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। তাদেরকে পরাস্ত করতে হবে। জয়ী হওয়ার বাসনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। মায়ের কাছ থেকে সেই শক্তি গ্রহণ করতে হবে। মা সরদা সেই শক্তি সবাইকে দিয়ে থাকেন। ঠাকুর স্বামী বিবেকানন্দকে তিনি জয়ী হওয়ার শক্তি দিয়েছিলেন। শত্রুকে পরাস্ত করার শক্তি দিয়েছিলেন। নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার শক্তি তিনি দিয়েছিলেন।

নেতাজি সুভাষ বোস দেবী দুর্গার আরাধনায় বিদেশি শক্তির অপসারণের মন্ত্র উচ্চারিত করতেন সংগ্রামী মানুষদের সঙ্গে

রবীন্দ্রকুমার শীল

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম সেরা বীর অধিনায়ক নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস যখন কলকাতায় ব্রিটিশ বিরোধী রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তখন তিনি কলকাতার বহু বারোয়ারী দুর্গা পুজোর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এই সব দুর্গাপুজোর আয়োজন করতো বিপ্লবীরা। তাঁদের উদ্যোগে কলকাতা তথা বাংলায় বহু বারোয়ারী দুর্গা পুজো শুরু হয়েছিল। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য দুর্গাপুজো হচ্ছে সিমলা ব্যায়াম সমিতির দুর্গাপুজো, বাগবাজারের দুর্গাপুজো, মলঙ্গা লেনের দুর্গাপুজো ইত্যাদি। তিনি সুদূর বর্মা মুলুকে মান্দালয়ের জেলেও দুর্গা পুজোর আয়োজন করেছিলেন নেতাজি। আজাদ হিন্দ বাহিনীর দায়িত্ব নেওয়ার আগে এবং বাংলা থেকে গোপনে জার্মান যাওয়ার আগে পর্যন্ত তিনি বহু দুর্গা পুজোর সঙ্গে জড়িত ছিলেন।

সিমলা ব্যায়াম সমিতির দুর্গাপুজো আয়োজন করেছিলেন বিপ্লবী অতীন্দ্রনাথ বসু। সিমলা ব্যায়াম সমিতির বারোয়ারী পুজো শুরু হয়েছিল ১৯২৬ সালে। সিমলা অঞ্চলে মহেন্দ্র গোস্বামী লেনেই অতীন্দ্রনাথ বসুর বাড়িতে এই পুজো শুরু হয়েছিল। তখন নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস বিপ্লবী অতীন্দ্রনাথ বোসের বাড়িতে এসে মাঝে মধ্যে থাকতেন। সুভাষ চন্দ্র বোসের নির্দেশে এই পুজোকে বারোয়ারী পুজোয় পরিণত করা হয়। সেই সময়ে বাংলার বিপ্লবীরা গোপনে এই পুজোয় যোগদান করতো। ব্রিটিশ সরকার একবার এই পুজোকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। তার ফলে দুই বছর এই পুজো বন্ধ ছিল। কলকাতা হাইকোর্টের আদেশে এই পুজো দুই বছর পরে আবার শুরু হয়। নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস এই পুজোর সভাপতি ছিলেন। আগে এই পুজো একচালার ঠাকুর ছিল। কিন্তু পরে পাঁচ চালার ঠাকুর পুজো শুরু হলে স্থানীয় বহু সদস্যরা এর প্রতিবাদ করলে নেতাজি স্বয়ং হস্তক্ষেপ করে সেই বিরোধের নিস্পত্তি করেন। ১৯৩৯ সালে নেতাজি পাঁচ চালার চালার ঠাকুর পুজোর উদবোধন করেছিলেন।

কুমারটুলি সার্বজনীন দুর্গা পুজোর প্রাচীন রীতিনীতির পরিবর্তন ঘটিয়ে ছিলেন নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস। কুমোরটুলির প্রতিমা শিল্পীরাই এই পুজোর আয়োজন করতো। এই পুজোর সভাপতি ছিলেন স্যার হরিশঙ্কর পাল। সাত বছর পরে যখন নেতাজিকে সভাপতি পদ গ্রহণ করতে অনুরোধ করা হয়েছিল তখন তাতে আপত্তি করেছিলেন নেতাজি স্বয়ং। তিনি বলেছিলেন, ইংরেজদের তাবেদারি করে যে পুজো তার সভাপতি দায়িত্ব গ্রহণ করতে একেবারে অপরাগ। সভাপতি স্যার হরিশঙ্কর পাল নেতাজির আপত্তির কারণ বুঝতে পেরে তিনি নিজেই পদত্যাগ করে সভাপতি পদ থেকে সরে যান। ১৯৩৮ সালে তখন নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস সভাপতি হলেন। কিন্তু পঞ্চমীর দিনেই ঘটল বিপত্তি। একচালার প্রতিমা সেই সময়ে পুজো করা হতো। হঠাৎ করে পঞ্চমী দিনে মণ্ডপে আগুন লেগে যাওয়ার ফলে প্রতিমা পুড়ে ছাই হয়ে গেল। নেতাজি স্বয়ং ছুটে গেলেন শিল্পী গোপেশ্বর পালের কাছে। একদিনেই প্রতিমা তৈরি করে দিতে হবে বলে নেতাজি আবেদন করলেন তাঁকে। শিল্পী গোপেশ্বর পরিস্কার করে বললেন, একেবারে অসম্ভব। এদিনে ঠাকুর করা যাবে না। তখন বুদ্ধি করে শিল্পী গোপেশ্বর নিজে দুর্গা প্রতিমা নির্মাণ করলেন আর লক্ষ্মী গণেশ, সরস্বতী এবং কার্তিক ঠাকুর তৈরি করলো অন্য শিল্পীরা। পাঁচ চালার ঠাকুর রাতারাতি নির্মাণ করে ষষ্ঠী দিন থেকে আবার পুজো শুরু হল। সেই সময়ে দেবী দুর্গা গায়ে উঠেছিল বাঘের ছাল। এই নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিল পুজো কমিটির সদস্যরা। তারপরে স্যার হরিশঙ্ক পাল নিজেই পাশে একটি আলাদা পুজো শুরু করেছিলেন। সেই পুজোটি হাটখোলার গোঁসাই পাড়ায় উঠে যায়।

বাগবাজারের দুর্গা পুজো শুরু হয়েছিল ১৯১৯ সালে। নেবুবাগান লেন এবং বাগবাজারের মোড়ে এই পুজোর আয়োজন করা হয়েছিল। তখন এই পুজোর নাম ছিল নেবুবাগান বারোয়ারী দুর্গা পুজো। ১৯২৪ সালে এই পুজো সরে যায় বাগবাজার এবং পশুপতি বোস লেনের মুখে। পরের বছর চলে যায় কাঁটাপুকুর অঞ্চলে। ১৯২৭ সালেও স্থানান্তরিত হয়ে একটি কালী মন্দিরে এই পুজো হতো। ১৯৩০ সালে দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তখন কলকাতা পুরসভার অল্ডার ম্যান। তিনি এই পুজোর সভাপতি ছিলেন। পাঁচশো টাকা চাঁদাও দিতেন। তিনি এই পুজোর সভাপতি ছিলেন। বাগবাজার পুজো প্রাঙ্গনে যে মেলা বসতো সেখানে স্বদেশি শিল্পীদের হাতে তৈরি জিনিসপত্র বিক্রি করা হতো। কোনও বিদেশি জিনিস সেখনে বিক্রি করা নিষিদ্ধ ছিল। মহা অষ্টমীর দিনে বিপ্লবী পুলিন বিহারী দাস তাঁর শিষ্যদের নিয়ে লাঠি খেলা, ছুরি খেলা দেখাতেন। ১৯৩৬ সালে এই পুজোর সভাপতি হয়েছিলেন নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস। আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় এবং স্যার হরি শঙ্কর পাল এই পুজোর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

সোনারপুরের কোদালিয়াতে নেতাজির পৈতৃক ভিটে বাড়ি। সেখানকার পুজো তিনশো বছরে পদার্পন করতে শুরু করে দিয়েছে। ২০১৩ সালে নেতাজির বাড়িটিতে হেরিটেজ হিসাবে ঘোষণা দেয় পুরসভা। নেতাজির পরিবারের সব সদস্যরা পুজোর দিন এসে মিলিত

হন। এই অঞ্চলটিকে বোস বাড়া বলে সবাই জানে। বোস পাড়ায় দুটো পুজো হয়। একটি পুজো হয় খড়ের চাল দেওয়া ঘরে। আর একটি পুজো হয় ঠাকুর দালানে। নেতাজির প্রপিতামহ হরনাথ বোস এই ঠাকুর দালানটি নির্মাণ করেছিলেন। এখান হরিনাথ বোসের নামে একটি লজও রয়েছে। ১৮৮০ সালে জানকী নাথ বোস প্রভাবতী দত্তকে বিবাহ করে কটকে চলে যান। কিন্তু প্রতি বছর মাস দুয়েক তিনি এখানে এসে থাকতেন।

স্থানীয় গ্রামবাসীদের জন্য পুজোর সামগ্রী নিয়ে এসে দান করতেন। এই গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন নরেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য যিনি পরবর্তীকালে এম এন রায় নামে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। জন্ম গ্রহণ করেছিলেন শিবনাথ শাস্ত্রী। প্রতি বছর ২৩ জানুয়ারি নেতাজির জন্ম দিনে কোদালিয়ার বসত বাটিটি সাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হয়। যে ঘরে জানকী নাথ বোস এবং প্রভাবতী বোস থাকতেন সেই ঘর সকলের দেখার জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়।

কটকে মিলিনিয়াম পার্ককে নিয়ে যেমন একটি গল্প আছে পাশাপাশি কটকে দুর্গাবাড়ি স্মৃতি পুজোকে নিয়ে গল্প জড়িয়ে আছে। ১৯১৬ সালে কটকে এই পুজোর আয়োজন করেছিলেন নেতাজি। সেখানে তিনি গিয়েছিলেন যখন তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বহিস্কৃত হন। কটক দুর্গাবাড়ি স্মৃতি কমিটির সম্পাদক জানালেন, নেতাজি ১৯১৬ সালে বেশ কয়েকদিন ধরে কটকে বসবাস করছিলেন। সেই সময়ে তাঁর কটকের বন্ধুরা মিলে ওড়িয়া বাজারে দুর্গা পুজোর আয়োজন করে। এই পুজো এখনও বন্ধ হয়নি। তবে পুজোর দিন নেতাজির একটি বিশাল ছবি টাঙ্গানো হয়ে থাকে। ১৯৪১ সালে এই সংস্থার রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছিল। ১৯৪১ সালে এই পুজোর প্লাটিনাম জুবিলি ছিল। তখন সেখানে নেতাজির একটি মূর্তি বসানো হয়েছে। বক্সি বাজার বাধেই সাহী পুজো কমিটির দুর্গা পুজোর আয়োজন করেছিলেন জানকী নাথ বোস। নোতজির পিতা জানকী নাথ বোস এই সংস্থার ট্রাস্টি বোর্ডের সভাপতি ছিলেন। ১৮৮৮ সালে এই পুজো শুরু হয়েছিল একটি বাড়ীতে। বহু অসুবিধা সৃষ্টি হওয়ার কারণে এই পুজো সরে আসে বাধেই সাহীতে। এখনও সেখানে পুজো হচ্ছে প্রাচীন রীতিনীতি মেনেই। বর্মার মান্দালয়ের জেলে দুর্গা পুজোর আয়োজন করেছিলেন নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস। তিনি তখন মান্দালয়ের কারাগারে ছিলেন। ১৯২৬ সালে এই পুজো শুরু করেন নেতাজি। তাঁর সঙ্গে এই পুজোতে যোগ দিয়েছিল কারাগারের সমস্ত বন্দিরা। ব্রিটিশ সরকার কায়েদিদের পুজোর আর্থিক ভাতা দেওয়া বন্ধ করে দেয়। তাতে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন নেতাজি। তিনি সেই সময়ে বলেছিলেন, '' যখন অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নষ্ট হয়, জীবিকা নষ্ট হয়, যখন রাজনৈতিক স্বাধীনতা নষ্ট হয়, সম্মান নষ্ট হয়, ধর্মীয় স্বাধীনতা হারিয়ে যায়, তখন সব কিছু হারিয়ে যায়।'' ব্রিটিশ সরকার পুজো ভাতা বন্ধ করে দিলেও বন্দিরা নিজেদের উপার্জনের পয়সা দিয়ে মান্দালয়ের কারাগারে দুর্গা পুজোর আয়োজন করেছিল। কয়েদিরা নিজেরাই রান্না করে ছয় দিন ধরে দেবী দুর্গার প্রসাদ বিতরণ করে জেলের মধ্যে। এই পুজোর চারদিন কয়েদিদের স্বাধীন জীবন যাপন করতে পারতো। তাদের কোনও কাজে যোগদান করতে হতো না। ফলে এই চারদিন ধরে কারাগারের মধ্যে অবাধে সবাই মেলামেশা করতে পারতো। তবে জেলার সব সময়ে খবর নিত যে কোন বিপ্লবী জেলের মধ্যে সরকার বিরোধী কোনও কথা বলছে কিনা এবং জেল ভেঙে পালিয়ে যাওয়ার কোনও ছক কষছে কিনা। রাজনৈতিক কয়েদিরে ওপরে বেশি করে ব্রিটিশ সরকারের নজর ছিল। কয়েদিরা এই কদিন ছুটি পেয়ে বেশ আনন্দে থাকতো। তবে চারদিন ধরেই কারাগারের মধ্যে চলতো দেশাত্ববোধক সঙ্গীত। রাজনৈতিক বন্দিরা দেশাত্ববোধ সঙ্গীত খালি গলায় গাইতো।

সবাই আবার লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে 'বন্দে মাতরম' সঙ্গীত থেকে শুরু করে রবীন্দ্র সঙ্গীত এবং নজরুল সঙ্গীতও কালি গলায় গাইত। জেলার এই দেখে চুপ কর থাকতেন। কারণ এই চারদিন ছিল কয়েদিরা জেলের মধ্যে স্বাধীন। ব্রিটিশ পুলিশরা কোনও রকমভাবে কারোর ওপরে বেত্রাঘাত করতো না। তবে চারদিন কেটে গেলেই সহেগ সঙ্গে জেলের নিয়ম রীতি আগের মতো যথারীতি চালু হয়ে যেত। 'বন্দে মাতরম' গান গাওয়া নিষিদ্ধ থাকলেও পুরোর চারদিন কোনও রকমভাবে কয়েদিদের কাজে বাধা দিত না। এই সময়ে জেলের কর্মীরা সবাই কয়েদির ওপরে ভদ্র ব্যবহার করতো। তারপরে অবশ্য আবার অমানুষিক অত্যাচার নেমে আসত। ধর্মীয় অনুষ্ঠান চলাকালীন কাউকে বিরক্ত করা চলবে না এই রকম একটি সরকারি নির্দেশ সেই সময়ে চালু থাকে। তার ফলে ব্রিটিশ পুলিশেরা কয়েদিদের ওপরে কোনও রমক জোরজুলুম করতো না। তবে সবার দিকে তীক্ষ্ম নজর রাখতো এবং কোনও কয়েদি কি কথা বলছে তাও তারা অদ্ভূতভাবে জানতে পারতো। দেশাত্ববোধক গান গাইতে কাউকে বাধা দিত না এই চারদিন। জেলের মধ্যে গানের জলসা বসতো। সেখানে মাতৃবন্দনার গান ছাড়া কবিগুরুর গান, রজনী কান্তের গান., নজরুল গীতি, অতুল প্রসাদের গান গাওয়া হতো। তবে সেটা ঘন্টা দু'য়েক মাত্র। কারাগারে অন্ধকার নেমে আসলে কয়েদিদের ঘর পাঠিয়ে দেওয়া হত। বিকেলে বিকেল আরতি সেরে নেওয়া হতো মা দুর্গার।

কলকাতায় প্রতাপ চন্দ্র চন্দ্রের বাড়ির দুর্গাপুজোর সঙ্গে জড়িত ছিলেন নেতাজি। এই বাড়ির পুজো শুরু করেছিলেন গণেশ চন্দ্র চন্দ্র। তাঁর পরে এই বাড়ির পুজো আয়োজন করতেন নির্মল চন্দ্র চন্দ্র। সেই সময়ে নেতাজি এই বাড়ির পুজোর সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তিনি প্রতি বছর এই বাড়ির পুজো দেখতে আসতেন এবং প্রসাদ গ্রহণ করতেন। এই বাডির পুজোর সঙ্গে জড়িত ছিল স্বদেশি যুগের বহু স্বাধীনতা সংগ্রামীরা। পণ্ডিত যদু ভট্ট এবং দাদা ঠাকুরও এই পুজোয় অংশ গ্রহণ করতেন। মলঙ্গা লেনের বিপ্লবীদের পুজোতে অংশ গ্রহণ করতেন নেতাজি। তিনি আবার এই পুজোতে চাঁদাও দিতেন। বিপ্লবী বিপিন বিহারী গাঙ্গুলীর সঙ্গে বেশ খাতির ছিল নেতাজির। বিপিন গাঙ্গুলী রডা কোম্পানির অস্ত্র লুঠ করে বিপ্লবীদের দিয়েছিলেন ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য। যতীন মুখোপাধ্যায় এবং মাস্টারদা সূর্য সেন রডা কোম্পারি লুঠ করা অস্ত্র মশার পিস্তল দিয়ে ইংরজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন। অস্ত্র লুঠের পরিকল্পনায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন অনুকূল মুখার্জি।

আধ্যাত্মিক সাধনায় অভিনেত্রী সুচিত্রা সেন

বিশেষ প্রতিবেদক

সুচিত্রা সেনকে কোনও দিন 'ম্যাডাম' বলে ডাকিনি। কোনও দিন 'রমাদি'ও বলিনি। একটা বিশেষ আত্মীয়তাবোধে ওঁকে 'কাকিমা' বলে ডেকে এসেছি বরাবর। সেই 'কাকিমা' আমার কাছে চিরপ্রণম্য হয়ে থাকবেন।

আমাদের ছায়াবাণী পিকচার্সের ব্যানারে ওঁর বেশ কিছু ছবি ছিল। 'হারানো সুর', 'সপ্তপদী', 'গৃহদাহ', 'কমললতা', 'আলো আমার আলো'। 'হসপিটাল' আর 'উত্তরফাল্গুনী'ও...। ১৯৭২ সালে 'আলো আমার আলো' ছবিটি ছায়াবাণীর সঙ্গে ওঁর শেষ কাজ। আর সেই সময় থেকেই আমি কাকিমার হিসাবরক্ষক এবং ইনকাম ট্যাক্স ল'ইয়ার হয়ে যাই। ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত টানা ওঁকে কাছ থেকে দেখেছি।

দেখে-শুনে যেটা বুঝেছি, সুচিত্রা সেন মানে বহুমুখী গুণের আধার এক মানবী। মানবী না বলে দেবীও বলা যায়। খুব মানবিক অনুভূতি ছিল ওঁর। আমি ছিলাম নিতান্ত অভাবী। কষ্ট করে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছি কিছুটা লেখাপড়া শিখে। তখন উনিই আমায় প্রথম ওঁর ল'ইয়ার করেন এবং কাজের সুযোগ দেন। প্রথম কেরিয়ার তৈরির সময় অনেক সুপরামর্শ পেয়েছি। হিসাব দেখাশোনার কাজ করতে গিয়েই উপলব্ধি করেছি যে, কাকিমা খুবই বাস্তববাদী মানুষ। বিষয়আশয় কী করে রক্ষা করা যায়, কী ভাবে পয়সাকড়ি অপব্যয় না করে তার সদ্ব্যবহার করতে হয়, সেটা নিয়ে ওঁর ধ্যানধারণা ছিল খুব পরিষ্কার। খুব অল্প বয়সে বিয়ে হয়েছিল। স্কুল-কলেজের তথাকথিত শিক্ষা পাওয়ার অবকাশ উনি পাননি। কিন্তু মনেপ্রাণে কী অসম্ভব শিক্ষিত ছিলেন!

নায়িকাদের মধ্যে একমাত্র কানন দেবীই কিছু সম্পত্তি রক্ষা করতে পেরেছিলেন। কিছু বিনিয়োগ করেছিলেন। জীবনটা নিশ্চয়তার মধ্যে কেটেছিল। বাকিদের কারও নাম বলব না, সকলেই কমবেশি অর্থাভাব দেখেছেন। যেটা কাকিমাকে দেখতে হয়নি। কাজ করার পাশাপাশি সঞ্চয়ী ছিলেন যে! সেই কারণেই ১৯৫৫ সালে বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে অমন একখানা প্রাসাদোপম বাড়ি করতে পেরেছিলেন। কী সুন্দর করে সাজিয়ে রাখতেন সেই বাড়ি! এখনও চোখে লেগে আছে। শেষমেশ ওই বাড়ি যে রিয়েল

এস্টেটের হাতে তুলে দেওয়া হল, সেটাও আমার ধারণা, ওঁর হিসেবি মনেরই পরিচয়।

অনেকেরই ধারণা উনি উন্নাসিক, অহংকারী। ওঁর সেই ডায়লগটার মতোই বোধহয়, 'আমাকে টাচ করবে না'। এটা কিন্তু ভুল ধারণা। শ্যুটিংয়ে যখন আসতেন, টেকনিশিয়ানদের সঙ্গে কী যে আন্তরিক ব্যবহার করতেন! নিজের ভারিক্কি ব্যক্তিত্ব ধরে রেখেই করতেন। ইউনিটে কে কখন খেল না খেল, কার শরীর খারাপ, কার ছেলেমেয়ের কেমন পড়াশোনা চলছে সব খবরই থাকত নখদর্পণে। সঞ্চয় যেমন করেছিলেন, তেমন প্রয়োজনে খরচ করতেও কার্পণ্য করতেন না। কার মেয়ের বিয়েতে টাকা লাগবে, কার বাবা-মা অসুস্থ, কে অভাবে পড়ে সংসার চালাতে পারছে না সকলকে আর্থিক সাহায্য করার চেষ্টা করতেন। তখনকার দিনে তো আয়ের এত রাস্তা ছিল না। এখন যেমন টিভি শো, অজস্র বিজ্ঞাপনী এন্ডর্সমেন্ট, মন্দির কি শোরুমের উদ্বোধন, সবেতেই টাকা। তখন নায়িকারা তেমন পেতেন না। কাকিমা বছরে দু'টো ছবি করতেন। ছবি প্রতি পারিশ্রমিক ছিল বড়জোর ষাট-সত্তর হাজার টাকা। যদিও সেই আমলে এই অঙ্কটাও ছিল অনেক। কিন্তু সেটাকে ঠিক ভাবে রাখতে তো হবে! কাকিমা রেখেছিলেন।

এরই মধ্যে মাঝে মাঝে দুর্বিপাকেও পড়েছেন। যেমন বেশ কিছু প্রযোজক তাঁকে দিয়ে কাজ করিয়ে পারিশ্রমিকের টাকা জোগাড় করতে পারেননি। কেঁদেকেটে এসে পড়েছেন কাকিমার কাছে। কাকিমাও মাফ করে দিয়েছেন। এই ধরনের লোকসান বেশ কয়েক বার হয়েছে তাঁর জীবনে। দু'টো ছবির কথা আমার এখনই মনে পড়ছে, যার জন্য উনি পুরো পারিশ্রমিক পাননি। 'দত্তা' আর 'প্রণয়পাশা'। কিন্তু এ সব নিয়ে যে খুব খেদ প্রকাশ করতেন, তা-ও নয়। সব কিছু ছাপিয়ে কোথাও একটা ভক্তিমতী মন ছিল।

প্রৌঢ়ত্ব আসার অনেক আগেই ঠাকুরঘর, পুজোআচ্চা এ সব নিয়ে আধ্যাত্মিক সাধনায় ঢুকে গিয়েছিলেন। আমাকেও রামকৃষ্ণ মিশনে দীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। সত্যি বলছি, ওঁকে আমি মহানায়িকা বলে দূরে রাখতে চাই না। আমার জীবনে মায়ের মতো জড়িয়েছিলেন যে। বিয়ের সময় নিজে এসে আমাদের স্বামী-স্ত্রীকে আশীর্বাদ করে গিয়েছিলেন।

আর খাওয়াদাওয়া? বাড়িতে গেলে নিজে হাতে রান্না করে পাত পেড়ে খাওয়াতেন। পাঁঠার মাংস, মুরগির মাংসের নানা রকম পদ রাঁধতে জানতেন। আর ভেটকি মাছটা রাঁধতেন অপূর্ব। বলা যায়, উনি হলেন ভেটকি মাছ স্পেশালিস্ট। ওঁর খুব প্রিয় মিষ্টি ছিল, পান্তুয়া। তবে নানা রকম রাঁধতে জানলেও নিজের খাওয়া ছিল অল্প। সবই খেতেন। কিন্তু খুব অল্প পরিমাণে। সেটাই ছিল ওঁর ডায়েট। এখনকার দিনের নায়িকাদের মতো ডায়েট চার্ট অনুসরণ করতে ওঁকে দেখিনি।

এক দিকে বড় জাতের শিল্পী, অন্য দিকে নিপুণ ঘরণী। এই দুইয়ের এমন চমৎকার মিশেল ইন্ডাস্ট্রিতে সচরাচর চোখে পড়ে না। মনে হয় ঈশ্বরের অপার আশীর্বাদ ওঁর উপর ছিল। এক কথায় বলতে গেলে উনি তো 'সিঙ্গল মাদার'। সিনেমায় সময় দিয়ে, ঘর-সংসার করে মুনমুনকেও চমৎকার তৈরি করেছিলেন। এত আধুনিক মন কী ভাবে যে উনি পেয়েছিলেন, সেটাই হল সব চেয়ে বড় রহস্য। তবে হাসি-মস্করা খুব একটা করতেন না। সে সব যতটুকু, ওই উত্তমকুমারের সঙ্গেই। উত্তম-সুচিত্রার ছবিতে আমার মনে হয়, দর্শক বেশি করে উত্তমকেই দেখতে যেতেন। সুচিত্রা সেনের জনপ্রিয়তা ছিল উত্তমের পরে। এটা নিয়ে ওঁর মধ্যে কোনও হীনমন্যতা আমার চোখে পড়েনি। ওঁকে আমি কাছ থেকে দেখেছি ওঁর কেরিয়ারের শেষ পর্বে। 'প্রণয়পাশা'র পর আর ছবি করবেন না, সেটা আমায় বলেওছিলেন অনেক আগে। ঠিক

নয়টি দ্বীপের সমাহার-নবদ্বীপ

বিশেষ প্রতিবেদক

নদী দিয়ে ঘেরা নয়টি দ্বীপ থেকে নবদ্বীপ বা নওদিয়াহ; আর তার থেকে নদীয়া। প্রাচীন নদীয়ায় কতগুলি নদী থাকলে নয়টি দ্বীপ সৃষ্টি হতে পারে, কখনও ভেবে দেখেছেন? আসুন জেনে নিই নদীয়া জেলার সকল হারিয়ে যাওয়া নদীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

নদীর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে নদীয়া জেলার মানুষের জীবন। জেলার আয়তনের তুলনায় এখানে যত সংখ্যক নদী, খাল, বিল, জলাভূমি দেখা যায়, নিম্নবঙ্গের আর কোনও জেলায় তেমনটা দেখা যায় না। ভাগীরথী, জলঙ্গী এবং চূর্ণী এই তিনটি বড় নদী প্রধানতঃ নদীয়ার নদী নামে খ্যাত। জেলার একদিকে ভাগীরথী নদী, ঠিক মাঝামাঝি বয়ে গেছে জলঙ্গী নদী, আর জেলার প্রান্ত দিয়ে মাথাভাঙা, ইছামতী আর চূর্ণী। ব্রিটিশ আমলে সাহেবরা নদীগুলিকে একসাথে বলতেন 'নদীয়া রিভার্স'। তবে এগুলি ছাড়াও নদীয়া জেলায় ছিল আরও অসংখ্য ছোট ছোট নদী। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভৈরব, পাগলাচন্ডী, কুমার, ভৈরববাঁকী, ছোট গঙ্গা, হাউলিয়া, কলিঙ্গ, চকাই, ছোট চকাই, বুড়ি গঙ্গা, খড়ে, অলকানন্দা, অঞ্জনা, গড়াই, ইন্দুমতী, বাচকো, ছোট জলঙ্গী, গুড়গুড়ি, বেহুলা, সুরধনী, হরিনদী, যমুনা, মরালী, গোমতী, সুবর্ণমতী ইত্যাদি। উক্ত ছোট নদীগুলির অধিকাংশই ছিল প্রধান তিনটি বড় নদীর উপনদী অথবা শাখানদী। বর্তমান সময়ে এই সকল নদীগুলি স্রোতহীন বা মৃতপ্রায় হয়ে পড়েছে অথবা সম্পূর্ণ শুকিয়ে গিয়ে নদীখাতে পরিণত হয়েছে। এতদ্ব্যতীত নদীয়া জেলায় রয়েছে অসংখ্য খাল ও বিল, যেগুলি অতীতে ভাগীরথী, জলঙ্গী ও মাথাভাঙ্গা নদীর গতিপথ পরিবর্তনের ফলে সৃষ্টি হয়েছিল। নদীয়াবাসীর সঙ্গে নদীগুলির সম্পর্ক ছিল খুবই ঘনিষ্ঠ। রেলপথ প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে এই সকল নদীই ছিল দেশ-দেশান্তরে যাবার একমাত্র পথ এবং বাণিজ্য পরিচালনার একমাত্র উপায়। প্রশস্ত নদীপথে সুবিশাল নৌকা, জাহাজ ইত্যাদি জলযান অবাধে চলাচল করত। ইংরেজ আমলেও বড় বড় বাণিজ্যিক তরী মালদা, মুর্শিদাবাদ থেকে সূক্ষ্ম রেশমী বস্ত্র, চিনি, চাল এবং শান্তিপুর থেকে বস্ত্র, সুতো, আর সারা নদীয়া জুড়ে ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য নীলকুঠী থেকে নীল সংগ্রহ করে এই সমস্ত নদীগুলি দিয়ে চলাচল করত। সেই সময় নদীয়ার বহু স্থানে নৌকার আড্ডা বা গঞ্জ গড়ে উঠেছিল (নদীপথের গঞ্জগুলিকে আমরা আজকের দিনের রেলপথের জংশন স্টেশনের সঙ্গে তুলনা করতে পারি, দুটির কার্যকারিতা অনেকটা একইরকম)। এরমধ্যে কৃষ্ণগঞ্জ, কালীগঞ্জ, সুখসাগর, নবদ্বীপ, স্বরূপগঞ্জ, গোয়াড়ী, হাঁসখালী, রানাঘাট নোকারি বা নৌকাড়ি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। জীবনের সঙ্গে নদীর জুড়ে থাকার একটি উদাহরণ ছিল নদীয়া জেলা। যুগে যুগে নদীয়ার নদীগুলি নদীয়াকে নতুন করে গড়েছে আর ভেঙেছে। নদীতীরে গড়ে উঠেছে কত বর্ধিষ্ণু শহর, গ্রাম, বন্দর, জনপদ, মন্দির, সমাজ ও কৃষ্টি; আবার কালের আবর্তে এই সবই লুপ্ত হয়ে গিয়েছে নদীর জলে, নদীর চরে, জঙ্গলে আর মাটির তলায়। ব্রিটিশ আমলে সাহেবদের আঁকা বাংলাদেশের নদীর প্রবাহপথের অনেক পুরানো মানচিত্রের সঙ্গে এখনকার প্রবাহপথের তুলনা করলে স্পষ্টই বোঝা যায় কী নিদারুণ পরিবর্তন ঘটেছে এই অল্প সময়ে। বর্তমানে নদীগুলির অধিকাংশই বদ্ধসলিলা। বইছে আবার কোথাও বা সম্পূর্ণ শুষ্ক নদীখাতে পরিণত হয়েছে।

ট্রেনের ধাক্কায় মৃত ১ ব্যক্তি

দুরন্ত বার্তা, সুতি, ৯ অক্টোবরঃ মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জে বাসুদেবপুর রেলস্টেশন সংলগ্ন এলাকায় ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হলো এক ব্যক্তির। সূত্রের খবর বুধবার সন্ধ্যায় রেললাইন দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় জঙ্গিপুর থেকে ফারাক্কা গামী এক্সপ্রেস ট্রেনে ধাক্কা মারে ওই ব্যক্তিকে। তখনই কার্যত মৃত্যু হয় তার। ট্রেনের ধাক্কায় দেহ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ায়। মৃত ব্যক্তির নাম পরিচয় কিছুই জানা যায়নি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ এবং রেল পুলিশের কর্তারা। নাম পরিচয় জানার চেষ্টা করছে পুলিশ।

শিলিগুড়িতে পুজোর উদ্বোধনে মহিলা চিকিৎসকেরা

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৯ অক্টোবরঃ পুজোয় মেতেছে বাংলা। আরজি করের প্রতিবাদ বুকে নিয়েই মণ্ডপে মণ্ডপে দর্শনার্থীদের ঢল। দক্ষিণবঙ্গ থেকে উত্তরবঙ্গ, সর্বত্র তলথে প্যান্ডেল হপিং। শিলিগুড়ির ভারত নগর তরুণতীর্থ ক্লাবের পুজো এবার ৭৭তম বর্ষে পা দিল। এবার তাঁদের থিম কলসি ভরা সোনার ফসল। বিগ বাজেটের পুজোয় উপচে পড়ছে ভিড়। বাশ, বেঁত সহ নানা উপকরণ এবং ডোকরার কাজে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে মণ্ডপের অন্দরসজ্জা। অন্যদিকে সংঘশ্রী ক্লাবের পুজো এবার ৫৮ তম বর্ষে পা দিল। তিলোত্তমা কাণ্ডের আবহে মহিলা চিকিৎসকদের দিয়ে হয়েছে পুজোর উদ্বোধন। এবারের থিম ‘থাকবো নাকো বদ্ধ ঘরে দেখব এবার জগৎটাকে’। পরিবেশ বান্ধব পুজো মণ্ডপে নারীর স্বাধীনতার দাবিগুলিকে জোরালভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন উদ্যোক্তারা। কর্মক্ষেত্রে থেকে প্রতিটি ক্ষেত্রে এক মহিলাদের যেন নিরাপত্তার অভাববোধ গ্রাস না করে, তাঁদের নিরাপত্তাই যেন হয় শেষ কথা সেই বার্তাই তুলে ধরা হয়েছে এখানে। অন্যদিকে রবীন্দ্র সংঘের পুজো ৭২ তম বর্ষে পা দিল। এবার এদের নিবেদন প্যাধারো মেরে দেশ। এক টুকরো রাজস্থান ফুঁটে উঠেছে মণ্ডপে। মণ্ডপের বাইরেটা দেখলে মনে হতে পারে রাজস্থানের কোনও প্যালেসে এসে পড়েছেন আপনি। রাজস্থানী ঘরানার কাঠপুতুল দিয়ে সাজানো গোটা মন্ডপসজ্জা। বিগত কয়েকদিন ধরেই এখানেও উপচে পড়ছে দর্শনার্থীদের ভিড়।

‘পুজোতেও আছি, প্রতিবাদেও আছি’

ষষ্ঠীর সকালে প্রতিবাদী পুজো পরিক্রমা সুভাষের

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ৯ অক্টোবরঃ ‘আচারেও আছি, প্রতিবাদেও আছি’, এই মর্মে স্লোগান লেখা ফ্লেক্স বুকে সাঁটিয়ে অনুগামীদের সঙ্গে নিয়ে মণ্ডপে মণ্ডপে ঘুরলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুভাষ সরকার। এদিন সকাল থেকে অনুগামীদের সঙ্গে নিয়ে টোটোয় চড়ে একের পর এক মণ্ডপে ঘুরে উৎসবের মাঝেই প্রতিবাদের বার্তা দেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। আরজি কর থেকে শুরু করে জয়নগর রাজ্যের একের পর এক নারী নির্যাতনের ঘটনায় প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে রাজ্য দেশ এমনকি বিদেশেও। প্রতিটি ঘটনার বিচারের দাবিতে রাস্তায় নেমেছেন কাতারে কাতারে মানুষ। তারই মাঝে প্রকৃতির নিয়ম মেনে পুজো এসেছে। উৎসবের মাঝেও চলছে প্রতিবাদ। সামিল বিজেপিও। সামিল প্রাক্তন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুভাষ সরকার। শুধু মণ্ডপে মণ্ডপে ঘুরলেনই না, দর্শনার্থীদের সঙ্গে কথা বললেন। পুজোর মাঝেও বিচারের দাবি যে চাপা না হয়, সে কথাও বারবার মনে করিয়ে দিলেন। কলকাতা তো বটেই রাজ্যের নানা প্রান্তের পুজোর থিমে উঠে এসেছে নারী নির্যাতনের কথা। পুজোর থিমে জোরালো হয়েছে প্রতিবাদ। অন্যদিকে পুজোর মধ্যেই সুবিচারের দাবি, স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে একগুচ্ছ সংস্কারের দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন জুনিয়র চিকিৎসকেরা। দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি আন্দোলনের আঁচ উত্তরবঙ্গেও। এরইমধ্যে সুভাষ সরকারের এই অভিনব কর্মসূচি নিয়েও চলছে জোর চর্চা।

ডাক্তারদের গণ-ইস্তফা জলপাইগুড়ি মেডিক্যালে

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৯ অক্টোবরঃ চিকিৎসকদের গণ ইস্তফা শুরু হল জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজে। এ পর্যন্ত মোট ২০ জন চিকিৎসক ইস্তফা দিয়েছেন। এই সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

পূর্ব রেলওয়ে

নং. ওএএইচ/২/১/জিইএনএল, তারিখঃ ০৮.১০.২০২৪। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক **[সিনি. ডিইএন/২/এইচডব্লুএইচ**-এর আওতাধীনে] সমতুল কাজে অভিজ্ঞ এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিপন্ন টেন্ডারদাতাগণ যাঁরা সেচ/সিপিডব্রডি/এসইবি/এমইএস অথবা কোনো রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে নথিভুক্ত রয়েছেন, তাঁদের নিকট থেকে অনলাইনে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহবান করা হচ্ছে ঃ **ই-টেন্ডার নং. ২০৪-২০২৪-২৫; কাজের বিবরণ ঃ** খানার গতিশক্তি ইউনিট/হাওড়ার অধীনে সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্যের গুডস ট্রেন ধারণের জন্য আপ লাইন নং ২-এর সিএসআর বৃদ্ধির জন্য হাওড়া প্রান্তে ল্যাডার শিফ্টিং-এর কাজ; **আনুমানিক মূল্যঃ** ৩,৬৮,৯৮,৬৬৭.৪৮ টাকা; **বায়না অর্থ (টাকায়)** ঃ ৩,৩৪,৫০০.০০ টাকা; **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ শূন্য; সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ০৪ (চার) মাস; **বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ৩০.১০.২০২৪ তারিখ দুপুর ২ টো। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখটিতে যদি কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষিত হয়, তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখটির কোনো পরিবর্তন হবে না, কারণ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের প্রায়োগিক পদ্ধতি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমোদন দেবে না। যদিও, অনলাইনে টেন্ডার খোলার কাজটি পরবর্তী কাজের দিনে করা হবে। **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাগণকে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। **ইএমডি এবং টিডিসি অর্থ প্রদান** ই-টেন্ডারিং-এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রদেয় বায়না অর্থ (ইএমডি) এবং টেন্ডার নথির মূল্য কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং অথবা পেমেন্ট গেটওয়ে পদ্ধতিতে গ্রহণ করা হবে। হাতে হাতে দাখিল করা প্রস্তাব গৃহীত হবে না।

HWH-339/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

নং. ওএএইচ/২/১/জিইএনএল, তারিখঃ ০৯.১০.২০২৪। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া- ৭১১১০১ কর্তৃক **[সিনি. ডিইএন/সি/এইচডব্লুএইচ**-এর আওতাধীনে] সমতুল কাজে অভিজ্ঞ এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিপন্ন টেন্ডারদাতাগণ যাঁরা সেচ/সিপিডব্রডি/এসইবি/এমইএস অথবা কোনো রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে নথিভুক্ত রয়েছেন, তাঁদের নিকট থেকে অনলাইনে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **ই-টেন্ডার নং. ১৯০-২০২৪-২৫; কাজের নাম ঃ** ‘‘হাওড়া ডিভিসনে ঠিকাদারদের এবং গ্যানট্রির মাধ্যমে সিটিআর(পি)-১৫.২৯২ টিকেএম-স্থানসমূহ-বিএলওয়াই-বিডিসি আপ-২-এ ১৯.৪১৮-২১-১.৫৮২ কিমি, কেডব্লুএই-এজেড আপ ১০৮.৬০০-১২২.৩১০ = ১৩.৭১০ কিমি, মোট সিটিআর(পি) - ১৫.২৯২ টিকেএম এবং টিএসআর(পি) - ৩৫.১২২ টিকেএম-স্থানসমূহ-বিডিসি-এসকেজি-আরভিএনএল ৪৭.৩২৭-৫৫= ৭.৬৭৩ কেএম, বিএলওয়াই-এসকেজি ডাউন-১ ১৮.৯৮৪-২১ - ২.০১৬ কিমি, ডাউন - ১২২-২৩ = ১ কিমি, ডাউন -১ ২৪.২৫০-২৭= ২.৭৫০ কিমি, ডাউন - ১ ২৯-৩৩ = ৪ কেএম, ডাউন -১৩৪.৫০০-৩৭= ২.৫০০ কিমি, আপ-১ ২২-২৭ = ৫ কিমি, আপ-১ ৩১.১৪৫-৩২ = ০.৮৫৫ কিমি, আপ-১ ৩২.৫৮২ - ৩৩ .১৬৫ = ০.৫৮৩ কিমি, আপ-১ ৩৩.৩০৫ - ৩৭ = ৩.৬৯৫ কিমি, কেএএন-এসএনটি-ডাউন ৫৮-৬২.০৫০=৪.০৫০ কিমি, আপ ৫২-৫৩ = ১ কিমি’’। **আনুমানিক মূল্য (টাকায়)ঃ** ১৪,২১,৫৫,৭১৪.৫৪ টাকা; **বায়না অর্থ ঃ** ৮,৬০,৮০০.০০ টাকা; **টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ শূন্য; সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১২ মাস; **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ৩০.১০.২০২৪ তারিখ দুপুর ২ টো। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখটিতে যদি কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষিত হয়, তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখটির কোনো পরিবর্তন হবে না, কারণ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের প্রায়োগিক পদ্ধতি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমোদন দেবে না। যদিও, অনলাইনে টেন্ডার খোলার কাজটি পরবর্তী কাজের দিনে করা হবে। **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাগণকে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। **ইএমডি এবং টিডিসি অর্থ প্রদান** ই-টেন্ডারিং-এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রদেয় বায়না অর্থ (ইএমডি) এবং টেন্ডার নথির মূল্য কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং অথবা পেমেন্ট গেটওয়ে পদ্ধতিতে গ্রহণ করা হবে। হাতে হাতে দাখিল করা প্রস্তাব গৃহীত হবে না।

HWH-342/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - টেন্ডার

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: আরএসও-স্যান্ডার-২-এনএমপি-২৪ তারিখ: ০৮.১০.২০২৪। ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্যে ও তরফে, সিনিয়র ডিইই/ওপি/কেজিপি, ডিআরএম বিল্ডিং, ১ম তলা, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়গপুর-৭২১৩০১ আইটেমগুলির জন্য উল্লিখিত তারিখে ১৫.০০ ঘন্টার আগে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডারের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন এবং খোলা হবে ১৫.৩০ ঘন্টায়। **কাজের বিবরণ:** ০২ বছর (৭৩০ দিন) চব্বিশ ঘন্টার জন্য এনএমপি কমপ্লেক্স এনটিওয়াই এবং এনআরওয়াই-তে বৈদ্যুতিক লোকোমোটিভ-এর স্যান্ডার সরঞ্জামের রক্ষণাবেক্ষণ; **টেন্ডার মূল্য:** ₹৩৫,০১,০৭৭.৭৫; **ইএমডি:** ₹৭০,০০০.০০; **টেন্ডার নথির খরচ:** ₹ ৩,০০০.০০; **সমাপ্তির সময়কাল:** ০২ বছর (৭৩০ দিন); **জমা দেওয়ার তারিখ:** ০৪.১১.২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত; **খোলার তারিখ:** ০৪.১১.২০২৪। আগ্রহী দরপত্রদাতা টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ, বর্ণনা, নির্দিষ্টকরণের জন্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখতে পারেন এবং অনলাইনে তাদের বিড জমা দিতে হবে। কোন অবস্থাতেই এই কাজের জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রহণ করা হবে না। **দ্রষ্টব্য:** সম্ভাব্য দরদাতারা সকল টেন্ডারে অংশগ্রহণের জন্য নিয়মিত **www.ireps.gov.in**-এ দেখতে পারেন। **(PR-689)**

কাটিহার ডিভিশনে বিদ্যুতের কাজ

নিম্নোক্ত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ঃ ইএল/২৯/১৩_২০২৪/কে/৮১০; তারিখ ঃ ০৭-১০-২০২৪। টেন্ডার নং ঃ ১৩_২০২৪; কাজের নাম ঃ** ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের সাথে যুক্ত বৈদ্যুতিক কাজ ‘‘নিউ জলপাইগুড়ি এবং শিলিগুড়ি টাউন ঃ- এসএসই/ডব্লিউ/শিলিগুড়ি টাউন -এর অধীনে পুরাতন কোয়ার্টারের প্রতিস্থাপন (একরা এবং ফাঁপা ব্লক টাইপ) মোট = ১২ ইউনিট’’ (টাইপ-II ০৬ ইউনিট কোয়ার্টারের জন্য বিদ্যুতের অনুমান)। **টেন্ডার মূল্য:** ৪,৪৮,৩০৪/- টাকা; **বায়না মূল্য:** ৯,০০০/- টাকা; **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৫:০০** ঘণ্টায় এবং **খোলা ৩০-১০-২০২৪** তারিখে **১৫:৩০** ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ তথ্য **৩০-১০-২০২৪** তারিখে **১৫:০০** ঘণ্টা পর্যন্ত **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিইই/জিইএন এবং সিএইচজি./কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

সংশোধনী নং. ৬

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ৭২/ডব্লিউ-২/এপিডিজে, তারিখঃ ১০-০৭-২০২৪-এর অধীনে প্রকাশিত ই-টেন্ডার নং. ২৩-এপি-II-২০২৪-এর মধ্যে নিম্নলিখিত পরিবর্তনগুলি করা হয়েছে। অনুগ্রহ করে পড়ুনঃ **টেন্ডার বন্ধ হবেঃ-** ০৮-১০-২০২৪-এর ১৩.০০ ঘণ্টার পরিবর্তে **২৫-১০-২০২৪-এর ১৩.০০ ঘণ্টা, টেন্ডার খুলবেঃ-** ০৮-১০-২০২৪-এর পরিবর্তে **২৫-১০-২০২৪।** টেন্ডারের অন্যান্য নিয়ম ও শর্তাবলি একই থাকবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), আলিপুরদুয়ার জং.

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

পাওয়ারগ্রিড POWERGRID

বিজ্ঞপ্তি

১. সিইআরসি (ব্যবসা পরিচালনা) প্রবিধান ১৯৯৯ এবং সিইআরসি (ট্যারিফের শর্তাবলী) রেগুলেশনস’২০১৯-এর রেগুলেশন-৮৬-এর অধীনে অনুমোদন ২০২৪-২৯ পূর্বাঞ্চলে ‘‘বহরামপুর (পাওয়ারগ্রিড) - ভেড়ামারা (বাংলাদেশ) ০২য় ৪০০ কেভি ডি/সি ট্রান্সমিশন লাইন (ভারতীয় অংশ) এর অধীনে সম্পদের জন্য ট্যারিফ ব্লক।

২. উল্লিখিত ট্রান্সমিশন সিস্টেমের সুবিধাভোগীরা হলেনঃ (I) বাংলাদেশ পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড (বিপিডিবি) বাংলাদেশ

৩. ট্যারিফ বিবরণঃ

২০১৯-২৪ ব্লক

সম্পত্তির বিস্তারিত	সিওডি ২৭.০৭.২০২০	সমাপ্তির খরচ ৩১.০৩.২০২৪ পর্যন্ত	ট্যারিফ	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪
সম্পত্তি-I	২৭.০৭.২০২০	১৬৮৩৭.৬৫	সংশোধিত এএফসি উপর ভিত্তি করে সত্য	০.০০	১৪০৮.৯৫	২১৪৫.৭৫	২২৪৯.০৪	২৩৬৮.৩৯

২০১৯-২৪ ব্লক

সম্পত্তির বিস্তারিত	৩১.০৩.২০২৯ তারিখ পর্যন্ত সমাপ্তির খরচ	ট্যারিফ	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪
সম্পত্তি-I	১৬৮৬১.৮১	এএফসি	২৩৩৭.১৬	২২৯৯.০৫	২২৬৬.৪১	২২৩০.৮৮	২২০১.০৮

৪. ট্যারিফ নির্ধারণের জন্য করা আবেদনের একটি অনুলিপি **www.powergrid.in**-এ আবেদনকারীর ওয়েবসাইটে পোস্ট করা হয়েছে।

৫. সুবিধাভোগী সহ যে কোনও ব্যক্তি আবেদনে থাকা শুল্ক নির্ধারণের প্রস্তাবের বিষয়ে পরামর্শ এবং আপত্তি, যদি থাকে, তাহলে সেক্রেটারি, সেন্ট্রাল ইলেক্ট্রিসিটি রেগুলেটরি কমিশন, ৩ ও ৪র্থ তলা, চন্দ্রলোক বিল্ডিং, জনপথ, নয়াদিল্লি-১১০০০১ (বা অন্য ঠিকানা যেখানে কমিশনের অফিস অবস্থিত), এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে তার কর্পোরেট অফিসের ঠিকানায় আবেদনকারীকে একটি অনুলিপি সহ দাখিল করবেন।

স্থানঃ গুরগাঁও — **স্বা/-**

তারিখঃ ০৯.১০.২০২৪ — **জেনারেল ম্যানেজার (কমার্শিয়াল)**

পাওয়ার গ্রিড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড
(ভারত সরকারের একটি সংস্থা)
রেজিস্টার্ড অফিসঃ বি-৯, কুতুব ইনস্টিটিউশনাল এরিয়া, কাটওয়ারিয়া সরাই, নয়া দিল্লি ১১০০১৬
কর্পোরেট অফিসঃ ‘সওদামিনি’, প্লট নং. ২, সেক্টর-২৯, গুরুগ্রাম, হরিয়ানা-১২২০০১
একটি মহারত্ন পিএসইউ

PG/CC/Notice-92/Advt-122/2024-25/OTS

স্টোর্স ই-প্রকিওরমেন্ট

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ এস/২২/২০২৪-২৫, তারিখঃ ০৮-১০-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ-

ক্র.নং. ১। টেন্ডার নং. ৬০/২৩/৫০৪৯এ/ওটি/১৭৮/২০২৪-২৫,
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ১৪-১০-২০২৪

সংক্ষিপ্ত বিবরণ, পি.এল. নং. ও পরিমাণ ঃ (১) কয়েল স্প্রিং এবং ল্যামিনেটেড স্প্রিং কয়েলের জন্য কম্বাইন্ড এয়ারলেস সেন্ট্রিফিউগ্যাল শট ব্লাস্টিং এবং শট পিং প্ল্যান্ট। [ওয়্যারেন্টি সময়ঃ ডেলিভারির তারিখের পর ২৪ মাস]। [পরিদর্শন এজেন্সি ঃ টিপিআই, স্টেজ আইএনএসপি ঃ না, স্টেজ ঃ ০]। [আইটেম টাইপ ঃ গুডস]। পরিমাণ-এসএসই/এমডব্লিউএস/ডিবিডব্লিউএস, এনএফআর (অসম)-এর জন্য ১ সেট। পি. এল. নং.-৬৫৪৪০১৩৯০০১০। (২) টেন্ডার স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সমান্তরাল আনুষঙ্গিক সামগ্রীর মূল্য। [পরিদর্শন এজেন্সি ঃ টিপিআই, স্টেজ আইএনএসপি ঃ না, স্টেজ ঃ ০]। [আইটেম টাইপ ঃ গুডস]। পরিমাণ-এসএসই/এমডব্লিউএস/ডিবিডব্লিউএস, এনএফআর (অসম)-এর জন্য ১ সেট। পি. এল. নং.-৬৫৪৪০১৪০। (৩) সরবরাহকারীর মতে মেশিন সম্পূর্ণরূপে কর্মক্ষম করে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য যে কোনও আনুষঙ্গিক সামগ্রীর মূল্য। [পরিদর্শন এজেন্সি ঃ টিপিআই, স্টেজ আইএনএসপি ঃ না, স্টেজ ঃ ০]। [আইটেম টাইপ ঃ গুডস]। পরিমাণ-এসএসই/এমডব্লিউএস/ডিবিডব্লিউএস, এনএফআর (অসম)-এর জন্য ১ সেট। পি. এল. নং.-৬৫৪৪০১৪১। (৪) ধারা-IV-এর দফা ৪.৪-এ উল্লেখ করা অনুযায়ী পৃথক পৃথক সামগ্রীগুলির বিভাজন সহ বিকল্পমূলক আনুষঙ্গিক সামগ্রী। [পরিদর্শন এজেন্সি ঃ টিপিআই, স্টেজ আইএনএসপি ঃ না, স্টেজ ঃ ০]। [আইটেম টাইপ ঃ গুডস]। পরিমাণ-এসএসই/এমডব্লিউএস/ডিবিডব্লুএস, এনএফআর (অসম)-এর জন্য ১ সেট। পি. এল. নং.-৬৫৪৪০১৪৪। (৫) ধারা-V-এর দফা ৫ অনুযায়ী ২ বছর সাধারণ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য স্পেয়ার। [পরিদর্শন এজেন্সি ঃ টিপিআই, স্টেজ আইএনএসপি ঃ না, স্টেজ ঃ ০]। [আইটেম টাইপ ঃ গুডস]। পরিমাণ-এসএসই/এমডব্লিউএস/ডিবিডব্লিউএস, এনএফআর (অসম)-এর জন্য ১ সেট। পি. এল. নং.-৬৫৪৪০১৪৫। (৬) প্রযোজ্য হিসেবে পৃথক পৃথক সামগ্রীর বিভাজন সহ ধারা-V-এর দফা ৬ অনুযায়ী ভোগ্য সামগ্রী। [পরিদর্শন এজেন্সি ঃ টিপিআই, স্টেজ আইএনএসপি ঃ না, স্টেজ ঃ ০]। [আইটেম টাইপ ঃ গুডস]। পরিমাণ-এসএসই/এমডব্লিউএস/ডিবিডব্লিউএস, এনএফআর (অসম)-এর জন্য ১ সেট। পি. এল. নং.-৬৫৪৪০১৪৬। (৭) দফা ১৭ অনুযায়ী ওয়্যারেন্টির পর পাঁচ বছরের জন্য ব্যাপক এএমসি-র মূল্য। প্রেরকের প্রয়োজন অনুযায়ী এএমসি শুরু হবে। [ওয়্যারেন্টি সময়ঃ বছর, এএমসি সময় ঃ ৫ বছর, রেহাইয়ের হার ঃ ১০% ২ বছর পর শুরু]। [পরিদর্শন এজেন্সি ঃ সিওএনএসজি, স্টেজ আইএনএসপি ঃ না, স্টেজ ঃ ০]। [আইটেম টাইপ ঃ এএমসি]। পরিমাণ-এসএসই/এমডব্লিউএস/ডিবিডব্লিউএস, এনএফআর (অসম)-এর জন্য ১ সেট। পি. এল. নং.-৬৫৪৪০১৩৯।

ক্র.নং. ২। টেন্ডার নং. ৩০/২৪/১৩২৯/ওটি/১৭৯/২০২৪-২৫,
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ১৫-১০-২০২৪

সংক্ষিপ্ত বিবরণ, পি.এল. নং. ও পরিমাণ ঃ (১) কন্ট্রোল এআরএম লোয়ার লেফ্‌ট, ডিআরজি. নং. এফআইএটি ১২৬৭৭১৬ ভার০০আর২ অথবা সর্বশেষ। (২) কন্ট্রোল এআরএম আপার টু এফআইএটি ডিআরজি. নং. ১২৭৭১২২ ভার-০১আর৩ অথবা সর্বশেষ ম্যাট স্পেস ঃ ১৭.৩৩৪ ১০০ ০৬/১০৭/০১, সংশোধনী ০১, এমডিটিএস-১৬৬ রেভ-০২, আইএস ঃ ১৮৬৫-৯১ এসজি৪০০/১৮এল-এর দ্বারা গঠিত এলএইচবি বগির কন্ট্রোল এআরএম-এর জন্য সেট। [ওয়্যারেন্টি সময়ঃ ডেলিভারির তারিখের পর ৩০ মাস]। [পরিদর্শন এজেন্সি ঃ টিপিআই, স্টেজ আইএনএসপি ঃ না, স্টেজ ঃ ০]। [আইটেম টাইপ ঃ গুডস]। (i) পরিমাণ-ডিব্রুগড় টাউন ওয়ার্কশপ ডিপো, এনএফআর (অসম)-এর জন্য ১৪০ টি। (ii) পরিমাণ-পাণ্ডু, জিএসডি, এনএফআর (অসম)-এর জন্য ৬০ টি। (iii) পরিমাণ-নিউ বঙাইগাঁও ওয়ার্কশপ ডিপো, এনএফআর (অসম)-এর জন্য ১৬৩২ টি। (iv) পরিমাণ-নিউ জলপাইগুড়ি জিএসডি, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ)-এর জন্য ২০ টি। (v) পরিমাণ-কাটিহার জিএসডি, এনএফআর (বিহার)-এর জন্য ১৩ টি। পি. এল. নং.-৩৩৫০০১৩৭।

ক্র.নং. ৩। টেন্ডার নং. ৬০/২৪/৫০৫৯/ওটি/১৮০/২০২৪-২৫,
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ১৬-১০-২০২৪

সংক্ষিপ্ত বিবরণ, পি.এল. নং. ও পরিমাণ ঃ ইলেকট্রিক ড্রাইভেন স্ক্রু এয়ার কম্প্রেসর (৫০০ সিএফএম) ১০ কেজি/সিএম২। [ওয়্যারেন্টি সময়ঃ ডেলিভারির তারিখের পর ২৪ মাস]। [পরিদর্শন এজেন্সি ঃ টিপিআই, স্টেজ আইএনএসপি ঃ না, স্টেজ ঃ ০]। [আইটেম টাইপ ঃ গুডস]। পরিমাণ-এসএসই/ডি/নিউ গুয়াহাটি, এনএফআর (অসম)-এর জন্য ১ সেট। পি. এল. নং.-৬৫০৫০০০৭২৩৭৭। (২) দফা ১৭ অনুযায়ী ওয়্যারেন্টির পর পাঁচ বছরের জন্য ব্যাপক এএমসি-র মূল্য। [ওয়্যারেন্টি সময়ঃ ২ বছর, এএমসি সময় ঃ ৫ বছর, রেহাইয়ের হার ঃ ১০%, ২ বছর পর শুরু]। [পরিদর্শন এজেন্সি ঃ সিওএনএসজি, স্টেজ আইএনএসপি ঃ না, স্টেজ ঃ ০]। [আইটেম টাইপ ঃ এএমসি]। পরিমাণ-এসএসই/ডি/নিউ গুয়াহাটি, এনএফআর (অসম)-এর জন্য ১ সেট। পি. এল. নং.-৬৫০৫০০১৪। (৩) টেন্ডার স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সমান্তরাল আনুষঙ্গিক সামগ্রীর মূল্য। [পরিদর্শন এজেন্সি ঃ সিওএনএসজি, স্টেজ আইএনএসপি ঃ না, স্টেজ ঃ ০]। পরিমাণ-এসএসই/ডি/নিউ গুয়াহাটি, এনএফআর (অসম)-এর জন্য ১ সেট। পি. এল. নং.-৬৫০৫০০০৭। (৪) সরবরাহকারীর মতে মেশিন সম্পূর্ণরূপে কর্মক্ষম করে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য যে কোনও আনুষঙ্গিক সামগ্রীর মূল্য। [পরিদর্শন এজেন্সি ঃ সিওএনএসজি, স্টেজ আইএনএসপি ঃ না, স্টেজ ঃ ০]। [আইটেম টাইপ ঃ গুডস]। পরিমাণ-এসএসই/ডি/নিউ গুয়াহাটি, এনএফআর (অসম)-এর জন্য ১ সেট। পি. এল. নং.-৬৫০৫০০০৮। (৫) টার্নকি চার্জের ব্যয় যেমন ফাউন্ডেশন, ইনস্টলেশন ও কমিশনিং ইত্যাদি। [পরিদর্শন এজেন্সি ঃ সিওএনএসজি, স্টেজ আইএনএসপি ঃ না, স্টেজ ঃ ০]। [আইটেম টাইপ ঃ সার্ভিস]। পরিমাণ-এসএসই/ডি/নিউ গুয়াহাটি, এনএফআর (অসম)-এর জন্য ১ সেট। পি. এল. নং.-৬৫০৫০০০৯। (৬) ওয়্যারেন্টি সময়ের ১ম এবং ২য় বছরে প্রতিরোধী রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয়। [পরিদর্শন এজেন্সি ঃ সিওএনএসজি, স্টেজ আইএনএসপি ঃ না, স্টেজ ঃ ০]। [আইটেম টাইপ ঃ সার্ভিস]। পরিমাণ-এসএসই/ডি/নিউ গুয়াহাটি, এনএফআর (অসম)-এর জন্য ১ সেট। পি. এল. নং.-৬৫০৫০০১০। (৭) ৪৪০০ ঘণ্টা পরিচালনার (দফা ২.২ অনুযায়ী ২২০০ঘণ্টা/বছর অর্থাৎ ২ বছরের জন্য সম্পূর্ণ রেটেড ক্যাপাসিটি বিবেচনা করে) জন্য বিদ্যুৎ খরচের ব্যয়। [পরিদর্শন এজেন্সি ঃ সিওএনএসজি, স্টেজ আইএনএসপি ঃ না, স্টেজ ঃ ০]। [আইটেম টাইপ ঃ সার্ভিস]। পরিমাণ-এসএসই/ডি/নিউ গুয়াহাটি, এনএফআর (অসম)-এর জন্য ১ সেট। (৮) (৪) ধারা-IV-এর দফা ৪.৩-তে উল্লেখ করা অনুযায়ী পৃথক পৃথক সামগ্রীগুলির বিভাজন সহ বিকল্পমূলক আনুষঙ্গিক সামগ্রী। [পরিদর্শন এজেন্সি ঃ সিওএনএসজি, স্টেজ আইএনএসপি ঃ না, স্টেজ ঃ ০]। [আইটেম টাইপ ঃ গুডস]। পরিমাণ-এসএসই/ডি/নিউ গুয়াহাটি, এনএফআর (অসম)-এর জন্য ১ সেট। পি. এল. নং.-৬৫০৫০১২।

ক্র.নং. ৪। টেন্ডার নং. ৬১/২৪/৫৩২৬/ওটি/১৮১/২০২৪-২৫,
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ১৭-১০-২০২৪

সংক্ষিপ্ত বিবরণ, পি.এল. নং. ও পরিমাণ ঃ আরডিএসও-এর স্ট্যান্ডার্ড ড্রয়িং নং. টি-৬৪১৩২ অনুযায়ী পিএসসি স্লিপারে ১-ইন-১২ বিজি ৬০ কেজি ওয়েল্ডেবল সিএমএস ক্রসিং (ডব্লিউসিএমএসসি) সহ ৬এমএম থিক গ্রুভড রাবার সোল প্লেট (ড্রয়িং নং. আরডিএসও/টি-৬২০৪ থেকে আরডিএসও/টি-৬২১১, আরডিএসও/টি-৬৮৪৩ থেকে আরডিএসও/টি-৬৮৪৬), স্ট্যান্ডার্ড ফিশ প্লেট, ফিশ বোল্ট ও নাট, ই.আর ক্লিপ, ইনসুলেটিং লাইনার ইত্যাদি ব্যতীত। [ওয়্যারেন্টি সময়ঃ ডেলিভারির তারিখের পর ৩০ মাস]। [পরিদর্শন সময় ঃ ডেলিভারির তারিখের পর ৩০ মাস] [পরিদর্শন এজেন্সি ঃ টিপিআই, স্টেজ আইএনএসপি ঃ হ্যাঁ, স্টেজ ঃ ০]। [আইটেম টাইপ ঃ গুডস]। পরিমাণ-এসএসই/পি.ওয়ে/টিডি/বঙাইগাঁও, এনএফআর (অসম)-এর জন্য ১৯০ সেট। পি. এল. নং.-৬০০৬০২৭০।

ক্র.নং. ৫। টেন্ডার নং. ৬১/২৩/৫২৮৫এ/ওটি/১৮২/২০২৪-২৫,
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ১৭-১০-২০২৪

সংক্ষিপ্ত বিবরণ, পি.এল. নং. ও পরিমাণ ঃ ওয়াইড বেস কার্ভ স্লিপার আরটি-৮৯৭৯ থেকে আরটি-৮৯৮২ (টি-৮৬২১ থেকে টি-৮৬২৪)। [ওয়্যারেন্টি সময়ঃ ডেলিভারির তারিখের পর ৩০ মাস]। [পরিদর্শন এজেন্সি ঃ সিওএনএসজি, । স্টেজ আইএনএসপি ঃ না, স্টেজ ঃ ০]। [আইটেম টাইপ ঃ গুডস]। পরিমাণ-এসএসই/পি.ওয়ে/সাউথ/কাটিহার, এনএফআর (বিহার)-এর জন্য ১৩২৮। পি. এল. নং.-৬০০৬০৫১৭।

ক্র.নং. ৬। টেন্ডার নং. ৬১/২৪/৫৩১০/ওটি/১৮৩/২০২৪-২৫,
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ১৭-১০-২০২৪

সংক্ষিপ্ত বিবরণ, পি.এল. নং. ও পরিমাণ ঃ ‘‘সময়ে সময়ে সংশোধিত ট্র্যাক স্ট্যান্ডার্ড কমিটির সুপারিশ অনুসারে যথাযথভাবে সংশোধন করা আরডিএসও ড্রয়িং নং. টি/৪২১৮ অল্ট.৮ (জেনারেল লেআউটের জন্য) ও ৬০ কেজি ইউআইসি রেলের (ফ্যান আকৃতির) উপযোগী আংশিক ড্রয়িং এবং আইআরএস স্পেসিফিকেশন নং. টি-৪৫.৯৬ (৪র্থ সংস্করণ মার্চ’ ২১) অনুযায়ী ওয়ার্ক স্টেশন ওয়ার্ক সাইডিঙের বিজি (১৬৭৩ এমএম)-র জন্য ১ ইন ১২ টার্ন আউট (প্রি-টেনশন টাইপ)-এর জন্য পিএসসি মনো-ব্লক কংক্রিট স্লিপারের উৎপাদন ও সরবরাহ।’’ [ওয়্যারেন্টি সময়ঃ ডেলিভারির তারিখের পর ৩০ মাস]। [পরিদর্শন এজেন্সি ঃ সিওএনএসজি, । স্টেজ আইএনএসপি ঃ না, স্টেজ ঃ ০]। [আইটেম টাইপ ঃ গুডস]। পরিমাণ-এসএসই/পি.ওয়ে/বুনিয়াদপুর, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ)-এর জন্য ৪ সেট। পি. এল. নং.-৬০০৫০১১০০১০১।

ক্র.নং. ৭। টেন্ডার নং. ৬১/২৪/৫২৮৭এ/ওটি/১৮৪/২০২৪-২৫,
বন্ধ/খোলার তারিখ ঃ ১৮-১০-২০২৪

সংক্ষিপ্ত বিবরণ, পি.এল. নং. ও পরিমাণ ঃ আরডিএসও-এর স্ট্যান্ডার্ড ড্রয়িং নং. টি-৬৪৪১ অনুযায়ী পিএসসি স্লিপারে (১ ইন ৮.৫ ডব্লিউসিএমএসসি) ১-ইন-৮ ১/২ বিজি ৬০ কেজি ওয়েল্ডেবল সিএমএস ক্রসিং সহ ৬এমএম থিক গ্রুভড রাবার সোল প্লেট (ড্রয়িং নং. আরডিএসও/টি-৬২০৩, আরডিএসও/টি-৬৮০০, ৬৮০০/১, ৬৮০১, ৬৮০১/১), স্ট্যান্ডার্ড ফিশ প্লেট, ফিশ বোল্ট ও নাট, ই.আর ক্লিপ, ইনসুলেটিং লাইনার ইত্যাদি ব্যতীত। [ওয়্যারেন্টি সময়ঃ ডেলিভারির তারিখের পর ৩০ মাস]। [পরিদর্শন এজেন্সি ঃ টিপিআই, স্টেজ আইএনএসপি ঃ হ্যাঁ, স্টেজ ঃ ১]। [আইটেম টাইপ ঃ গুডস]। পরিমাণ-এসএসই/পি.ওয়ে/টিডি/বঙাইগাঁও, এনএফআর (অসম)-এর জন্য ১৪৫ সেট। পি. এল. নং.-৬০০৬০২৮১।

ক্র.নং. ৮। টেন্ডার নং. ৬১/২৪/৫২২৫/ওটি/১৮৫/২০২৪-২৫,
বন্ধ/খোলার তারিখ ঃ ১৮-১০-২০২৪

সংক্ষিপ্ত বিবরণ, পি.এল. নং. ও পরিমাণ ঃ টি/ও ১ ইন ১৬৬০ কেজি, আরডিএসও ডিআরজি. নং. টি-৫৬৯১। (ফেব্রিকেটেড সুইচ [বিবরণ - আইআরএস স্পেসিফিকেশন আইআরএস ঃ টি-১০-২০২৩ সম্পূর্ণ অনুযায়ী আরডিএসও ডিআরজি. নং. টি-/৫৬৯২ অল্ট.৩-এর সামঞ্জস্যপূর্ণ পিএসসি স্লিপারে বিজি ৬০ কেজি (ইউআইসি)-র জন্য ১ ইন ১৬ টি/ও-এর জন্য ১১২০০ এমএম ও/আর (কার্ভড) ফ্যান শেপড সুইচ, আরডিএসও ড্রয়িঙের তালিকাভুক্ত চেক রেল সহ স্টক রেল, টাং রেল এবং ফিটিংসের সাথে সমস্ত পার্টস কিন্তু লাইনার, ইলাস্টিক রেল ক্লিপ, ফিশ প্লেট ও ফিশ বোল্ট, এবং পিএসসি স্লিপার ব্যতীত।] এবং সিএমএস ক্রসিং বডি [বিবরণ -স্পেসিফিকেশন নং. আইআরএস টি-২৯ (সংশোধিত ২০২২) অনুযায়ী ফিটিঙের সাথে আরডিএসও ডিআরজি. নং. টি-/৫৬৯৩ (অল্ট.০২) সম্পূর্ণ অনুযায়ী পিএসসি স্লিপারে ৬০ কেজি রেলের জন্য সিএমএস ক্রসিং ১ ইন ১৬ বিজি। সরবরাহ করা ফিটিংসের তালিকা অ্যানেক্সার-এ অনুযায়ী সংযুক্ত করা হয়েছে।] [ওয়্যারেন্টি সময়ঃ ডেলিভারির তারিখের পর ৩০ মাস]। [পরিদর্শন এজেন্সি ঃ টিপিআই, স্টেজ আইএনএসপি ঃ না, স্টেজ ঃ ১]। [আইটেম টাইপ ঃ গুডস]। (১) পরিমাণ-সিনি. সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/পি.ওয়ে/নিউ হাফলং, এনএফআর (অসম)-এর জন্য ৬ সেট। (২) পরিমাণ-এসএসই/পি-ওয়ে/হিলি/লামডিং, এনএফআর (অসম)-এর জন্য ৭ সেট। পি. এল. নং.-৬০২২০০৭৭।

ক্র.নং. ৯। টেন্ডার নং. ৬১/২৪/৫৩৪৩/ওটি/১৮৬/২০২৪-২৫,
বন্ধ/খোলার তারিখ ঃ ২১-১০-২০২৪

সংক্ষিপ্ত বিবরণ, পি.এল. নং. ও পরিমাণ ঃ ৬০ কেজি ১ ইন ১২ স্লিপার টি-৪২১৮ [ওয়্যারেন্টি সময়ঃ ডেলিভারির তারিখের পর ৩০ মাস]। [পরিদর্শন এজেন্সি ঃ সিওএনএসজি, স্টেজ আইএনএসপি ঃ না, স্টেজ ঃ ০]। [আইটেম টাইপ ঃ গুডস]। পরিমাণ-(১) সিনি. ডিইএন/সি/কাটিহার, এনএফআর (বিহার)-এর জন্য ৩৫ সেট। (২) ডিআরএম/ডব্লিউ/আলিপুরদুয়ার জং., এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ)-এর জন্য ৭৮ সেট। (৩) ডিআরএম/ডব্লিউ/তিনসুকিয়া, এনএফআর (অসম)-এর জন্য ১৯ সেট। পি. এল. নং.-৬০০৩০১৩৪০০১৩।

ক্র.নং. ১০। টেন্ডার নং. ৩০/২৪/১২৮১/ওটি/১৮৭/২০২৪-২৫,
বন্ধ/খোলার তারিখ ঃ ২২-১০-২০২৪

সংক্ষিপ্ত বিবরণ, পি.এল. নং. ও পরিমাণ ঃ সেফটি ওয়্যার রোপ অ্যাসেম্বলি, এলএইচবি টু ডিআরজি. নং. এলডব্লিউ০৫১০৫ অল্ট-শূন্য ম্যাট. স্পেস.ঃ ড্রয়িং অনুযায়ী। [ওয়্যারেন্টি সময়ঃ ডেলিভারির তারিখের পর ৩০ মাস]। [পরিদর্শন এজেন্সি ঃ টিপিআই, স্টেজ আইএনএসপি ঃ না, স্টেজ ঃ ০]। [আইটেম টাইপ ঃ গুডস]। (১) পরিমাণ-ডিব্রুগড় টাউন/ওয়ার্কশপ/ডিপো, এনএফআর (অসম)-এর জন্য ৪৪৮৩ টি। (২) পরিমাণ-পাণ্ডু/জিএসডি, এনএফআর (অসম)-এর জন্য ২২৬ টি। (৩) পরিমাণ-নিউ বঙাইগাঁও/ওয়ার্কশপ/ডিপো, এনএফআর (অসম)-এর জন্য ৬৮৪৫ টি। (৪) পরিমাণ-নিউ জলপাইগুড়ি/জিএসডি, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ)-এর জন্য ৪৪ টি। (৫) পরিমাণ-কাটিহার/জিএসডি, এনএফআর (বিহার)-এর জন্য ৮৮ টি। পি. এল. নং.-৩৩৫০০২৭৭।

ক্র.নং. ১১। টেন্ডার নং. ৬১/২৪/৫৩৮১/ওটি/১৮৮/২০২৪-২৫,
বন্ধ/খোলার তারিখ ঃ ২৩-১০-২০২৪

সংক্ষিপ্ত বিবরণ, পি.এল. নং. ও পরিমাণ ঃ সময়ে সময়ে সংশোধিত ট্র্যাক স্ট্যান্ডার্ড কমিটির সুপারিশ অনুসারে যথাযথভাবে সংশোধন করা আরডিএসও ড্রয়িং নং. টি/৪২১৮ অল্ট.৮ (জেনারেল লেআউটের জন্য) ও ৬০ কেজি ইউআইসি রেলের (ফ্যান আকৃতির) উপযোগী আংশিক ড্রয়িং এবং আইআরএস স্পেসিফিকেশন নং. টি-৪৫ (৪র্থ সংস্করণ মার্চ’ ২১) অনুযায়ী ওয়ার্ক স্টেশন/ওয়ার্ক সাইডিঙের বিজি (১৬৭৩ এমএম)-র জন্য ১ ইন ১২ টার্ন আউট (প্রি-টেনশন টাইপ)-এর জন্য প্রি-স্ট্রেসড মনো-ব্লক কংক্রিট স্লিপারের উৎপাদন ও সরবরাহ। [ওয়্যারেন্টি সময়ঃ ডেলিভারির তারিখের পর ৩০ মাস]। [পরিদর্শন এজেন্সি ঃ সিওএনএসজি, স্টেজ আইএনএসপি ঃ না, স্টেজ ঃ ০]। [আইটেম টাইপ ঃ গুডস]। পরিমাণ-এসএসই/পি.ওয়ে/ইস্ট/কাটিহার, এনএফআর (বিহার)-এর জন্য ২৪ সেট। পি. এল. নং.-৬০০৪০০৪১০০১৭।

দ্রষ্টব্যঃ-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ও টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য, টেন্ডারদাতারা (**www.ireps.gov.in**) ওয়েবসাইটে লগইন করতে পারেন, সম্ভাব্য বিডার যারা উপরের টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে আগ্রহী তারা যদি ইতিমধ্যে **আইআরইপিএস**-এ রেজিস্টার করে থাকেন তাহলে তাদের উপরের ওয়েবসাইটে লগইন করতে হবে এবং তাদের প্রস্তাব বৈদ্যুতিকভাবে জমা করতে হবে। যদি তারা **আইআরইপিএস**-এ রেজিস্টার না করে থাকেন তাহলে, তাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে তারা যেন ভারত সরকারের আইটি আইন ২০০০-এর অধীনে সার্টিফাইং এজেন্সিগুলির কাছ থেকে ক্লাশ-III ডিজিটাল স্বাক্ষর প্রমাণপত্র সংগ্রহ করেন এবং উপরের টেন্ডারে অংশগ্রহণ করেন।

পিসিএমএম/মালিগাঁও

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং. এলআরডব্লু৪-টুইনপাইপ-৪৩০-আরএসপি, তারিখ ঃ ০৭.১০.২০২৪। ডেপুটি চিফ মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার/পি, পূর্ব রেলওয়ে, লিলুয়া, হাওড়া, পিন-৭১১২০৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার (ওপেন) আহ্বান করা হচ্ছেঃ **কাজের নামঃ** কাজের সুযোগ অনুসারে ওয়াগনে টুইন পাইপ এয়ার ব্রেক সিস্টেম এর রেট্রো ফিটমেন্ট; **বিজ্ঞাপিত মূল্যঃ** ১,২৫,১৯,৮৪৯.৯০ টাকা; **বায়না অর্থঃ** ২,১২,৬০০.০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ০.০০ টাকা; **টেন্ডার আপলোডের তারিখ ও সময় ঃ** ০৭.১০.২০২৪ তারিখ বিকেল ৪টে ৩৮ মিনিটে; **প্রস্তাবের বৈধতা (দিনে) ঃ** ১২০; **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১২ মাস; **দরপ্রস্তাব শুরুর তারিখ ঃ** ১৫.১০.২০২৪; **দরপ্রস্তাব প্রদানের স্টাইল ঃ** প্রত্যেক তালিকাভুক্ত দফার জন্য একক দরহার বা সিঙ্গল রেট; **বন্ধের তারিখ/ সময়ঃ** ২৯.১০.২০২৪ তারিখ দুপুর ১২টা। **চুক্তির ধরন ঃ** ওয়ার্কস; **চুক্তির বিভাগ ঃ** এক্সপেনডিচার; **দরপ্রস্তাবের ক্রমসজ্জা ঃ** নিম্নতম থেকে উচ্চতম; **ব্যয়ের ধরন ঃ** মূলধন (আরএসপি); দরপ্রস্তাবদাতাগণ তাঁদের প্রকৃত/সংশোধিত প্রস্তাব কেবলমাত্র বন্ধের তারিখ ও সময় পর্যন্ত দাখিল করতে পারবেন। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে হাতে হাতে দাখিল করা প্রস্তাব অনুমোদিত নয় এবং এরূপ হাতে হাতে দাখিল করা প্রস্তাব গৃহীত হলেএও গ্রাহ্য হবে না।

MISC-193/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং. এফ-এলএলএইচ-সিএমটি-০৪, তারিখ ঃ ০৮.১০.২০২৪। ডেপুটি চিফ মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার/পি, পূর্ব রেলওয়ে, লিলুয়া, হাওড়া, পিন-৭১১২০৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার (ওপেন) আহ্বান করা হচ্ছেঃ **কাজের নামঃ** ‘‘ওপেন টেন্ডারের ভিত্তিতে অনুমোদিত বাইরের সংস্থা দ্বারা বিএআরসি/এইআরবি থেকে তিন (০৩) বছরের মেয়াদের জন্য ওয়েল্ডেড টেস্ট প্লেট-এর রেডিওগ্রাফি টেস্ট’’। **বিজ্ঞাপিত মূল্যঃ** ২৭,১০,৭১৪.৬৮ টাকা; **দরপ্রস্তাব প্রদানের স্টাইল ঃ** প্রতিটি তালিকার জন্য একক দর বা সিঙ্গল রেট; **বায়না অর্থঃ** ৫৪,২০০.০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ০.০০ টাকা; **চুক্তির ধরণ ঃ** ওয়ার্কস; **টেন্ডার আপলোডিং করার তারিখ ও সময় ঃ** ০৪.১০.২০২৪ তারিখ দুপুর ১২টা ১৫ মিনিটে; **দরপ্রস্তাব প্রদন শুরুর তারিখ ঃ** ১৪.১০.২৪; **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ২৮.১০.২০২৪ তারিখ দুপুর ২ টায় । **দরপ্রস্তাবের ক্রমসজ্জা ঃ** নিম্নতম থেকে উচ্চতম; **প্রস্তাবের বৈধতা (দিনে) ঃ** ৬৩; **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ৩৬ মাস; **চুক্তির বিভাগ ঃ** এক্সপেন্ডিচার; **ব্যয়ের ধরন ঃ** রাজস্ব। মূলধন (আরএসপি); দরপ্রস্তাবদাতাগণ তাঁদের প্রকৃত/সংশোধিত প্রস্তাব কেবলমাত্র বন্ধের তারিখ ও সময় পর্যন্ত দাখিল করতে পারবেন। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে হাতে হাতে দাখিল করা প্রস্তাব অনুমোদিত নয় এবং এরূপ হাতে হাতে দাখিল করা প্রস্তাব গৃহীত হলেএও গ্রাহ্য হবে না। যে ওয়েবসাইটে সম্পূণ বিশদ টেন্ডার পাওয়া যাবেঃ **www.ireps.gov.in**

MISC-195/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি

নং. সিওএম/ই-অকশন/এইচডব্লুএইচ/২০২৪, **তারিখ ঃ ০৭.১০.২০২৪**

সিনিয়র ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (কমার্শিয়াল), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, পঞ্চম তল, যাত্রী নিবাস, হাওড়া স্টেশনের কাছে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক ০৩ বছরের জন্য হাওড়া ডিভিসনের বিভিন্ন স্টেশনে পার্কিং লট পরিচালনার জন্য ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। আরও বিশদ বিবরণ এবং ই-নিলামে অংশগ্রহণ করতে অনুগ্রহ করে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে **ই-অকশন লিজিং** মডিউল দেখুন। **ক্যাটালগ নং ঃ** পার্ক হাওড়া-৪; **নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় ঃ** ২১.১০.২০২৪ তারিখ দুপুর ১২.০০ টায়। **(১) লট নম্বর ঃ** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ- এমইউইউ- টিডব্লু-৬৪-২২-১ (পার্কিং- দুই চাকার যান); **স্টেশনের নামঃ** মানকুণ্ডু; **(২) লট নম্বরঃ** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ- জিওজিটি-টিডব্লু-৬৬-২৩-১ (পার্কিং-দুই চাকার যান); **স্টেশনের নামঃ** গোঘাট; **(৩) লট নম্বর ঃ** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-এসআইইউ-টিডব্লু-৬৭-২৩-১ (পার্কিং-দুই চাকার যান); **স্টেশনের নাম ঃ** সিঙ্গুর; **(৪) লট নম্বরঃ** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ- পিআরএই- টিডব্লু-১৪১-২৪-১ (পার্কিং-দুই চাকার যান); **স্টেশনের নাম ঃ** পাল্লা রোড;

HWH-343/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

IRCON INTERNATIONAL LIMITED

NAVRATNA COMPANY
(A Govt. of India Undertaking)
Website:www.ircon.org, CIN: L45203DL1976GOI008171
in Northeast Frontier Railway

ই-প্রোকিওরমেন্ট বিজ্ঞপ্তি

ই-টেন্ডার নং.ঃ আইআরসিওএন/৫০৩৫/আরই/এনএফআর/পিকেজি-৬/ওটি/২০২৪/১ তারিখ ০৫-অক্টোবর-২০২৪

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (এনএফআর)-এর পক্ষ থেকে ‘‘ডিআরএম কমপ্লেক্স, তিনসুকিয়ায় সমস্ত আনুষঙ্গিক উপকরণ সহ এলইডি ভিডিও ওয়ালের সাপ্লাই, ইনস্টলেশন, কনফিগারেশন, টেস্টিং ও কমিশনিং এবং এনএফআর পিকেজি-৬-এর রেলওয়ে ইলেক্ট্রিফিকেশন কাজের সাথে জড়িত সম্পর্কযুক্ত কাজ।’’ কাজের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা পূরণকারী বিডারদের কাছ থেকে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে।

কাজের আনুমানিক ব্যয় ঃ **৯৩,১৬,১০০ টাকা, @ ১৮% জিএসটি সহ**

ই-বিড জমা করার অন্তিম তারিখ ও সময় ঃ **২৫-অক্টোবর-২০২৪, ১৫.০০ ঘণ্টা**

বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে https://etenders.gov.in/eprocure/app ওয়েবসাইট দেখুন, যদি কোনও সংশোধনী থাকে, তাহলে সেটি ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে।

চিফ জেনারেল ম্যানেজার (ইলেকট্রিক্যাল)
আইআরসিওএন ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড
৪র্থ তল, পোদ্দার হাউস, কেপি রোড
চৌকিডিঙ্গি, ডিব্রুগড়, অসম-৭৮৬০০৩

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অধীনে

লামডিং মণ্ডলের অন্তর্গত সরুপথার প্ল্যাটফর্ম নং-২ এর পাশে পার্কিং ঠিকার জন্যে ই-নিলাম

লামডিং মণ্ডলের অন্তর্গত সরুপথার প্ল্যাটফর্ম নং. ২ এর পাশে পার্কিং ঠিকার জন্যে ই-নিলাম। **রেট ইউনিটঃ** বার্ষিক অনুজ্ঞাপত্র প্রদানের শুল্ক। **ট্রিপস/দিনঃ** ১০৯৫।

অক্সন কেটালগ সংখ্যা. পার্ক-এলএমজি-এসজেডআর-০৩		
এসইকিউ সংখ্যা.	এলওটি সংখ্যা./শ্রেণী	বিবরণ
এএ/১	পার্কিং-এলএমজি-এসজেডআর-এমএক্স-৩২-২৪-২ (পার্কিং-মিক্সড)	লামডিং মণ্ডলের সরুপথার প্ল্যাটফর্ম নং ২ এর পাশে স্থানে দুই চাকাযুক্ত এবং চার চাকাযুক্ত বাহনের জন্যে পার্কিং লট

নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২৪-১০-২০২৪ তারিখে **১১.০০** ঘন্টায়। **নিলাম বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২৪-১০-২০২৪** তারিখে **১১.৩০** ঘন্টায়। প্রত্যাশিত ডাককর্তাগণকে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** এ ই-নিলাম লীজিং মডিউল অবলোকন করার জন্য অনুরোধ করা হল।

ডিআরএম (সি), লামডিং

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

“প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়”

অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেড

AXIS BANK

এ.সি. ম্যার্কেট বিল্ডিং, ৩য় তল, ১ শেক্সপিয়ার সরণী, কলকাতা-৭০০০৭১

দখলের বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

(সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলস, ২০০২ এর বিধি ৮(১) সহ পড়ুন পরিশিষ্ট IV অনুসারে)

যেখানে, নিম্নস্বাক্ষরকারী অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেডের অনুমোদিত আধিকারিক, আর্থিক সম্পদের সুরক্ষা এবং পুনর্গঠন এবং সুরক্ষা সুদের আইন, ২০০২ এর অধীনে এবং ধারা ১৩(১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে যা সিকিউরিটি ইন্টারেস্টের ৩ বিধি সহ পড়া হয়েছে (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছে যাতে ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/গণ/জামিনদার/দেরকে নোটিশে উল্লিখিত অর্থের সাথে চুক্তিভিত্তিক সুদের হার এবং দণ্ডনীয় সুদ, চার্জ, খরচ ইত্যাদি পরিশোধ করার আহ্বান জানানো হয়। উল্লেখিত নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিন।

ঋণগ্রহীতা/গণ/সহ-ঋণগ্রহীতা/গণ/জামিনদার/গণ, অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/গণ/সহ-ঋণগ্রহীতা/গণ/জামিনদার/কে বিশেষভাবে এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে, যে নিম্নস্বাক্ষরকারী উল্লিখিত আইনের ধারা ১৩(৪) এর অধীনে তাকে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য এখানে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছে যা পরবর্তীতে উল্লেখিত তারিখে উল্লিখিত বিধিগুলির ৮ বিধির সাথে পঠিত হয়েছে।

ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/গণ/জামিনদার/গণ, বিশেষ করে, এবং সাধারণভাবে, জনসাধারণকে এতদ্বারা সম্পত্তি নিয়ে লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং সম্পত্তির সাথে যে কোনো লেনদেন অ্যাক্সিস ব্যাঙ্কের চার্জের অধীন হবে লিমিটেড, ডিমান্ড নোটিশের তারিখ থেকে নোটিশে উল্লিখিত একটি পরিমাণের জন্য সুদ এবং শাস্তিমূলক সুদ, চার্জ, খরচ ইত্যাদি।

ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে এসএআরএফএইএসআই আইন, ২০০২-এর ধারা ১৩-এর উপধারা (৮) এর বিধানগুলির প্রতি, সুরক্ষিত সম্পদগুলিকে খালাস করার জন্য উপলব্ধ সময়ের জন্য।

ঋণগ্রহীতার / গ্যারান্টার-এর নাম ও ঠিকানা	ক) নোটিশ তারিখ হিসাবে বকেয়া পরিমাণ খ) ডিমান্ড নোটিশের তারিখ গ) দখলের তারিখ (শারীরিক)
১. **মেসার্স মা বিপত্তারিণী ফিড সেন্টার** গ্রাম ও পোস্ট-বাসুদেবেরিয়া, থানা- কন্টাই, পূর্ব মেদিনীপুর, পিন-৭২১৪৪৪ ২. **শ্রী সুকমল দাস, প্রোঃ মেসার্স মা বিপত্তারিণী ফিড সেন্টার** পিতা সত্যেন্দ্রনাথ দাস, গ্রাম ও পোস্ট-বাসুদেবেরিয়া, থানা-কন্টাই, পূর্ব মেদিনীপুর, পিন-৭২১৪৪৪	ক) **টাকা ৭৪,১০,৩৯০.৫৩/-** ঋণ অ্যাকাউন্ট নম্বর ৯১৭০৩০০২৭৬৫৪৬৩৭ অধীনে ১০.০৬.২০২১ তারিখে বকেয়া (এই পরিমাণের মধ্যে ৩০.০৪ .২০২১ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত) এবং **টাকা ১৩,৯৯,৭৪৪/-** ঋণ অ্যাকাউন্ট নং ৯২০০৬০০৫০০৭২৪৩৮ এর অধীনে ১০.০৬.২০২১ তারিখ পর্যন্ত বকেয়া (এই পরিমাণের মধ্যে ৩০.০৪.২০২১ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত) খ) ১০.০৬.২০২১ গ) ০৯.০৯.২০২৪

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ (সুরক্ষিত সম্পদ)

মৌজা-বাসুদেবেরিয়া, জে.এল. নং ৪৮, খতিয়ান নং ১৭৮৪ (এলআর), প্লট নং ৩৬৮ (এলআর), থানা-কন্টাই এবং জেলা-পূর্ব মেদিনীপুর-এর অধীনে অবস্থিত প্রায় ২০ দশমিক, প্রায় ২০ ডেসিমেল আয়তনের জমির সমস্ত অংশ এবং পার্সেল মেদিনীপুর, একত্রে উল্লিখিত জমিতে ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।

তারিখঃ ১০.০৯.২০২৪ — অনুমোদিত অফিসার
স্থানঃ কন্টাই — অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেড

ভ্রমণ

আপনার প্রীয় মানুষকে নিয়ে নিজের দেশ ছাড়িয়ে বিদেশে ঘুরে আসতে পারেন

ভালোবাসা প্রতিদিনই উদ্‌যাপনের বিষয়। তবে একটা দিনকে একটু বিশেষভাবে শুধু ভালোবাসার মানুষের জন্য পালন করার ব্যাপারটাও মন্দ নয়। ফেব্রুয়ারি মাসজুড়ে দুনিয়ার প্রায় সবখানে থাকে ভালোবাসা দিবসের আমেজ। তাই ভালোবাসা দিবস উদ্‌যাপনের জন্য প্রিয় মানুষের সঙ্গে ঘুরতে যাওয়ার চেয়ে ভালো উপায় আর কী হতে পারে! ভালোবাসা দিবসে এবার সাপ্তাহিক ছুটির সঙ্গে মিলিয়ে ভালো একটা সময় কিন্তু বের করা যাবে। আবার ফেব্রুয়ারির শেষেও লম্বা একটা সাপ্তাহিক ছুটি আমরা চাইলে বের করে নিতেই পারি। এই লম্বা ছুটি সামনে রেখে ভালোবাসার মানুষের সঙ্গে দেশের বাইরে একটা ভ্রমণের পরিকল্পনা করে ফেলতে পারেন। সঙ্গে যেহেতু থাকবে ভালোবাসার মানুষ, তাই ঘুরতে যাওয়ার জায়গাগুলো রোমান্টিক। আমাদের দেশে যেমন ভ্রমণের অজস্র জায়গা রয়েছে। তেমন আমাদের দেশ ছাড়িয়ে ও ভালো জায়গা রয়েছে।
দেশের বাইরে কোথায় ঘুরতে যাওয়া যায়, সেটাই জানা যাক আজ।

আমাদের দেশঃ
আর যদি চান কম সময়ের মধ্যে কাছাকাছি কোথাও যেতে, তাহলে পাশের দেশ ভারত তো আছেই। ভারত ভ্রমণের পরিকল্পনা করলে অনেক রকম অভিজ্ঞতাই নিতে পারবেন। আর 'পৃথিবীর স্বর্গ' হিসেবে খ্যাত কাশ্মীরে যাওয়ার জন্যও এই মাস ভালো সময়। এ সময় কাশ্মীরে গেলে এশিয়ার সবচেয়ে বড় টিউলিপ বাগানের দেখা পেতে পারেন। এত বড় ছুটি কিন্তু খুব কমই মেলে। এই ছুটিতে দেশের বাইরে ঘুরে আসতে পারেন অনায়াসে। তাহলে আর কী! ভালোবাসা দিবস সামনে রেখে শুরু করে দিন পরিকল্পনা, আর ঘুরে আসুন আপনার ভালোবাসার মানুষের সঙ্গে পছন্দের কোনো গন্তব্য থেকে।

থাইল্যান্ডঃ
ভ্রমণের জন্য আরেকটি রোমান্টিক দেশ হতে পারে থাইল্যান্ড। দেশটি ঘুরে ঘুরে উপভোগ করা বেশি আকর্ষণীয় হলেও দুজন মিলে একাকী সময় কাটানোর জন্য কিছু অ্যাকটিভিটি নিজেরাই খুঁজে নিতে পারেন। হতে পারে ফুকেটে সৈকতের পাশে সূর্যাস্ত দেখতে দেখতে ডিনার, নিজস্ব বোট নিয়ে চলে যেতে পারেন কাছাকাছি কোনো দ্বীপে, দুজন মিলে একটা স্পা পারলারে চলে গেলেও মন্দ হয় না। কো সামুইয়ের দিকে গেলে একসঙ্গে করতে পারেন স্নরকেলিং, কায়াকিংয়ের মতো অ্যাকটিভিটি। আবার চাইলেই ক্রুজে বসে উপভোগ করতে পারেন চোখধাঁধানো সূর্যাস্ত। এ ছাড়া ক্রাবি, কোহ ফি ফি, হুয়া হিনএসবও হতে পারে দারুণ গন্তব্য।

তুরস্কঃ
তুরস্ক দেশটা সুন্দর নিঃসন্দেহে, অসাধারণ কিছু অভিজ্ঞতা অর্জনেরও সুযোগ পাবেন দেশটিতে গেলে। কাপাডোকিয়ায় দেখার মতো একটা অ্যাকটিভিটি হলো হট এয়ার বেলুন রাইড। আকাশে ভেসে ভেসে নিচের দুনিয়াটা দেখা সত্যিই একটি জাদুকরি অভিজ্ঞতা। ইস্তাম্বুলে গেলে উপভোগ করতে পারেন বসফরাস সানসেট ক্রুজ। একটা রোমান্টিক ক্রুজ নিয়ে সূর্যাস্তের উদ্দেশে গিয়ে দেখতে পারেন আইকনিক স্কাইলাইন। চাইলে ঐতিহাসিক গন্তব্যগুলোর মধ্যে আয়া সোফিয়া, ব্লু মস্কএসব স্থাপনাও ঘুরে দেখতে পারেন। বোদ্রুম ক্যাসলে গিয়ে দুজনের জন্য একটা প্রাইভেট ডিনারও হতে পারে দারুণ পরিকল্পনা। মোটকথা প্রিয়জনের সঙ্গে একেবারে অন্য রকম কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য তুরস্ক এখন খুবই জনপ্রিয়। তুরস্কের ফ্লাইটসংক্রান্ত কোনো তথ্য জানতে চাইলে গোযায়ানে পেয়ে যাবেন।

প্রত্যন্ত সুন্দরবনের নামখানা ব্লকের মৌশুনি দ্বীপের বালিয়াড়া কুসুমতলা সার্বজনীন দূর্গা উৎসব মন্ডপে 'ফুলকি' পত্রিকার প্রচ্ছদের মোড়ক উন্মোচন হলো। এই পুজো মন্ডপে হিন্দু ও মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়ের মেল বন্ধনে এই পুজো বহুছর ধরে চলে আসছে। ফুলকির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উপস্থিত ছিলেন ফুলকির সম্পাদক তাপস পাল, উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী বিদ্যুৎ কুমার দিন্দা, উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলা পরিষদের সদস্য অখিলেশ বারুই, প্রাণী ও মৎস্য বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক ডক্টর শান্তনু বেরা, ছিলেন মৌশুনী গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মানসী ভট্টাচার্য, উপস্থিত ছিলেন উপপ্রধান আব্দুল কাইয়েম খান, পুজো কমিটির সম্পাদক গৌর হরি পত্র, প্রভঞ্জন মন্ডল, সেরাফত আলী শাহ, স্বপন মন্ডল, বিশ্বজিৎ নাইয়া সহ প্রমুখ।

১৪ অক্টোবর মহারাণী তুলসীবতী উচ্চমাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের সামনে হবে মায়ের গমন অনুষ্ঠান

আগরতলা, ৯ অক্টোবর ঃ ১৪ অক্টোবর আগরতলা শহরের মহারাণী তুলসীবতী উচ্চমাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের সামনে মায়ের গমন-২০২৪ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। মায়ের গমন-২০২৪ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর সূত্রে এই সংবাদ জানানো হয়েছে। ওইদিন অনুষ্ঠান শুরু হবে বিকেল ৫টায়। মায়ের গমন অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায়, পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা, তপশিলি জাতি কল্যাণ মন্ত্রী সুধাংশু দাস, সমবায় মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া, শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের রাষ্ট্র মন্ত্রী বৃষকেতু দেববর্মা। অনুষ্ঠানে বিশেষ আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার, পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি বলাই গোস্বামী, রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক অমিতাভ রঞ্জন, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব ড. পি কে চক্রবর্তী। মায়ের গমন অনুষ্ঠানে সামিল হতে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের পক্ষ থেকে সবার কাছে সাদর আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

বিভিন্ন সীমান্তে বিজিবি-জওয়ানদের হাতে মিষ্টির প্যাকেট তুলে দিয়েছেন বিএসএফ জওয়ানরা

করিমগঞ্জ (অসম), ৯ অক্টোবর ঃ ধর্ম যার যার, উৎসব সবার। কর্তব্যদায়িত্বনিষ্ঠার মাঝেই দুর্গাপূজার আনন্দ উপভোগ করে ভাগাভাগি করেছেন দুই দেশের সীমান্তরক্ষীরা। সীমান্ত রক্ষার দায়িত্ব পালনের মধ্যেই খুশির উৎসবে শুভেচ্ছা বিনিময় করে থাকেন সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনী এবং বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ-এর জওয়ানরা। আজ বুধবার বিকালে তেমন ছবিই দেখা গিয়েছে সীমান্ত জেলার করিমগঞ্জের সুতারকান্দি-বিয়ানিবাজার সীমান্তে। ভারত-বাংলা সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতে দুই দেশের সীমান্ত রক্ষীদের মধ্যে বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসব, স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবসে মিষ্টিমুখ করানোর পরম্পরা বহুদিনের। আর সেই ধারা অব্যাহত রেখে আজ ষষ্ঠীর দিন সীমান্ত জেলা করিমগঞ্জে বিএসএফ-এর তরফ থেকে মিষ্টি তুলে দেওয়া হয়েছে বিজিবি-র জওয়ানদের হাতে। বিশেষ দিবস সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে একে-অপরকে শুভেচ্ছা বিনিময় ও মিষ্টিমুখ করানোর পরম্পরা অতীত থেকে চলে আসছে। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। করিমগঞ্জের সুতারকান্দি স্থলবন্দরের ১৩৬২ নম্বর পিলারের জিরো পয়েন্টে, লাঠিটিলা, জেলার বিসর্জনঘাট সীমান্তে মিজোরাম-কাছাড় ফ্রন্টিয়ারের ইন্সপেক্টর জেনারেল, ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেলের পক্ষ থেকে বডার গার্ড বাংলাদেশ সিলেট এবং শ্রীমঙ্গল সেক্টর কমান্ডারের উদ্দেশ্যে ঈদের শুভেচ্ছা মিষ্টিও পাঠানো হয়। দুই দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর জওয়ানরা একে-অপর শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। ঠিক একইভাবে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা স্বরূপ মিষ্টির প্যাকেট তুলে দেওয়া হয় বিএসএফ জওয়ানদের হাতে।

মালদহের আমের চাহিদা মেটাবে এবার দক্ষিন ২৪ পরগনা

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর,৯ অক্টোবরঃ আম বাঙালির প্রিয় ফল। এবার মালদহের পর রাজ্যের আমের চাহিদা মেটাতে চলেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার উদ্যানপালন বিভাগ সেই উদ্যোগ নিয়েছে। চলছে আম বাগান তৈরির সব ধরনের পরিকল্পনা। মালদহ, নদিয়া, মুর্শিদাবাদের মত দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাও আমের ফলনের অংশীদার হতে পারবে। সব মিলিয়ে সাত প্রজাতির আমের চারা দেওয়া হচ্ছে। সেগুলি হল আম্রপালি, হিমসাগর, দোফালা, গোলাপখাস, আলফান্সো, বারোমাসি এবং কাটিমন।প্রতি বছরই জেলা গুলিকে উদ্যান পালন দফতর বিভিন্ন ফল গাছের চারা দেয়। একেকটি আম বাগান তৈরির জন্য কয়েকটি ব্লক কে চিহ্নিত করা হয়েছে।যেমন আম্রপালির চারার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবে গোসাবা, ক্যানিং ১ ও ২, জয়নগর ১ ও ২, মথুরাপুর ১ এবং ভাঙড় ১ নম্বর ব্লক।তেমনই হিমসাগরের চারা বেশি করে রোপণ হবে কাকদ্বীপ মহকুমা এবং মগরাহাট ১, কুলতলি, মথুরাপুর ২ এবং ভাঙড় ১ নম্বর ব্লকে।

বারুইপুরে আলফান্সো এবং বারোমাসি আমের বাগান করার জন্য বেশি চারা দেওয়া হচ্ছে। জেলার উদ্যান পালন দফতরের তথ্য অনুযায়ী, গত বার ছয় প্রজাতির আম গাছের চারা বিলি করা হয়েছিল। এবার সাত ধরনের প্রজাতির চারা বিতরণ করা হচ্ছে । এ বিষয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বন ও ভূমির স্থায়ী সমিতির সদস্য উদয় হালদার বলেন, এই আমগাছ প্রান্তিক এলাকার মানুষজনের স্বনির্ভর হওয়ার জন্য দেওয়া হচ্ছে। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের হাতেও দেওয়া হচ্ছে এই আম গাছ। এতে উপকার পাবেন অনেকেই।জেলা উদ্যান পালন আধিকারিক বলেন,আমের একটা বিপুল চাহিদা এবার মেটাতে পারবে দক্ষিন ২৪ পরগনা। তাছাড়া এই আমের ফলন থেকে স্বনির্ভরের পথ আরও সুগম হবে মহিলা সহ পুরুষদের।

শহরের নামী পুজো মণ্ডপে জাস্টিস ফর আর জি কর-এর স্লোগান

কলকাতা, ৯ অক্টোবর ঃ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, আর জি কর কাণ্ড ভুলে পুজোয় ফিরতে। জুনিয়র ডাক্তাররাও প্রকাশ্যে অভিযোগ আনছিলেন, রাজ্যের শাসক দলের তরফে নানাভাবে আন্দোলন ভাঙার চেষ্টা হচ্ছে। বুধবার বিচারের দাবিতে পুজো মণ্ডপে উঠল জাস্টিস ফর আর জি কর-এর স্লোগান।

বুধবার ম্যাডক্স স্কোয়ারে পুজো মণ্ডপে আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে জুনিয়র চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার সুবিচারের দাবিতে বুধবার রীতিমতো ব্যানার নিয়ে চিকিৎসক মৃত্যুর সুবিচারের দাবিতে স্লোগান তুললেন একদল দর্শনার্থী। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বুধবার বিকেলে ম্যাডক্স স্কোয়ার পুজো মণ্ডপে ঢুকে দর্শনার্থীদের মধ্যে একদল মানুষ তুললেন উই ওয়ান্ট জাস্টিস-এর স্লোগান। তাঁরা বলতে থাকেন, তিলোত্তমার ভয় নাই।

সাতগাছিয়ার মুচিশায় নবরুপে সেজে উঠছে ভগ্নপ্রায় জিম সেন্টার

সাতগাছিয়া, ৯ অক্টোবরঃ ডায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্রের অধীন সাতগাছিয়ার মুচিশায় ভগ্নপ্রায় জিম সেন্টার এবারে সেজে উঠছে নবরুপে। বজবজ ২ নম্বর ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে এই কাজ করা হচ্ছে। বজবজ ২ নম্বর ব্লকের সাতগাছিয়া বিধানসভার মুচিশা ফুটবল মাঠে বাম আমলে তৈরি হয়েছিল এই জিম সেন্টারটি। তার পর থেকে সংস্কারের অভাবে প্রায় ভগ্নপ্রায় দশায় পড়েছিল জিম সেন্টারটি। তৎকালীন ডায়মন্ড হারবারে সাংসদ শমিক লাহিড়ির উদ্যোগে সেই সময় ১০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তৈরি করা হয়েছিল এই জিম সেন্টারটি।সেই জিমের সব সরঞ্জাম পড়ে থেকে প্রায় নষ্ট হয়ে গিয়েছে। বর্তমানে জিম সেন্টার সংস্কারের কাজ শুরু করা হয়েছে।রঙ করা থেকে শুরু করে জানলার কাঁচ লাগানো এবং নতুন করে টিনের শেড তৈরি করা সমস্ত কিছুই করা হচ্ছে এখানে। এই ব্যাপারে বজবজ ২ নম্বর ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বুচান ব্যানার্জি বলেন, সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কে গোটা বিষয়ে জানানোর পরেই পঞ্চায়েত সমিতির তরফ থেকে অর্থ বরাদ্দ করা হয়। এবং ইতিমধ্যেই জিম সেন্টার সংস্কারের কাজ শুরু করে দেওয়া হয়েছে।খুব শীঘ্রই আনুষ্ঠানিকভাবে সেই জিম সেন্টার উদ্বোধন করা হবে।২০০১ সালে বাম আমলে সাতগাছিয়া বিধানসভার বজবজ ২ নম্বর ব্লকের মুচিশা ফুটবল মাঠে তৈরি হয়েছিল এই জিম সেন্টার। ১০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তৈরি করা হয়েছিল এই জিম সেন্টারটি।মুচিশার জিম সেন্টার সংলগ্ন মাঠটি অ্যাথলেটিক্স এর জন্য বিখ্যাত। অ্যাথলেটিক্স এর সঙ্গে জিম যেহেতু জড়িত সেজন্য এখানে জিম সেন্টারটি তৈরি করা হয়েছিল। বর্তমানে এই জিম সেন্টার সারানোর খবরে খুশি এলাকার ক্রীড়া প্রেমী সহ সাধারণ মানুষজন।

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ট্রেনের সময় সংশোধন করল উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

মালিগাঁও, ০৯ অক্টোবরঃ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে তার নেটওয়ার্কের মধ্যে চলাচল করা দশটি (১০) ট্রেনের সময়সূচি ১২ অক্টোবর, ২০২৪ থেকে কয়েকটি স্টেশনে সংশোধন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। যাত্রীদের সুবিধা বৃদ্ধি করতে এবং সময়ানুবর্তিতা উন্নত করার লক্ষ্যে এই সংশোধনগুলি করা হয়েছে। ট্রেন নং. ১৫৯১০ (লালগড়-ডিব্রুগড়)অবধ অসম এক্সপ্রেস নিউ জলপাইগুড়িতে পৌঁছবে ১৬.৪০ ঘণ্টায় এবং ১৬.৫০ ঘণ্টায় রওনা দিয়ে পরের দিন ১৪.০৫ ঘণ্টায় ডিব্রুগড়ে পৌঁছবে। সবগুলি নির্ধারিত স্টপেজে ট্রেনটির সময়সূচি সংশোধন করা হয়েছে।ট্রেন নং. ১৫৯০৪ (চণ্ডীগড়-ডিব্রুগড়)এক্সপ্রেস নিউ জলপাইগুড়িতে পৌঁছবে ০৮.৪০ ঘণ্টায় এবং ০৮.৫০ ঘণ্টায় রওনা দিয়ে পরের দিন ০৫.২০ ঘণ্টায় ডিব্রুগড়ে পৌঁছবে। সবগুলি নির্ধারিত স্টপেজে ট্রেনটির সময়সূচি সংশোধন করা হয়েছে। ট্রেন নং. ২২৫০৩ (কন্যাকুমারী-ডিব্রুগড়)বিবেক এক্সপ্রেস মরিয়নিতে পৌঁছবে ১৬.২০ ঘণ্টায় এবং ১৬.২৫ ঘণ্টায় রওনা দিয়ে একইদিনে ২০.৫০ ঘণ্টায় ডিব্রুগড়ে পৌঁছবে। সবগুলি নির্ধারিত স্টপেজে ট্রেনটিরসময়সূচি সংশোধন করা হয়েছে। ট্রেন নং. ২২৫০১ (এসএমভিটি বাঙ্গালুরু-নিউ তিনসুকিয়া) সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস কিষানগঞ্জে পৌঁছবে ১৯.১৫ ঘণ্টায় এবং ১৯.১৭ ঘণ্টায় রওনা দিয়ে পরের দিন ১৬.২৫ ঘণ্টায় নিউ তিনসুকিয়া পৌঁছবে। সবগুলি নির্ধারিত স্টপেজে ট্রেনটির সময়সূচি সংশোধন করা হয়েছে। ট্রেন নং. ১৫৮১৮ (নাহরলগুন-শুখোভি) দনি পোলো এক্সপ্রেস চাপরমুখে পৌঁছবে ০৫.৫৫ ঘণ্টায় এবং ০৫.৫৭ ঘণ্টায় রওনা দিয়ে একইদিনে ০৯.৫০ ঘণ্টায় শুখোভি পৌঁছবে। সবগুলি নির্ধারিত স্টপেজে ট্রেনটির সময়সূচি সংশোধন করা হয়েছে। ট্রেন নং. ১৫৬১৩ (গুয়াহাটি-মুর্কংসেলেক) লাচিত এক্সপ্রেস নর্থ লখিমপুরে পৌঁছবে ০৪.১০ ঘণ্টায় এবং ০৪.১৫ ঘণ্টায় রওনা দিয়ে একইদিনে ০৭.৫০ ঘণ্টায় মুর্কংসেলেক পৌঁছবে। সবগুলি নির্ধারিত স্টপেজে ট্রেনটির সময়সূচি সংশোধন করা হয়েছে। ট্রেন নং. ১৫৯৬৭ (রঙিয়া-লিডু) এক্সপ্রেস বরহাটে পৌঁছবে ১৭.৩১ ঘণ্টায় এবং ১৭.৩৩ ঘণ্টায় রওনা দিয়ে একইদিনে ২১.৪৫ ঘণ্টায় লিডু পৌঁছবে। সবগুলি নির্ধারিত স্টপেজে ট্রেনটির সময়সূচি সংশোধন করা হয়েছে। ট্রেন নং. ১৫৬৬৫ (গুয়াহাটি-মরিয়নি) বিজি এক্সপ্রেস গুয়াহাটি থেকে সংশোধিত সময় ১৪.৪০ ঘণ্টায় রওনা দিয়ে একইদিনে ২৩.৫০ ঘণ্টায় মরিয়নি পৌঁছবে। এছাড়াও, সবগুলি নির্ধারিত স্টপেজে ট্রেনটির সময়সূচি সংশোধন করা হয়েছে। ট্রেন নং. ১৫৬৬৯ (গুয়াহাটি-ডিব্রুগড়) নাগাল্যান্ড এক্সপ্রেস গুয়াহাটি থেকে সংশোধিত সময় ২০.৫৫ ঘণ্টায় রওনা দিয়ে পরের দিন ১০.৪০ ঘণ্টায় ডিব্রুগড় পৌঁছবে। এছাড়াও, সবগুলি নির্ধারিত স্টপেজে ট্রেনটির সময়সূচি সংশোধন করা হয়েছে। ট্রেন নং. ১২০৬৭১২০৬৮ (গুয়াহাটি-যোরহাট টাউন-গুয়াহাটি) জন শতাব্দী এক্সপ্রেস গুয়াহাটিযোরহাট টাউন থেকে সংশোধিত সময় যথাক্রমে ০৬.২০১৪.৩৫ ঘণ্টায় রওনা দিয়ে একইদিনে যথাক্রমে ১৩.০৫২১.২০ ঘণ্টায় তার গন্তব্যস্থলে পৌঁছবে। এছাড়াও, সবগুলি নির্ধারিত স্টপেজে উভয় ট্রেনের সময়সূচি সংশোধন করা হয়েছে। এই নতুন সময়সূচি উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে উন্নত ট্রেন পরিচালনের ক্ষেত্রে সহায়ক হবে বলে আশা করা হয়েছে। যাত্রা শুরু করার আগে ন্যাশনাল ট্রেন এনকোয়ারি সিস্টেমে (এনটিইএস) রিয়েল টাইম ভিত্তিতে ট্রেনের বর্তমান অবস্থান এবং সময়সূচির বিবরণ দেখে নেওয়ার জন্য যাত্রীদের প্রতি অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

রাজ্য জুড়ে ৫০ হাজার পুজোয় বিদ্যুৎ সংযোগ

কলকাতা, ৯ অক্টোবরঃ এবারের দুর্গা পূজায় মহা ষষ্ঠী দিন আজ সকাল পর্যন্ত রাজ্য জুড়ে ৫০ হাজার পাঁচশ ৫০ টি পুজো কমিটিকে অস্থায়ী ভাবে বিদ্যুৎ সংযোগ দিয়েছে। এর তরফে আজ এক বিবৃতি দিয়ে এখবর জানানো হয়েছে। এই অস্থায়ী বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়ার ফলে অতিরিক্ত বিদ্যুতের চাহিদা হয়েছে তিনশো ৩৭ দশমিক এক পাঁচ , এবং সিকিউরিটি ডিপোজিট বাবদ প্রায় ৮ কোটি টাকা জমা পড়েছে বলে ওই বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে। অতিরিক্ত বিদ্যুতের চাহিদা সহ গত কাল মহা পঞ্চমীর সন্ধ্যাবেলায় এলাকায় বিদ্যুতের মোট চাহিদা দাঁড়ায় ৭ হাজার ছয়শ ৭০ মেগা ওয়াট। নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ অব্যাহত রাখতে আপত কালীন ব্যবস্থা হিসেবে রাজ্য জুড়ে মোট ১ হাজার আটশো ৮৩ টি মোবাইল ভ্যান ও ১ হাজার পাঁচশো ১ টি মোবাইল ভ্যান রাখা হয়েছে বলে সূত্রে খবর।

ভোক্তারা পাচ্ছেন বিনামূল্যে চিনি, ময়দা, সুজি

আগরতলা, ৯ অক্টোবর ঃ দুর্গোৎসব উপলক্ষে ত্রিপুরা সরকারের পক্ষ থেকে রাজ্যের সমস্ত নায্যমূল্যের দোকানে ভোক্তাদের মধ্যে বিনামূল্যে চিনি, ময়দা, সুজি বিতরণ করা হচ্ছে। এই বিতরণ প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হচ্ছে কিনা তা খতিয়ে দেখার জন্যে খাদ্য দপ্তরের আধিকারিকরা ভারত-বাংলাদেশ, আন্তঃরাজ্য এবং আন্তঃ সাব ডিভিশন সীমান্তবর্তী এলাকায় অবস্থিত নায্যমূল্যের দোকানগুলি পরিদর্শন করেছেন। এই কর্মসূচিতে আধিকারিকরা রাজ্যের ৫০৭টি নায্যমূল্যের দোকান পরিদর্শন করেন।

Name Change
I, UTTAM KUMER DAS (Old Name) S/O YAMINI KANTA DAS, Residing at Kankjole Pashchim Maheswara, P.S.-Ramnagar, South 24 Parganas, Pin-743368, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as UTTAM DAS (New Name) as declared before the Notary Public Govt. of India vide affidavit Dated 08-10-2024, UTTAM KUMER DAS (Old Name) and UTTAM DAS (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I, BARNALI MONDAL (Old Name) W/O SOMNATH MONDAL, Residing at Vill-Singhal Ganj, P.O.-Kholakhali, P.S.-Ramnagar, South 24 Parganas, Pin-743368, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as BARNALI MONDAL DAS (New Name) as declared before the Notary Public Govt. of India vide affidavit Dated 08-10-2024, BARNALI MONDAL (Old Name) and BARNALI MONDAL DAS (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I SABANA KHATUN D/ORAHID SK, AGED ABOUT 18 YEARS, BYFAITH MUSLIM BY PROFESION STUDENT RESIDING AT VILL-SULTANPUR, P.O- ARPARA, P.S- NAKASHIPARA, DIST NADIA, PIN 741126 WB DO HEREBY SOLENMLY AFEIRM AND DECEARE AD FOLLONS THAT MY ACTUAL NAME IS SABANA KHATUN WHICH RECORDED IN MY BIRTH CERTIFICATE, THAT MY NAME HAS BEEN RECORDED IN MY AADHAR CARD AS SABINA KHATUN. THAT SABANA KHATUN AND SABINA KHATUN IS SAME AND ONE IDENTICAL PERSON. BY AN AFFDAVIT BEFORE LD.JUDICIAL MAGISTRATE (1ST CLASS) AT KRISHNAGAR, NADIA

Name Change
I,Md Din Mahammad Mondal (old name) S/O Tohar Ali Mondal, residing at Chaurashi Dhalipara, Chowrashi, Deganga, Dist.- North 24 Parganas, Pin-743424, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Din Mahammad Mondal (new name) vide an affidavit 1st Class Judicial Magistrate at Barasat on 01/10/2024.Din Mahammad Mondal (new name) and Md Din Mahammad Mondal (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Md Tufail (given) S/O Md Zafar, residing at 66H/4,TILJALA MASJID BARI LANE, POTILJALA, Kolkata, 700039, West Bengal, INDIA, I have split my given name to given, surname. My new name as Md (given name) Tufail (surname) as in the new passport, as declared before the Notary public at Kolkata, dated 09/10/2024.

Name Change
I, Sambhunath Kundu (old name) S/O Arabindu Kundu, residing at Vill.-Basirhat Kachharipara, P.O.-Basirhat, P.S.- Basirhat, Dist.- North 24 Pgs, Pin- 743411, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Shambhunath Kundu (new name) as declared before the Notary public at Kolkata dated 09/10/2024. Shambhunath Kundu (new name) and Sambhunath Kundu (old name) both are same and identical person.

Name Change
I, A Daiyan Molla (old name) S/O Abdul Motaleb Molla, residing at Vill.-Jashohar Para, P.O.- Kalikatala, P.S.- Sandesh Khali, Dist.- North 24 Pgs, Pin- 743429, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Abdul Daiyan Molla (new name) as declared before the Notary public at Kolkata dated 09/10/2024. Abdul Daiyan Molla (new name) and A Daiyan Molla (old name) both are same and identical person

Name Change
I, Mohammed Abdur Rashid (old name) S/O Amir Ali, residing at Vill.-Parulia Madhabpur, P.O.- Bhasila, P.S.- Deganga, Dist.- North 24 Pgs, Pin- 743423, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Abdul Rashid (new name) as declared before the Notary public at Kolkata dated 09/10/2024. Abdul Rashid (new name) and Mohammed Abdur Rashid (old name) both are same and identical person

Name Change
I, Girish Chandra Biswas (old name) S/O Gunasindhu Biswas, residing at Charkhairamari, Balagarh, Dist-Hooghly, Pin- 712501, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Girish Biswas (new name) as declared before the Notary public at Kolkata dated 07/10/2024. Girish Biswas (new name) and Girish Chandra Biswas (old name) both are same and identical person

Name Change
I, Sondhaya Rani Biswas (old name) W/O Girish Biswas, residing at Charkhairamari, Balagarh, Dist-Hooghly, Pin- 712501, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Sandhya Biswas (new name) as declared before the Notary public at Kolkata dated 07/10/2024. Sandhya Biswas (new name) and Sondhaya Rani Biswas (old name) both are same and identical person

Name Change
I RAM PRASAD PAL, S/O HAREKRISHNA PAUL, R/O VILL - KALACHAND PARA PO - DUTTAPUKUR, NORTH 24 PARGANAS - 743248, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RAMPRASAD PAUL,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 09/10/2024,THAT RAM PRASAD PAL AND RAMPRASAD PAUL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, Umed Nahata (old name) son of Dharam Chand Nahata residing at Naiyo Ka Mohalla, Ward No. 06, P.O-Kirara bara, Hanumangarh, Bhadra, Pin: 335502, Rajasthan, have changed my name and shall henceforth be known as Umed Kumar Nahata (new name) as declared before the Notary Public City Civil Court at Kolkata on 08/10/2024. Umed Nahata (old name) and Umed Kumar Nahata (new name) both are same and one identical person.

Name Change
I AJOY BISWAS, S/O JOYDEV BISWAS, R/O 5/5, JAGANNATH GHOSH ROAD,PO&PS-KASBA, KOLKATA-700042,WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS AJAY BISWAS,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT ALIPORE ON 27/03/2023,THAT AJOY BISWAS AND AJAY BISWAS ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

ডালখোলায় উদ্বোধন হলো পুজোর গাইড ম্যাপ

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৯ অক্টোবর ঃ ডালখোলায় উদ্বোধন হলো পুজোর গাইড ম্যাপ ডালখোলা মহকুমা পুলিশ আধিকারিক এর উদ্বোধন করলেন। মহকুমা পুলিশ আধিকারিক এর উদ্যোগে আজ পূজা গাইড ম্যাপ উদ্বোধন করেন। মহকুমা পুলিশ আধিকারিক জানান ডালখোলা শহরের বিভিন্ন পূজা প্যান্ডেল গুলো এই গাইড ম্যাপের মধ্যে রয়েছে। এবং কোথায় এই রেস্ট্রিকশন রযেছে তাও উল্লেখ করা থাকবে এই গাইড ম্যাপে। পুলিশ আধিকারিক আরো জানান অষ্টমী নবমীর দিন ভীড় থাকবে মানুষের অসুবিধা হবে তখন রের্স্টিকশন চালু করা হবে।এতে মানুষের উপকৃত হবেন।ডালখোলা মহকুমা পুলিশ এর পক্ষ থেকে পিঙ্ক মোবাইল ভ্যান চালু করা হয় যা আপাতত ডালখোলা পৌর এলাকার জন্যই করা হলো।

ভিসা জটিলতায় শুধু পর্যটন নয়, হোটেল থেকে গাড়ি, বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় সহ আনুষঙ্গিক সবকিছুর ক্ষতি হচ্ছে

দুরন্ত বার্তা, চ্যাংরাবান্ধা, ৯ অক্টোবর ঃ কিছুদিন আগেও অশান্ত ছিল বাংলাদেশ। দেশের অভ্যন্তরীণ ডামাডোলে কনাকনি করা হয়েছে পর্যটন ভিসায়। যার জেরে চ্যাংরাবান্ধা ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট দিয়ে ভারতে আসা পর্যটকের আনাগোনা প্রায় নেই বললেই চলে। ফলে, প্রতি বছর পুজোয় পর্যটকদের চেনা ভিড়রে দেখা মিলছে না। পুজোর ছুটিতে পাহাড়-জঙ্গল ঘুরতে আবার কেউ এদেশের পুজো দেখতে সীমান্ত পেরিয়ে হাজির হন। অনেকে এপারে আত্মীয়স্বজনের বাড়ির পুজোয় অংশ নিতেও চলে আসেন। বাংলাদেশি পর্যটকরা চ্যাংরাবান্ধা ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট থেকে গাড়ি ধরে স।কপথে ভারতের নানা প্রান্তে যান। কিন্তু এখন বাংলাদেশি পর্যটকদের অপেক্ষায. চেকপোস্ট চত্বরের বাইরে সারিবদ্ধভাবে গাড়িগুলি দাঁড়িয়ে রয়েছে। অথচ অতীতে পুজোর আগে কখনও এমন দৃশ্য দেখা যায়নি। চ্যাংরাবান্ধার ছোট এক গাড়ির চালক জানালেন, ' গত অগাস্ট থেকে মানুষের আসা কমতে থাকে। আগের ভিড় আর ফিরল না। রোজ গাড়ি নিয়ে বর্ডারে এসে বসে থাকি। কিন্তু ভাড়া মেলে না। গাড়ি চালিয়ে পরিবার চলছে না। ভবিষ্যতে কী হবে জানি না।' আরেক গাড়ির চালকের গলায় আতঙ্কের সুর। তাঁর কথায়, 'নতুন গাড়ি কিনেছি। কতদিন যে গাড়ি রাখতে পারব জানি না। হয়তো গাড়ি বেচেই ঋণ মেটাতে হবে।' চ্যাংরাবান্ধা ইমিগ্রেশন সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে, চিকিৎসা ও পড়ুয়া ভিসায় যাতায়াত চললেও চ্যাংরাবান্ধা সীমান্তে পর্যটন ভিসায় কড়াকড়ি আছে। কিছু নির্দিষ্ট বন্দর যেমন হরিদাসপুর ও গেদে সীমান্ত দিয়ে পর্যটকরা যাতায়াত করছেন। উল্লেখ্য, গত বছর পুজোর দিনগুলিতে দৈনিক গড়ে পাঁচশোর

বেশি মানুষ যাতায়াত করলেও এখন তার প্রায় ৭০ শতাংশ কমে গিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। চ্যাংরাবান্ধা বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় এক কেন্দ্রের কর্মীর কথায়, 'এই পুজোতে পর্যটকদের ভিড়ে নাওয়া খাওয়ার সময় থাকত না। আর এখন দেখুন কি অবস্থা, ফাঁকা।' বৈদেশিক পর্যটকের ভিড় না থাকায় পর্যটন ব্যবসায় মন্দা দেখা দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে ইস্টার্ন হিমালয়ান ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুর অপারেটরস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি বলেন, ' প্রতি বছর পুজোর আগে পর্যটনকেন্দ্রগুলিতে বাংলাদেশি পর্যটকদের ভিড় লেগে যেত। এবার সেটা নেই। সিকিম থেকে দার্জিলিং, ডুয়ার্স সর্বত্র অগাস্ট থেকে একই অবস্থা চলছে। চিকিৎসা ভিসায় আসা কিছু মানুষ মাঝে মাঝে আসেন। তার সংখ্যাও খুবই কম।' হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্ক-এর সম্পাদক জানালেন, ' বাঙালি পুজোয় নানা জায়গায় ঘুরতে ভালোবাসেন। পুজোয় এখানে আসা বৈদেশিক পর্যটকদের অন্তত ৩০ শতাংশ বাংলাদেশি থাকতেন। কিন্তু এবার ভিসা জটিলতায় পর্যটকদের আসা সম্ভব হচ্ছে না। এতে শুধু পর্যটন নয়, হোটেল থেকে গাড়ি, বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় সহ আনুষঙ্গিক সবকিছুর ক্ষতি হচ্ছে।

পুজোয় পাহাড় থেকে কী দূরে থাকা যায়, তাই শুরু করে দিয়েছেন পর্যটকরা পাহাড়ে আসা

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৯ অক্টোবর ঃ দুর্যোগের আশঙ্কা কেটে গিয়েছে। ভারী বর্ষণের পরিবর্তে মনোরম হাওয়ার পূর্বাভাসও মিলছে। মেঘ-রোদের লুকোচুরির মাঝে কয়েকদিনের বিরতিতে হাসি ফিরেছে কাঞ্চনজঙ্ঘায়। মহাপঞ্চমীর ভি। দেখে হাসি ফিরছে পর্যটনের ওপর নির্ভরশীল ব্যবসায়ীদের মুখেও। কেননা, পুজোকে কেংদ্র করে শৈলরানিতে পা রাখা শুরু হয়েছে পর্যটকদের। সময়ের সঙ্গে কালো মাথার ভি। আরও বাড়বে, নিশ্চিত পর্যটন মহল। আস্তাবলে আর আটকে নেই ঘোড়াগুলি। সাতসকালেই ম্যালে হাজির সাদা-কালো, বিভিন্ন রংয়ের ঘোড়া। সময়ের সঙ্গে ম্যালে ভি। বেড়েছে পর্যটকদের। সওয়ারি পেয়েছে ঘোড়াগুলি। শুরু হয়েছে মহাকাল মন্দিরের রোড ধরে রাজভবনকে ডানদিকে রেখে চক্কর। সকাল ডিঙিয়ে ঘড়ির কাঁটা যত দুপুরের দিকে গড়িয়েছে, মোটরস্ট্যান্ড, চকবাজার, চৌরাস্তায় বেড়েছে ভিড়। বাঙালিদেরই সংখ্যা বেশি। ভিনরাজ্যের বাসিন্দারা যে একেবারে নেই, বলা ভুল হবে।। তবে অন্য বছরের তুলনায় অনেকটাই কম বলে জানতে পারা গিয়েছে।

বিজনবাড়ি থেকে সিটং, লোলেগাঁও থেকে কোলাখাম, হোমস্টেগুলিতেও ভিড়টা মন্দ নয়। ষষ্ঠী থেকে দশমী, ভিড়টা আরও বাড়বে, মনে করছেন স্থানীয় হোমস্টেগুলির মালকরা। শুধু দার্জিলিং বা কালিম্পং নয়, দেরিতে হলেও বেশ কিছু মানুষ সিকিমমুখী হয়েছেন। কেউ রাবাংলা, কেউ আবার গ্যাংটকের পাশাপাশি পেলিং, নামচির মতো জায়গাগুলিতে যাচ্ছেন।

দিনের পর দিন ১০ নম্বর জাতীয় সড়কের বেহাল হয়ে থাকা, প্রবল বর্ষণ এবং পুজোর সময় দুর্যোগের আশঙ্কা, সবমিলিয়ে এবারের পুজো-পর্যটন ব্যবসয় তালা লাগাবার জোগান হয়ে পড়েছিল। হোটেল বুকিংয়ের হার দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন পর্যটন ব্যবসায়ীরা। কিন্তু পুজোয় পাহাড় থেকে কী দূরে থাকা যায়, তাই শুরু করে দিয়েছেন পর্যটকরা পাহাড়ে আসা। ' গত কয়েক বছরের তুলনায় কম, কিন্তু যতটা খারাপ হবে ভাবা হয়েছিল, ততটা নয়'। এবছর ফ্লাইং ট্যুরিস্ট বেশি, বললেন কালিম্পং এক হোটেলের মালিক। তাঁর বক্তব্য, 'এখন প্রচুর পর্যটক হোটেলে এসে ঘরের খোঁজ করেছেন। তাতে বোঝা যাচ্ছে বুকিং না করে আবহাওয়া এবং পাহাড় পরিস্থিতি সম্পর্কে খোঁজ নিয়েই তাঁরা বেড়াতে এসেছেন।' একই বক্তব্য পাওয়া গেল বিজনবাড়ির অন্য একটি হোমস্টের কর্ণধারের কাছে। কোলাখাম হোমস্টে ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি অনিল গুরুংয়ের বক্তব্য, 'ঘর বুক করেই পর্যটকরা বেড়াতে আসেন। কিন্তু এবছর অনেকেই বেড়াতে এসে ঘরের খোঁজ করছেন। আশা করছি আগামী আরও লোক আসবে।' এখন নতুন করে কিছু বুকিং হচ্ছে বলে জানালেন সিকিমের এক হোটেল ব্যবসায়ী। তিনি এও বলেন, যে কারণে পর্যটকরা আসছেন। আশা করছি, দীপাবলি পর্যন্ত পাহাড়ি পর্যটন সুখদায়ক হবে।'

পায়রা ধরতে গিয়ে বিপত্তি, বোমা ফেটে গুরুতর জখম হল নাবালক

দুরন্ত বার্তা, গোদাহাট, ৯ অক্টোবর ঃ দেবীপক্ষে আবার একটা অঘটন ঘটল। বিশেষ সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে, বোমা ফেটে জখম হল নাবালক। ঘটনাস্থল উত্তর দিনাজপুর জেলার গোয়ালপোখর থানার গোদাহাট এলাকা। গোটা ঘটনায় শুরু হয়েছে পুলিশি তদন্ত। স্থানীয় সুত্রে জানা যায়, গোদাহাট এলাকায় ফিরদোস নামে এক ব্যক্তির দোকান ঘরে প্যান্ডেল তৈরির বাঁশ মজুত করে রাখা ছিল। পঞ্চমীর দিন দুপুরে বছর দশকের এক নাবালক সেই দোকান ঘরের সামনে পায়রা ধরতে যায়। ঠিক সে সময় তার পায়ের চাপে ফেটে যায় বোমা। বোমার আঘাতে গুরুতর জখম হয় নাবালকটি। তড়িঘড়ি তাকে উদ্ধার করে ভর্তি করা হয় কিশানগঞ্জের এক হাসপাতালে। বর্তমানে সেখানেই চিকিৎসাধীন নাবালকটি বলে জানতে পারা গিয়েছে। অন্যদিকে, ঘটনার পর সেখানে আসেন পুলিশ, আসে বোম স্কোয়াড। গতকাল থেকেই ঘিরে দেওয়া হয় জায়গাটি। বুধবার সকালে ফের শুরু হয় তল্লাশি। তল্লাশিতে উদ্ধার হয় একটি তাজা বোমা। সঙ্গে সঙ্গে বোমাটিকে নিস্ক্রিয় করা হয়। তবে দোকান ঘরে কীভাবে বোমা এল? তা নিয়ে ধন্দে গোটা এলাকা। এলাকাবাসীরা সঠিক তদন্তের দাবি করেছেন। যদিও পুলিশ ইতিমধ্যেই শুরু করেছেন তদন্ত। তবে আচমকা এমন ঘটনায় ষষ্ঠীর সকালে কার্যত থমথমে গোদাহাট এলাকা।

লোকালয়ে হানা রুখতে বুনোদের পাহারায় কুনকিরা

দুরন্ত বার্তা, ফালাকাটা, ৯ অক্টোবর ঃ মঙ্গলবার সকাল আটটা। ফালাকাটার বংশীধরপুর ও আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের যোগেন্দ্রনগরে জলদাপাড়া বনাঞ্চলের সীমানা ঘেঁষে টহল দিচ্ছিল কুনকি। পিঠে বসে মাহুত দিলীপ মুন্ডা। মাহুতের উদ্দেশে যোগেন্দ্রনগরের ধনঞ্জয় বর্মন বলছিলেন, ' কয়েকটা দিন এভাবে যেন একটু বাড়তি নজরদারি চলে। অনেকের ধান পাকতে শুরু করেছে। এখন জঙ্গলের হাতি ঢুকলে উসবটাই নষ্ট হয়ে যাবে।' মাহুতের জবাব এল, 'পুজোয় আমাদের ছুটি নেই। দিনরাত এভাবেই টহল চলবে।' জলদাপাড়া বনাঞ্চল লাগোয়া কুঞ্জনগর, কাদম্বিনী, বংশীধরপুর, যোগেন্দ্রনগর, মণ্ডলপাড়া, কলাবাড়িয়ায় উৎসবের দিনগুলিতে বুনোদের আটকাতে এভাবে নজরদারি চলবে বলে বনকর্তারা জানিয়েছেন। জলদাপাড়া সাউথের রেঞ্জ অফিসার রাজীব চক্রবর্তীর কথায়, 'জরুরী পরিস্থিতি ছাড়া পুজোয় বনকর্মীদের কোনও ছুটি নেই। বরং এখন হাই অ্যালার্ট জারি রয়েছে। কেউ যাতে জঙ্গলের কোনও কিছু পাচার করতে না পারে, সেজন্য কড়া নজরদারি চলছে। তেমনই জঙ্গল লাগোয়া গ্রামের মানুষের যাতে পুজো ভালোভাবে কাটে, সেজন্য চব্বিশ ঘণ্টা টহল চলছে।' এদিন বংশীধরপুর এবং যোগেন্দ্রনগরে সোলার ফেন্সিংয়ের পাশ বরাবর কুনকি দিয়ে টহল চলছিল। ওই এলাকা জলদাপাড়ার ব্যাংডাকি ঘেঁষা। এখানে সবাই চাষাবাদ করেন। এখন আমন ধানের পাশাপাশি অনেকে বেগুন, ফুলকপির মতো সবজি চাষ করেন।

বিটের অধীন। ওই বিট অফিসার অন্বেষণ চক্রবর্তী বলেন, 'জঙ্গল লাগোয়া গ্রামগুলিতে এখন ধানখেত। তাই পুজোতে যাতে কোনওভাবে জঙ্গলের হাতি গ্রামে ঢুকে না পড়ে, সেজন্য বনকর্মীদের পাশাপাশি কুনকি দিয়েও নজরদারি জারি রয়েছে।' ফালাকাটার কুঞ্জনগরে মাঝেমধ্যে হাতি ঢুকে পড়ে। পাশেই কাদম্বিনী চা বাগান। এই বাগানে গত দো৷মাস ধরে চিতাবাঘের আতঙ্ক রয়েছে। এখনও বাগানে চিতাবাঘ ধরার জন্য বন দপ্তরের একটি খাঁচা পাতা রয়েছে। এছাড়া, ফালাকাটার বংশীধরপুর গ্রাম একেবারে জঙ্গল আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের যোগেন্দ্রনগর, কলাবাড়িয়া, সুরিপাড়া, সিধাবাড়ি ইত্যাদি গ্রাম জলদাপাড়া বনাঞ্চল লাগোয়া। এখন সেখানে ধান পাকতে শুরু করেছে। আর এই ধানের লোভেই বুনো হাতি যখন তখন গ্রামে ঢুকে যেতে পারে। এমনিতে অন্য সময় গ্রামের মানুষ রাত জেগে চাষের জমি পাহারা দেন। কখনও বাজিপটকা ফাটিয়ে হাতি তাড়ান। কিন্তু প্রতিটি গ্রামে ছোট-বড় দুর্গাপুজো হয়। ফলে হাতির দল লোকালয়ে ঢুকে পড়লে পুজোর আনন্দটাই মাটি হয়ে যাবে ওই বনাঞ্চলের বাসিন্দাদের।

ওল্ড দিল্লি-গোড্ডা নিউ উইকলি এক্সপ্রেসের চালু

৯ অক্টোবর ঃ আজ, মাননীয় সাংসদ লোকসভা ডঃ নিশিকান্ত দুবে এবং মাননীয় সাংসদ মনোজ তিওয়ারি পুরাতন দিল্লি রেলওয়ে স্টেশন থেকে ট্রেন নং ১৪০৪৯৪০৫০ ওল্ড দিল্লি-গোড্ডা নিউ সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস ট্রেনটিকে পতাকা বর্ষণ করেন। শ্রী সুখবিন্দর সিং, ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার দিল্লি, কর্নেল বিক্রম সিং রানা, অ্যাড. দিল্লির ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার এবং দিল্লি ডিভিশনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারাও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এই সাপ্তাহিক ট্রেনটি দিল্লি থেকে সোমবার বিকাল ৩ টায় ছাড়বে এবং মঙ্গলবার বিকাল ৩,৪৫ টায় গোড্ডা পৌঁছবে এবং ফেরার পথে এই ট্রেনটি বুধবার সকাল ১০ টায় গোড্ডা থেকে ছাড়বে এবং বৃহস্পতিবার সকাল ৯১ৃ০ টায় দিল্লি পৌঁছাবে। এই ট্রেনের পথ চলার সময় টুন্ডলা জংশন, কানপুর সেন্ট্রাল, প্রয়াগরাজ জংশন গুত-এ স্টপেজ থাকবে। দীনদয়াল উপাধ্যায় জংশন, ভভুয়া রোড, সাসারাম, দেহরি-অন-সন, গয়া জংশন, কোডারমা জংশন, জামুয়া, নিউ গিরিডিহ, মধুপুর জংশন, জাসিডিহ জংশন, দেওঘর, কাকনি এবং হাঁসডিহা।

জলপাইগুড়ি শহর এবং শহরতলি থিম পুজো মধ্যে অন্যতম আসাম মোড়

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৯ অক্টোবর ঃ জলপাইগুড়ি শহর এবং শহরতলি এলাকার থিম পুজোগুলির মধ্যে অন্যতম আসাম মোড় তারাপাড়া সর্বজনীন পুজো। পুজোমণ্ডপের এবছরের থিম ' না হতে উমা'। উদ্যোক্তাদের দাবি, প্রতিমা দর্শন করলেই দর্শনার্থীদের কাছে থিমের বিষয়বস্তু পরিষ্কার হবে। মণ্ডপে মন্ডপে রয়েছে পুলিশে নিরাপত্তা ব্যবস্থা।আট থেকে আশি পুজো মন্ডপের পথে ভি।েপঞ্চমী সন্ধ্যায় জলপাইগুড়ি পাতকাটা কলোনী অগ্রণী সংঘ ও পাঠাগারের পূজা মন্ডপে দর্শনার্থীদের ঢল। ৬৭ তম বর্ষে এই দুর্গা পুজো সুবিশাল মণ্ডপ, প্রতিমায় রয়েছে থিম। সুন্দর কারুকার্যে মন্ডপ সু ন্দর করে ফুটিয়ে দেওয়া হয়েছে।এর সাথে জলপাইগুড়ি শহরের দিশারী ক্লাবের পুজো মন্ডপের সামনেও অসংখ্য দর্শনার্থীদের ভিড় দেখা গেছে।

ষষ্ঠীর সবজি বাজারে আগুন, বৃষ্টিই ভিলেন বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসবে

দুরন্ত বার্তা, জলপাগিনি, ৯ অক্টোবর ঃ পুজোর দিন পনেরো দিন আগে থেকে চলা তীব্র দাবদাহ এরপরেই বৃষ্টি, আর এতেই সবজি বাজারের জ্বলছে আগুন।। ষষ্ঠীর সকালে জলপাইগুড়ির বাজারে ধনেপাতা ৫০০ টাকা কিলো, রসুন ৪০০ টাকা, আলু ৩০, পেয়াজ ৭০, বেগুন ৮০, আদা ২০০, কুয়াস ৩০, গাজর ১২০, বিট ১২০, বটবটি ১০০,ফুলকপি ১২০ টাকা, লঙ্কা ১০০ টাকা কিলো বেশিরভাগ সবজি ১০০ টাকার উপরে বাজারে বিকোচ্ছে। ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয় চিন্তায়। ক্রেতাদের পকেটে টান। পুজোর মধ্যে চরম সমস্যায় সবজি কিনতে কাল ঘাম ছুটছে সাধারণ মানুষের। গত কয়েকদিন ধরে বৃষ্টির কারণে অনেক সবজি নষ্ট হওয়ার কারনে চাহিদার থেকে যোগান কম। সে কারণেই পুজোর মুখে জলপাইগুড়ি তে সব্জির বাজারে আগুন।

ষষ্ঠীর সকালে উল্টে গেল যাত্রীবাহী একটি বাস, আহত কমপক্ষে ৫

দুরন্ত বার্তা, ত্রিমোহিনী, ৯ অক্টোবর ঃ ষষ্ঠীর সকালে ভয়াবহ দুর্ঘটনা। দুর্ঘটনার শিকার একটি যাত্রীবাহী বাস। সাইকেল আরোহীকে বাঁচাতে গিয়ে উল্টে গেল বাস। জখম কমপক্ষে ৫ জন। বুধবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে হিলি থানার ত্রিমোহিনী এলাকায়। আহতদের উদ্ধার করে বালুরঘাট সদর হাসপাতালে পাঠান স্থানীয় বাসিন্দারা। নিমিষের মধ্যে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে, বালুরঘাট থেকে হিলির উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল যাত্রীবাহী বাসটি। ত্রিমোহিনীর সরকার বাদার্স গোডাউনের সামনে এক বৃদ্ধ সাইকেল আরোহীকে বাঁচাতে গিয়ে ৫১২ নম্বর জাতীয় সড়কের হাইড্রেনে সজোরে ধাক্কা মেরে উল্টে যায় বাসটি। বাসের ভেতরে থাকা ৫জন যাত্রী গুরুতর জখম হয়। কিন্তু কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। স্থানীয়রা ছুটে এসে বাস থেকে যাত্রীদের উদ্ধার করে বালুরঘাট হাসপাতালে পাঠায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় হিলি থানার পুলিশ। বাসটিকে উদ্ধার করে জাতীয় সড়ক পরিস্কার করে পুলিশই। তবে এখনও জখম বাসযাত্রীদের পরিচয় জানা যায়নি।

উত্তরবঙ্গ মেডিকেলের অনশনের ৭২ ঘন্টা পার, গণইস্তফা সিনিয়র চিকিৎসকদের

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৯ অক্টোবর ঃউত্তরবঙ্গ মেডিক্যালের অনশনের ৭২ ঘন্টা পার। বৃষ্টির

জেরে মঞ্চ বদল করে এবার অধ্যক্ষের চেম্বারের বাইরে চলছে অনশন। এদিন সকাল থেকেই গণ ইস্তফা সিনিয়র চিকিৎসকদের। অনশনকারীদের সঙ্গে দেখা করলেন গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি (সিপিএমের মহিলা সমিতি) নেতৃত্ব। তাঁদের দাবি মানুষ পরিচয়ে এসেছি। সহমর্মিতা জানাচ্ছি। অন্যদিকে গণ ইস্তফার জেরে জরুরি বৈঠকে মেডিক্যাল প্রশাসন। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে কিছুক্ষণের মধ্যেই হতে চলেছে বৈঠক। গণ ইস্তফা দিয়ে চিকিৎসকদের দাবি, হাজিরা খাতায় সই করব না। কাজ করে যাব। ছাত্রদের দাবিতে সম্মতি জানিয়ে ইস্তফা দিলাম। প্রসঙ্গত, উৎসবের আবহেও আন্দোলনের তীব্রতা বাড়িয়ে চলেছেন জুনিয়র চিকিৎসকেরা। কলকাতাতেও চলছে অনশন। অবস্থান ধর্মতলায়। রোজই যোগ দিচ্ছেন নাগরিক মহলের বড় অংশ। ডাক্তারদের আন্দোলনে পাশে দাঁড়াতে ইতিমধ্যেই আরজি করের ৫০ জন চিকিৎসক একদিন আগেই গণ ইস্তফা দেন। যা নিয়ে চাপানউতোর চলছেই। অন্যদিকে কলকাতার আন্দোলনের ঝাঁঝে আরও সিক্ত হচ্ছেন উত্তরের চিকিৎসকেরাও। শেষ পর্যন্ত সরকারের তরফে কী পদক্ষেপ করা হয় এখন সেদিকে নজর গোটা রাজ্যের। এরইমধ্যে আরজি কর কেসে প্রথম চার্জশিট জমা করেছে সিবিআই। যেখানে আবার কলকাতা পুলিশের হাতে প্রথম ধৃত সিভিককেই মূল অভিযুক্ত হিসাবে দেখানো হয়েছে। কিন্তু এ কাজ যে শুধু তাঁর একার তা এখনও মানতে পারছেন না আন্দোলনকারী চিকিৎসকদের একটা বড় অংশ। চিকিৎসা পরিসেবা স্বাভাবিক রেখে আজ জলপাইগু।তে শুরু হলো চিকিৎসকদের গন অনশন। সকাল ৯ টা থেকে রাত ৯ টা পর্যন্ত চলবে এই প্রতীকী অনশন। বুধবার সকালে জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজের অধীনে থাকা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের টিকিট কাউন্টারের পাশে করা হয়েছে অনশন মঞ্চ।এদিন চিকিৎসকদের দাবীকে সমর্থন জানিয়ে অনশনে বসেছেন জলপাইগুড়ি নাগরিক সংসদের সদস্যরা। চিকিৎসকদের দাবীকে সমর্থন জানিয়েছেন সাধারন মানুষেরাও।

মেট্রো রেলওয়ে জাতির প্রতি তার ৪০ গৌরবময় সেবার বছর উদযাপন করছে

কলকাতা, ৯ অক্টোবর ঃ মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা ২৪.১০.২০২৪ তারিখে জাতির জন্য ৪০ গৌরবময় বছর পূর্ণ করতে চলেছে। ২৪.১০.১৯৮৪ তারিখে সূচনা হওয়ার পর থেকে, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা, ভারতের প্রথম মেট্রো সিস্টেম দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়েছে এবং লক্ষ লক্ষ যাত্রীকে নিরাপদে তাদের গন্তব্যে নিয়ে গেছে। এসপ্ল্যানেড থেকে ভবানীপুর (বর্তমানে নেতাজি ভবন) পর্যন্ত মাত্র ৩.৪ কিলোমিটার প্রসারিত মেট্রো রেলওয়ের এখন ৫৮.৬ কিলোমিটারের একটি নেটওয়ার্ক রয়েছে যা শহরের বিভিন্ন কোণে সংযোগ করে। কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, মেদিনীপুর, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং অন্যান্য রাজ্যের হাজার হাজার যাত্রী প্রতিদিন মেট্রোতে গঙ্গা নদীর তলদেশে যাতাযাত করছেন। ভূ-পৃষ্ঠের নিচ থেকে নদীর তলদেশে এই রূপান্তর, উভয় দেশেই প্রথমবারের মতো, আমাদের মেট্রোকে দেশের একটি বিশেষ করে তুলেছে। আগামী দিনে মেট্রো বিমানবন্দর, রাজারহাট, নিউ টাউন এবং আরও অনেক নতুন এলাকাকে সংযুক্ত করতে চলেছে যাতে জীবনযাত্রা সহজ এবং দ্রুত হয় এবং সেইসাথে লক্ষাধিক মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি হয়। ম্যাস র‍্যাপিড ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমের (এমআরটিএস) ক্ষেত্রে মশালবাহী হওয়ার কারণে, 'লাইফলাইন অফ কোলকাতা'-এর ৪০ বছর পূর্ণ হওয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ উপলক্ষ এবং সমস্ত স্টেকহোল্ডারদের জন্য গর্বের বিষয় হতে চলেছে। এই উপলক্ষে, মেট্রো রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ ১৮ অক্টোবর থেকে ২৪ অক্টোবর, ২০২৪ পর্যন্ত এটিকে একটি জমকালোভাবে উদযাপন করার জন্য বিস্তৃত পরিকল্পনা করেছে। এই অনুষ্ঠানের জন্য একটি লোগো ইতিমধ্যেই প্রস্তুত করা হযেছে এবং বিভিন্ন প্রতিযোগিতা, হেরিটেজ ওয়াক, ওয়াকথন, প্রদর্শনী, সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা। ইত্যাদি একটি স্মরণীয় উপলক্ষ করার জন্য পরিকল্পনা করা হয়েছে. বিশেষ ফিল্ম তৈরি করা হয়েছে যেখানে প্রতিদিনের যাত্রী থেকে সেলিব্রিটিরা আমাদের নিজস্ব মেট্রো সম্পর্কে তাদের মতামত শেয়ার করেছেন। এই উদযাপনের সময় একটি বিশেষ কভার এবং স্ট্যাম্পও প্রকাশ করা হবে।

বকেয়া না পেয়ে ম্যানেজারকে টেনে এনে জাতীয় সড়ক অবরোধ

দুরন্ত বার্তা, বানারহাট, ৯ অক্টোবর ঃ আজ মহাষষ্ঠী আর সেই লগ্নে উত্তরের চা বলয়ে শ্রমিক মহল্লায় বিষাদের সুর। দুগোৎসবের শামিল না হয়ে রাজ্য সড়ক অবরোধ করে প্রতিবাদে শামিল চা শ্রমিকরা দশ শতাংশ বোনাস প্রদান হলেও এবার তিনটি পাক্ষিক পারিশ্রমিক না দেওয়ায় চা বাগানের ম্যানেজার জাতীয় সড়কে নিয়ে এসে পথ অবরোধ করলো বানারহাটের তোতাপাড়া চা বাগানের শ্রমিকরা। মঙ্গলবার সকালে বানারহাটের এলআরপি মোরে রাস্তার ওপর বসে পড়েন শ্রমিকরা।সেইসাথে চা বাগানের ম্যানেজারকে তার অফিস থেকে হাটিয়ে রাস্তায় নিয়ে আসা হয়। জানা গেছে ১০ শতাংশ বোনাস প্রদান হলেও এখনো তাদের পারিশ্রমিক বাকি রয়েছে। মঙ্গলবার সকালের মধ্যে সেটা প্রদান করার কথা ছিল চা বাগান কর্তৃপক্ষের। তবে বাগান কর্তপক্ষের তরফে বকেয়া মিটিয়ে না দেওয়ার এদিন শুরু হয় নতুন করে আন্দোলন। ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়েছে বানারহাট থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত অবরোধ চলছে।

রাশিয়ার তেলের ভাণ্ডারে হামলা! মস্কোকে অস্বস্তিতে ফেলল ইউক্রেন

৯ অক্টোবর ঃ রাশিয়ার নিয়ন্ত্রণে থাকা ক্রাইমিয়ার তেলের ভাণ্ডারে হামলা চালাল ইউক্রেন! এমনই দাবি কিয়েভের। ২০১৪ সালে ক্রাইমিয়া দখল করেছিল মস্কো। সেখান থেকে যুদ্ধক্ষেত্রে রাশিয়াকে তেল সরবরাহ করা হত। এবার সেখানে হামলা চালিয়ে রাশিয়াকে অস্বস্তিতে ফেলল ইউক্রেন। এমনটাই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। ইউক্রেনের তরফে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, রুশ সেনাকে এখানকার টার্মিনালের মাধ্যমে জ্বালানি পৌঁছে দেওয়া হত। মস্কোর জ্বালানি কেন্দ্রে হামলা চালিয়ে রাশিয়াকে ছত্রভঙ্গ করাই তাদের উদ্দেশ্য। রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, গুলি করে ১২টি ইউক্রেনীয় ড্রোন নামিয়েছে রুশ সেনা। সব মিলিয়ে ২১টি ড্রোন পাঠিয়েছিল কিয়েভ। গত ২ বছর ধরে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ অব্যাহত রয়েছে। ২০২২ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি প্রথমবার ইউক্রেনের আকাশে দেখা মেলে রুশ রণতরীর। সেই থেকে শুরু। সেপ্টেম্বরের শুরুতে রাশিয়ার মস্কো সহ একাধিক শহর লক্ষ্য করে ড্রোন হামলা চালায় ইউক্রেন। যদিও রাশিয়ার নিরাপত্তাবাহিনীর দাবি, সেই হামলা প্রতিহত করেছে তারা। ইউক্রেনের ১৫৮টি ড্রোন ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। এই হামলার জেরে মস্কোর একটি তেল শোধনাগারে আগুন লাগে বলে জানা গিয়েছিল।

গাজার মতো হাল হবে', লেবাননকে হুঁশিয়ারি নেতানিয়াহুর

৯ অক্টোবর ঃ 'গাজার মতো হাল হবে', লেবাননকে এমনই হুঁশিয়ারি দিলেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিযাহু। একটি ভিডিও বার্তায় তিনি লেবাননের জনগণকে হেজবোল্লার কবল থেকে মুক্ত করার আহ্বান জানিয়েছেন। অন্যথায় 'গাজা মতো ধ্বংস' হবে বলে সতর্ক করেছেন। লেবাননের জনগণের উদ্দেশ্যে নেতানিয়াহু বলেছেন, 'আপনাদের বলছি দেশকে হেজবোল্লার কবল থেকে মুক্ত করুন, যাতে এই যুদ্ধ শেষ হয়। হেজবোল্লাকে লেবাননের সীমানার মধ্যে কাজ করার অনুমতি দিলে গাজার মতো পরিণতি হতে পারে। ধ্বংস ও দুর্ভোগের দিকে যাওয়ার আগে আপনাদের কাছে সুযোগ

রয়েছে লেবাননকে বাঁচানোর।' এদিকে, লেবাননে ১০ হাজার সেনা পাঠাল ইজরায়েল। আইডিএফের দাবি, বিমানহানার পাশাপাশি লেবাননে ঢুকে 'গ্রাউন্ড অপারেশন' শুরু করে দিয়েছে তারা। বেশ কয়েকটি সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ৬ অক্টোবর ১০ হাজার সেনাকে লেবাননে পাঠানো হয়েছে। উত্তর লেবাননে ইজরায়েলি সেনাকে বাধার মুখে পড়তে হয়েছে। তা প্রতিরোধের জন্য ওই অঞ্চলে বিপুল সংখ্যক সেনা মোতায়েন করল বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর সরকার। এদিকে, দক্ষিণ লেবাননে হিজবুল্লার ১২০টি ডেরা গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে হেজবোল্লার ১৩০টি ডেরাও দখল করা হয়েছে বলে দাবি ইজরায়েলের।

এএফসি ইস্যুতে বাগানের পাশে প্রাক্তনীরা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ অক্টোবরঃ গত ২ অক্টোবর ট্র্যাক্টর এফসি-র বিরুদ্ধে ইরানের তাব্রিজে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ২-এর ম্যাচে খেলতে নামার কথা ছিল মোহনবাগান সুপার জায়ান্টদের। খেলতে যায়নি বাগান শিবিরের খেলোয়াড়রা। ইরানে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে ফুটবলাদের নিরাপত্তাই মূল কারণ হিসেবে দেখিয়েছিল সবুজ-মেরুন শিবির। পরবর্তীতে এএফসি-র তরফে বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়, এসিএল টু থেকে মোহনবাগান সরে দাঁড়িয়েছে। ফলে বাগান শিবিরের খেলা ম্যাচ বাতিল হিসাবে ধরা হবে। এবার এই ইস্যুতে মোহনবাগানের পাশে দাঁড়াল ভারতের প্রাক্তন ফুটবলারদের এক সংস্থা। ট্র্যাক্টর এফসি-র বিরুদ্ধে ম্যাচের আগের দিন সাংবাদিক বৈঠকে মোহনবাগানের কোচ এবং ফুটবলার উপস্থিত না থাকায়, এএফসি-র তরফে বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়, এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-তে ট্র্যাক্টর এসসির বিরুদ্ধে খেলতে ইচ্ছাকৃত ভাবে ইরান যায়নি মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। বিষয়টি এএফসি-র সংশ্লিষ্ট কমিটিতে পাঠানো হয়েছিল পর্যালোচনার জন্য। সোমবার এফসির তরফে জানানো হয়, অনুচ্ছেদ ৫.২ লঙ্ঘন করেছে মোহনবাগান। আর সেই মতো ধরে নেওয়া হয়েছে মোহনবাগান এসিএল টু-এর থেকে নিজেদের নাম

প্রত্যাহার করেছে। তাই এসিএল টুতে বাগান শিবিরের খেলা ম্যাচ বাতিল হিসাবে ধরা হবে। এসিএল টু খেলার জন্য যে ফুটবলারদের নাম নথিভুক্ত করা হয়েছিল, তাঁরা প্রত্যেকেই ক্লাবকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন, প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে তাঁরা ইরান যেতে রাজি নন। মোহনবাগান ম্যানেজমেন্টের তরফে সেই চিঠি পাঠানো হয়েছিল এএফসিকে। সেই মুহূর্তে সফর বাতিল করা হয়। মাঠে হাজির না থাকার কারণে নিয়ম অনুযায়ী ট্র্যাক্টর এফসিকে ৩ পয়েন্ট দিয়ে দেওয়া হয়। এই বিষয়ে মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের পাশে দাঁড়াল পিএফএ ইন্ডিয়া তথা ভারতের প্রাক্তন ফুটবলারদের এক সংস্থা। এর তরফে এক বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়েছে, ইরানে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি বজায় থাকায় ফুটবলারদের সেখানে গিয়ে না খেলার সিদ্ধান্তকে সমর্থন জানাচ্ছি আমরা। এএফসির ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে বলা হয় ফুটবলারদের সুরক্ষার বিষয়ে কেন গুরুত্ব দেওয়া হল না। প্রসঙ্গত এএফসি-র এই সিদ্ধান্ত নিয়ে ক্ষোভ উগড়ে দেন বাগান সচিব দেবাশীষ দত্ত। এক সংবাদ মাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন, ''আমরা সম্পূর্ণ বিষয়টা জানার পর লিগাল সেলকে পাঠিয়েছি। তারা বিষয়টা দেখছে, পরবর্তী পদক্ষেপ কি হবে সে বিষয়ে পর্যালোচনা করছে। তবে আমাদের কাছে প্রথম এবং প্রধান লক্ষ্য ছিল খেলোয়াড়দের সুরক্ষা। যে দেশে যুদ্ধ হচ্ছে সেদেশে সবাই জানে সুরক্ষার কোন বিষয় নেই। তাই সেখানে টিম পাঠানোর কোন প্রশ্নই আসেনি। সেটাই আমরা এএফসিকে জানিয়েছিলাম।''

বোধনের দিনই লিগ চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গল!

দুরন্ত বার্তা, ৯ অক্টোবরঃ বোধনের দিনই সুখবর ইস্টবেঙ্গল শিবিরে। একদিকে যখন ইন্ডিয়ান সুপার লিগে মরশুমের শুরু থেকে টানা চার ম্যাচ হেরে লিগ টেবিলের সবার তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে লাল-হলুদ শিবির। তখনই কলকাতা ফুটবল লিগে মশালের আগুন দাউ দাউ করে জ্বালিয়ে তুলল ক্লাডিয়াস সরণির এই ক্লাব। যদিও মশাল ব্রিগেডের লিগ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পিছলে ঘটে গেল একাধিক নাটকীয় ঘটনা। ঘটনার শুরু ২০ সেপ্টেম্বর কলকাতা ফুটবল লিগে অনুষ্ঠিত হয় 'মিনি ডার্বি' কেন্দ্র করে। সেদিন কল্যাণী স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হয়েছিল ইস্টবেঙ্গল বনাম মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব। ম্যাচ শেষ হতেই উত্তাপ বাড়তে শুরু করে বাংলা ফুটবলে। সুপার সিক্সের এই ম্যাচে সম্পূর্ণ সময় শেষে অমীমাংসিত ফলাফলে শেষ হয়েছিল। যারফলে পয়েন্ট ভাগাভাগি করেই মাঠ ছাড়তে হয়েছিল উভয়পক্ষকে। কিন্তু পরবর্তীতে বদলে যায় গোটা পরিস্থিতি। আইএফএ-র নতুন নিয়ম অনুযায়ী, প্রতিটি দলকে ৯০ মিনিটের জন্য মাঠে ৪ জন করে 'ভূমিপুত্র' খেলাতে হবে। তবে ইস্টবেঙ্গলের অভিযোগ তাঁদের বিপক্ষে ম্যাচে সেই নিয়ম মানেনি মহামেডান এসসি। বিধি ভঙ্গের অভিযোগ তুলে আইএফএ-তে অভিযোগ জানিয়েছিল ক্লাব। এই নিয়ে গতকাল আইএফএ-এর ডিসিপ্লিনারি কমিটির তরফে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় আইএফএ-এর নিয়ম লঙ্ঘন করেছে মহামেডান। তাই ম্যাচের সম্পূর্ণ পয়েন্ট দিয়ে দেওয়া হয় লাল-হলুদ ব্রিগেডকে। যার ফলে কলকাতা ফুটবল লিগ জয়ের সম্ভাবনা কয়েক গুণ বেড়ে গিয়েছিল ইস্টবেঙ্গলের। তবে এক্ষেত্রে আবেদন করতে হয় ম্যাচের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে। এক্ষেত্রে তা হয়নি। সেই কারণে আইএফএ ডিসিপ্লিনারি কমিটির এই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে মহমেডান কর্তারা। তবে এর মধ্যেও ঘটল বিপত্তি, আইএফএ-এর সিদ্ধান্ত নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে কলকাতা লিগ থেকে নাম তুলে নিল ডায়মন্ড হারবার এফসি। জানা গিয়েছে, নাম প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত জানিয়ে আইএফএর কাছে চিঠি দেবে ক্লাব কর্তৃপক্ষ। ১৪ অক্টোবর ইস্টবেঙ্গলের বিপক্ষে খেলতে নামার কথা ছিল সদ্য আই লিগ তৃতীয় ডিভিশনে চ্যাম্পিয়ন হওয়া ডায়মন্ড হারবার এফসি। ফলে এই ম্যাচ না হলে কলকাতা ফুটবল লিগ চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গল। এবার শুধু আইএফএ-এর তরফে সরকারি ভাবে ঘোষণার অপেক্ষা। তাহলে ২০১৭ সালের পর ফের ক্লডিয়াস সরণির এই ক্লাবে আসবে কলকাতা লিগের চ্যাম্পিয়ন ট্রফি। আর তা নিয়েই ক্ষুব্ধ হয়ে ডায়মন্ড হারবার এফসির অভিযোগ কলকাতা লিগে ব্যাপক নোংরামি করছে আইএফএ। এই নিয়ে আগেই ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মানস ভট্টাচার্য জানিয়েছিলেন, আইএফএ যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে মহামেডান এর বিরুদ্ধে তাতে আমাদের ভাবতে হবে, এর পরে সত্যই আর কলকাতা লিগে খেলা উচিত নয়। ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে পুরো বিষয়টা জানিয়েছি। উনি যা সিদ্ধান্ত নেবেন, সেটাই চূড়ান্ত হবে। অন্যদিকে এই ঘটনার প্রতিবাদ জানাতে নজির বিহীন সিদ্ধান্ত নিয়েছে মোহনবাগান শিবির। আসন্ন আইএফএ শিল্ডে অংশ নেবে না তাঁরা। এই নিয়ে ইতিমধ্যে আইএফএকে একটি চিঠি দিয়েছে বলে জানিয়েছেন বাগান সচিব দেবাশীষ দত্ত।

বাদ গেলেন না ক্যাপ্টেন, ট্রফি নিয়ে সরফরাজ-পৃথ্বীদের সঙ্গে ডান্স ফ্লোরে রাহানে

মুম্বই, ৯ অক্টোবরঃ আর দিন দুয়েক পর শুরু হবে রঞ্জি ট্রফি। ১১ অক্টোবর বরোদার বিরুদ্ধে মুম্বইয়ের ম্যাচ। তার আগে ইরানি ট্রফি জয়ের খুশিতে মত্ত অজিঙ্ক রাহানে, সরফরাজ খানরা। রঞ্জি ট্রফিতে অন্যতম সফল দল মুম্বই। এ বার ইরানি কাপে অবশিষ্ট ভারত একাদশকে হারিয়েছে রাহানের নেতৃত্বাধীন মুম্বই। ১৯৯৭-৯৮ মরসুমে শেষ বার ইরানি কাপ এসেছিল মুম্বই শিবিরে। অনেক বছর পর মুম্বইয়ে এসেছে সেই ট্রফি। রঞ্জি সফর শুরুর আগে ইরানি কাপ জয়ী মুম্বই টিমের সদস্যদের সংবর্ধনা দিয়েছে মুম্বই ক্রিকেট

অ্যাসোসিয়েশন। সেখানে নাচে-গানে মেতে ওঠেন সরফরাজ-পৃথ্বীরা। বাদ যাননি ক্যাপ্টেন রাহানেও। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে মুম্বইয়ের ক্রিকেটারদের ইরানি কাপ ট্রফি নিয়ে সেলিব্রেশনের ভিডিয়ো। গানের তালে নাচ করতে দেখা যায় মুম্বই টিমের সদস্যদের। ট্রফি নিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে নাচতে দেখা যায় সরফরাজদের। সেই দৃশ্য আবার শ্রেয়স আইয়ারকে ক্যামেরাবন্দি করতে দেখা যায়। মুম্বইয়ের ক্রিকেটাররা যেখানে সেলিব্রেট করছিলেন, তার পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন সরফরাজ খানের বাবা নওশাদ খান। পৃথ্বী শ-কে দেখা যায় ক্যাপ্টেন রাহানের হাত ধরে তাঁকেও নাচ করতে বাধ্য করেছেন। রাহানেকে সচরাচর এই মেজাজে দেখা যায় না। কিন্তু দলের সকলে যে ভাবে ট্রফি নিয়ে সেলিব্রেশন করছিলেন, তাতে রাহানে নিজেকে আটকে রাখতে পারেননি। নেটদুনিয়ায় ভাইরাল হয়েছে সরফরাজ-শ্রেয়সদের সেলিব্রেশনের ভিডিয়ো।

পাঁচ বছর পর ক্যাপ্টেন ঈশান কিষাণ, সহ অধিনায়ক বিরাট

রাঁচি, ৯ অক্টোবরঃ ঘরোয়া ক্রিকেটে প্রবল বিতর্ক থেকে জাতীয় দলে সুযোগের অপেক্ষা। কোনও চেষ্টাতেই আর ফাঁক রাখতে নারাজ ঈশান কিষাণ। এবার রঞ্জি ট্রফিতে ফিরলেন। তাও আবার ক্যাপ্টেন হিসেবে! গত মরসুমে রঞ্জি ট্রফি না খেলে আইপিএলের প্রস্তুতি সারছিলেন ঈশান কিষাণ। মুম্বইয়ের ঘরোয়া টি-টোয়েন্টি ডিওয়াই পাটিল টুর্নামেন্ট খেলে আইপিএলে খেলেছিলেন। তাঁর আচরণে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন বোর্ড কর্তারা। বার্ষিক কেন্দ্রীয় চুক্তি থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় ঈশানকে। সকল ক্রিকেটারদের বার্তা দেওয়া হয়েছিল, জাতীয় দলের পুলে যাঁরা রয়েছেন, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে না থাকলে ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলতেই হবে। অবশেষে এ বার দলীপ ট্রফি দিয়ে ঘরোয়া ক্রিকেটে প্রত্যাবর্তন হয়েছে। খেলেছেন ইরানি কাপেও। রঞ্জি ট্রফিতে এক মরসুম মিস করে ফিরলেন। দীর্ঘ পাঁচ বছর পর ক্যাপ্টেনও হলেন ঝাড়খণ্ডের এই কিপার-ব্যাটার। আপাতত দু-ম্যাচের জন্য স্কোয়াড ঘোষণা করেছে ঝাড়খণ্ড ক্রিকেট সংস্থা। তাতে অধিনায়ক করা হয়েছে ঈশান কিষাণকে। গত মরসুমে ঝাড়খণ্ডকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বিরাট সিং।

বোধনের দিনই কুককে টপকে শেকড় থেকে শিখরে পৌঁছালেন জো রুট

মুলতান, ৯ অক্টোবরঃ ক্রিকেটের বনেদী ফরম্যাটের ইতিহাসে অন্যতম সেরা ক্রিকেটার তিনি। বর্তমানে জনপ্রিয়তার নিরিখে 'ফ্যাব ফোরের' মধ্যে আলোচনায় তাঁর নামটা শোনা যায় ক্ষীণ স্বরে। অথচ নিজের কাজটি ঠিকই গুছিয়ে নিচ্ছেন তিনি। চলতি পাকিস্তান বনাম ইংল্যান্ড সিরিজে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে জোড়া শতরানের সৌজন্যে ৫৫৬ রানের রেকর্ড গড়ে শান মাসুদের দল। জবাবে আজ ব্যাট করতে নেমে শুরুতেই দুই উইকেট হারানো ইংল্যান্ড দলের 'পরিত্রাতা' হয়ে উঠলেন জো রুট। মুলতানে প্রথম ইনিংস খেলতে নেমে ১৩৮ রান করে এখনও অপরাজিত আছেন তিনি। এর পাশাপাশি সাবেক অধিনায়ক আলিস্টার কুককে টপকে ইংল্যান্ডের সব থেকে বেশি সেঞ্চুরি এখন তাঁরই দখলে। ফ্যাব ফোরের স্টিভেন স্মিথ, বিরাট কোহলি ও কেন উইলিয়ামসনের সাথে একটা সময়ে পাল্লা দিয়ে রান তুলেছেন জো রুট। তবে সাদা বলের ক্রিকেটে সেভাবে নিজেকে মেলে ধরতে না পারলেও লাল বলের ক্রিকেট বাকি তিনজনকে ছাপিয়ে গিয়েছেন তিনি। গত আগস্টে লর্ডসে ইংল্যান্ড-শ্রীলঙ্কা সিরিজেও ভালো ছন্দে ছিলেন তিনি। এবার সেই ছন্দ ধরে রেখেই পাকিস্তান সফরটা শুরু করলেন একগুচ্ছ রেকর্ড দিয়ে। এদিন পাকিস্তানের পর্বতসম রানের জবাবে ব্যাট করতে নেমে ১৬০ বল খেলে নিজের শতরান পূরণ করেন জো রুট। শুরু থেকেই শাহীন আফ্রিদি-নাসিম শাহদের ওপর চড়ে বসতে দেখা যায় এই ইংলিশ ব্যাটারকে। দিনের শেষে ২২১ বল খেলে ১৪১ রানে অপরাজিত রয়েছেন তিনি। তবে রুটের পাশাপাশি রান পেয়েছেন জ্যাক ক্রলি (৭৮) এবং হ্যারি ব্রুক (৯৯)। রুট এবং ব্রুকের ৪০০ রানের গণ্ডি টপকেছে ইংল্যান্ড। টেস্ট ক্রিকেটে ইংল্যান্ডের সবচেয়ে বেশি রানের মালিক হতে ৭১ রান দরকার ছিল রুটের। প্রথম সুযোগেই সেই কাজটা সেরে ফেললেন ৩৩ বছর বয়সী ব্যাটসম্যান। কুকের ১২৪৭২ রান ছাড়িয়ে রুটই এখন রানসংখ্যায় ইংল্যান্ডের সর্বকালের সেরা। এছাড়াও কুকের আর একটি রেকর্ডও ভেঙেছেন রুট। এখনও পর্যন্ত ইংল্যান্ড ক্রিকেটের

ইতিহাসে সব থেকে বেশি টেস্ট সেঞ্চুরি(৩৩) ছিল কুকের দখলে। আজকের শতরান পর এই রেকর্ডের নতুন অধিকারী এখন রুট (৩৪ টেস্ট সেঞ্চুরি)। রুট কুককে ছাড়িয়ে গেলেন ১৪ টেস্ট ও ২৩ ইনিংস কম খেলেই। কুক ১২৪৭২ রান করেছেন ১৬১ টেস্টের ২৯১ ইনিংসে। রুটকে খেলতে হলো ১৪৭ টেস্টের ২৬৮ ইনিংস। প্রথম ইনিংসে ব্যাট হাতে সফল হওয়ার পর বল হাতে চূড়ান্ত ব্যর্থ পাকিস্তান। এদিন ঘরের মাঠে একটি করে উইকেট তুলতে সক্ষম হয়েছেন নাসিম শাহ, শাহীন আফ্রিদি, আমির জামাল। বাকি আব্রার আহমেদ, সাইম আয়ুব চূড়ান্ত ব্যর্থ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে এদিন কুককে পেছনে ফেলে ইংলিশ রেকর্ড গড়া রুট টেস্ট ইতিহাসে সর্বকালের শীর্ষ পাঁচেও উঠে গেছেন। তাঁর ওপরে আছেন সচিন তেন্ডুলকার, রিকি পন্টিং, জ্যাক ক্যালিস ও রাহুল দ্রাবিড়। লাল বলের খেলায় তিনি প্রখর সূর্যের মতই তেজোদ্দীপ্ত মেশিনের মত ক্লান্তিহীন রান করে চলছেন, ভেঙে দিচ্ছেন একের পর এক রেকর্ড। বয়সটা এখন মাত্র ৩৩, তাঁর দৌড় তাই সহসা থামার কথা নয়। সেক্ষেত্রে হয়তো মহারথীর পর্যায়ে নিয়ে যাবেন এই তারকা ব্যাটার।

চোটের চিন্তায় জর্জরিত, বিশ্রামের ফাঁকে ফাঁকেই খেলতে হচ্ছে মেসিকে!

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

'আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন।' জীবনানন্দ দাশের কবিতার এই লাইন কি পড়েছেন লিওনেল মেসি? না পড়ার সম্ভাবনা শতভাগ। পড়া থাকলে হয়তো মায়ামির সৈকতে দাঁড়িয়ে আটলান্টিকের বিস্তৃত জলরাশিতে তাকিয়ে আনমনে লাইনটি আওড়াতেন। খেলতে খেলতে মেসির ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ার দৃশ্য তো নতুন নয়। গত বছরের সেপ্টেম্বরে ফেরা যাক। সেদিন এমএলএসে টরন্টোর বিপক্ষে ম্যাচে প্রথমার্ধে চোট পেয়ে মাঠ ছাড়েন মেসি। এমনকি মাঠ ছাড়ার আগেই স্বভাববিরুদ্ধভাবে পায়ের শিনগার্ডও (পায়ে থাকা সুরক্ষা গার্ড) খুলে ফেলেন। ক্লান্তিতে বিধ্বস্ত মেসির দিকে তখন যেন তাকানো যাচ্ছিল না। সবকিছু ছাপিয়ে গিয়েছিল বেঞ্চে বসা মেসির ক্লান্ত মুখের একটি ছবি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সেই ছবি ভাইরালও হয়েছিল। এটুকু তবু মেনে নেওয়া যায়। কিন্তু কোপা আমেরিকা ফাইনালে যা ঘটল, তা হয়তো কারও প্রত্যাশায় ছিল না। কলম্বিয়ার বিপক্ষে ম্যাচের ৬৩ মিনিটে চোট নিয়ে মাঠ ছাড়েন মেসি। এমন চোট মোটেই অপ্রত্যাশিত ছিল না। কাতার বিশ্বকাপের পর থেকে মেসি একরকম চোটের সঙ্গেই ঘর করছেন। কিন্তু সেদিন মেসিকে বেঞ্চে বসে শিশুর মতো কাঁদতে দেখা গেল। এভাবে ভেঙে পড়তে দেখা তাঁর ভক্ত-সমর্থকদের তো বটেই, সাধারণ দর্শকদের জন্যও ছিল হৃদয় ভাঙার মতো দৃশ্য। অথচ ফুটবলে মেসির আর কোনো অপূর্ণতা নেই। অধরা নেই কোনো শিরোপাও, জিতেছেন সম্ভাব্য সবকিছু। কাতার বিশ্বকাপের পর অবসরে চলে গেলেও মেসির অর্জনের ভান্ডার থেকে একটি শিশিরকণাও কেউ কেড়ে নিতে পারত না। মেসি নিজেই বলেছেন, ফুটবলে তাঁর আর চাওয়া-পাওয়ার কিছু নেই। তবু কেন সেই কান্না! কে জানে, সেদিন হারের শঙ্কায়, চোটের বেদনায়, নাকি বিদায়ের চোখরাঙানিতে অঝোরে কেঁদেছিলেন মেসি! কান্নার পেছনে কারণটা যা-ই হোক, এই ঘটনা মেসির ভবিষ্যৎ নিয়ে নতুন ভাবনাকে উসকে দিয়েছে। বিশেষ করে ২০২৬ বিশ্বকাপে মেসিকে দেখার যে প্রত্যাশা, সেটি জিইয়ে রাখতেই তাঁকে নিয়ে এত ভাবনা। মেসির চোটের ইতিহাস অন্তত তেমন কিছুই বলছে। ফুটবলবিষয়ক ওয়েবসাইট ট্রান্সফারমার্কেট জানিয়েছে, ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে এখন পর্যন্ত মেসি চোটে পড়েছেন ছয়বার। এর মধ্যে

কোপার ফাইনালে চোটে পড়ে সবচেয়ে দীর্ঘ সময় ছিলেন মাঠের বাইরে। সর্বশেষ এই চোটে সব মিলিয়ে মেসি মাঠের বাইরে ছিলেন ৫৮ দিন। তবে সব মিলিয়ে ক্যারিয়ারে এর চেয়ে বেশি সময়ের জন্য মেসি মাঠের বাইরে ছিলেন মাত্র দুবার। বয়স ও ফিটনেস বিবেচনায় নিলে মেসির সাম্প্রতিক এই চোট দুশ্চিন্তায় ফেলার মতোই। চোট কাটিয়ে সেপ্টেম্বরে মেসি মাঠে ফিরলেও সব যে ঠিক হয়ে গেছে, তা নয়। তাঁর চোটের সাম্প্রতিক ইতিহাস বলছে, যেকোনো সময় আবারও একই বিপদ হাজির হতে পারে। ফলে মেসিকে নিয়ে আর্জেন্টিনা ও ইন্টার মায়ামি-উভয় দলকেই থাকতে হচ্ছে সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থায়। আর্জেন্টিনা দলের কথাই ধরা যাক। কোপার ফাইনালের পর মেসিকে ছাড়াই খেলতে হয়েছে কোচ লিওনেল স্কালোনিকে। সেপ্টেম্বরে আন্তর্জাতিক বিরতিতে আর্জেন্টিনার ম্যাচে ছিলেন না মেসি। তবে এটাই হয়তো এখন আর্জেন্টিনা দলের জন্য 'নিউ নরমাল' হতে যাচ্ছে। অর্থাৎ দলের প্রয়োজন এবং অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে খেলাতে হবে অধিনায়ককে। মেসির চোট, ক্লান্তি ও বিশ্রাম-এ বিষয়গুলো মাথায় রেখেই কাজটি করতে হবে স্কালোনিকে। এ ক্ষেত্রে শুধু মেসির জায়গায় আরেকজনকে খেলানো নয়, কৌশল ও স্টাইলেও নতুনত্ব আনতে হবে আর্জেন্টাইন এই কোচকে। সেটি কেমন হতে পারে, সেই ইঙ্গিত সেপ্টেম্বরের ম্যাচ দুটিতেই দেখা গেছে। স্কালোনির অধীন আর্জেন্টিনা দলে মেসিকে দেখা গেছে মাঠজুড়ে খেলতে। কখনো মাঝমাঠে খেলা তৈরি করেছেন আবার কখনো ডান প্রান্তে সরে গিয়ে আক্রমণে উঠেছেন। পূর্ণ স্বাধীনতা নিয়েই খেলেছেন মেসি। তবে কলম্বিয়া ও চিলির বিপক্ষে এই স্বাধীনতা উপভোগ করার সুযোগ ছিল না স্কালোনির। ফলে 'ডাবল নাইন' হিসেবে হুলিয়ান আলভারেজ ও লাওতারো মার্তিনেজকে খেলাতে হয়েছে তাঁকে। কৌশলগত এই পরিবর্তনের কারণে মাঠজুড়ে আরও কিছু পরিবর্তন আনতে হয়েছিল স্কালোনিকে। দায়িত্বের পরিবর্তনের কারণে রদ্রিগো দি পলকেও দেখা গিয়েছিল নতুন ভূমিকায়। ফাইনাল থার্ডে অনেক সময় সূত্রধর হয়ে কাজ করতে দেখা গেছে তাঁকে। মূলত অ্যালেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টারের সঙ্গে মিলে খেলা তৈরি করার কাজটি করতে হয়েছিল দি পলকেই। এই দুই ম্যাচে অবশ্য মেসির পরিবর্তে আক্ষরিক অর্থে দেখা গিয়েছিল নিকোলসা গঞ্জালেসকে। যদিও একেবারেই ভিন্ন দায়িত্ব নিয়ে খেলতে হয়েছে তাঁকে এবং সেটা স্বাভাবিকও। শুধু মেসিই নয়, স্থায়ীভাবে আনহেল দি মারিয়ার অবসরে যাওয়ার কারণেও দল নিয়ে নতুন করে ভাবতে হচ্ছে স্কালোনিকে। মেসিকে ছাড়া দলকে সামলানো কতটা কঠিন, সেটা জানাতে গিয়ে স্কালোনি বলেছিলেন, ''আর (মেসির) ওপর নির্ভর না করাটা একটা দলের জন্য কঠিন। কারণ, সে একজন অসাধারণ ফুটবলার।'' পাশাপাশি অবশ্য মেসিকে ছাড়া পথ চলতে শেখার কথাও বলেছিলেন স্কালোনি। যদিও কাজটা যে কঠিন, সেই প্রমাণ কলম্বিয়ার সঙ্গে হেরে গিয়ে দিয়েছে দলটি। এখন মেসিকে সঙ্গে নিয়ে পরের দুই ম্যাচে স্কালোনির কৌশল কেমন হবে, সেটিও অনেক কিছু পরিষ্কার করে দেবে। বিশ্বকাপ বাছাইয়ে ১১ অক্টোবর ভেনেজুয়েলার মুখোমুখি হওয়ার পর ১৬ অক্টোবর বলিভিয়ার বিপক্ষে খেলবে আর্জেন্টিনা। স্কালোনিকে অবশ্য হার-জিত সরিয়ে রেখেই নতুনভাবে দল নিয়ে ভাবতে হবে। মেসির বয়স ৩৭ পেরিয়ে গেছে। ক্যারিয়ারের শেষের শুরু হয়ে গেছে আরও আগে। ২০২৬ বিশ্বকাপ এ মুহূর্তে মেসি ও আর্জেন্টিনা দলের চূড়ান্ত লক্ষ্য। তবে সে পর্যন্ত টিকে থাকতে হলে মেসির সময় ভাগ করে খেলার কোনো বিকল্প নেই। ক্লান্তি ও চোট-দুটিই সারাক্ষণ ঘাড়ের ওপর হুমকি হয়ে আছে। যেকোনো সময় কোনো একটা যেন পথ আগলে দাঁড়াবে! এই ভয় ও আতঙ্ক সামনের দিনগুলোতে আর্জেন্টিনা দলে কোনো প্রভাব ফেলবে কি না, সেটাও ভাবার বিষয়। তবে এটুকু নিশ্চিত যে ম্যাচের গুরুত্ব এবং মঞ্চ বিবেচনা করেই মেসিকে খেলাবেন স্কালোনি। এমনকি প্রয়োজন ছাড়া মেসিকে পুরো ৯০ মিনিট মাঠে না-ও দেখা যেতে পারে। এই প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়েই মূলত পোস্ট-মেসি যুগে প্রবেশ করবে আর্জেন্টিনা। এর মধ্যেও আশার খবর হচ্ছে মেসির দুর্দান্ত ছন্দ। ফিট মেসি মাঠে নামলে এখনো সেই আগের মতোই দাপুটে ও অপ্রতিরোধ্য। অন্তত ১০ মিনিটের জন্য হলেও সেই মেসিকে মাঠে দেখাটাই তো ফুটবলপ্রেমীদের আরাধ্য!

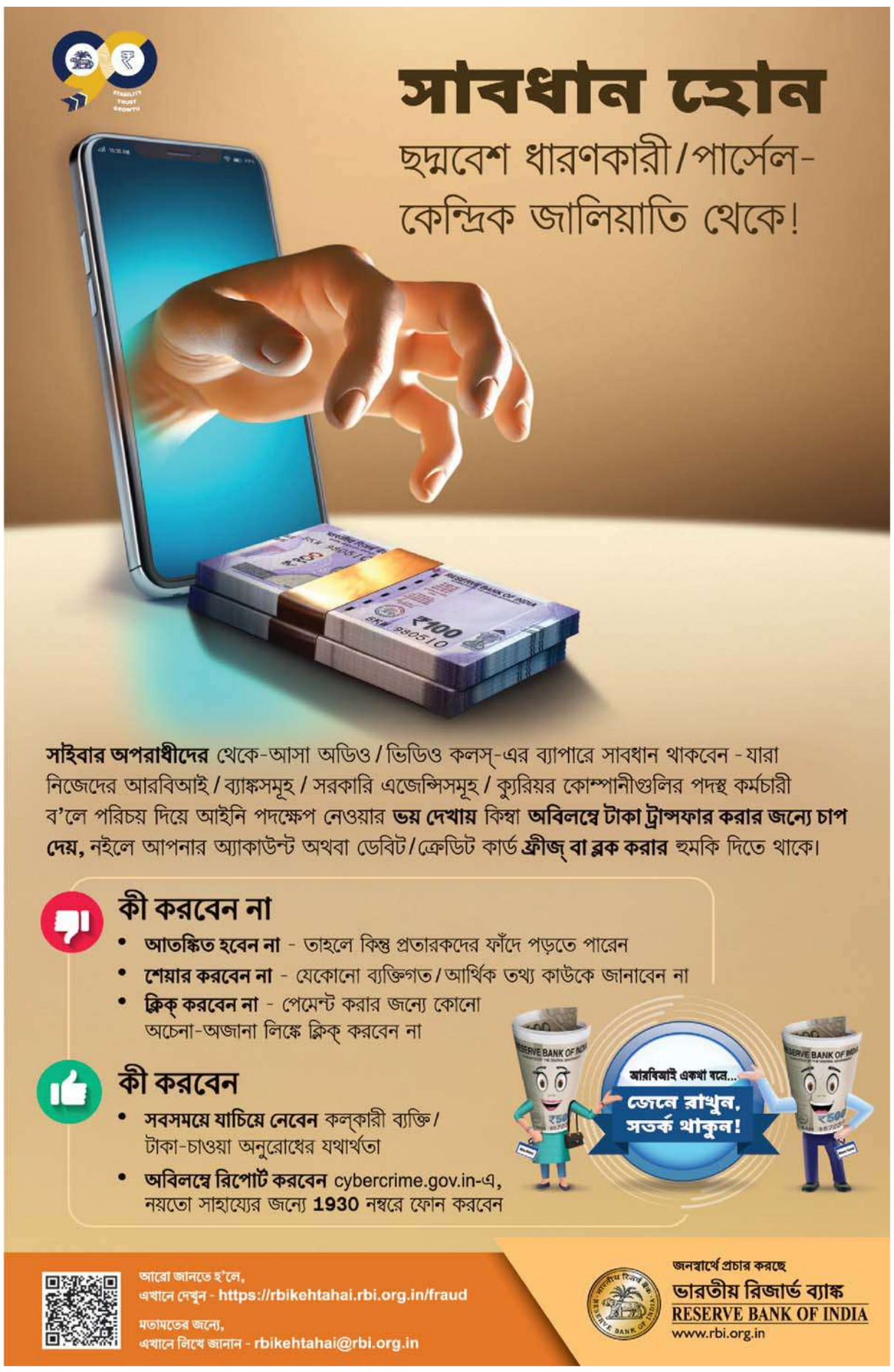

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com